মে ২০২৫। বর্ষ ৩০। সংখ্যা ৩৪৫

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

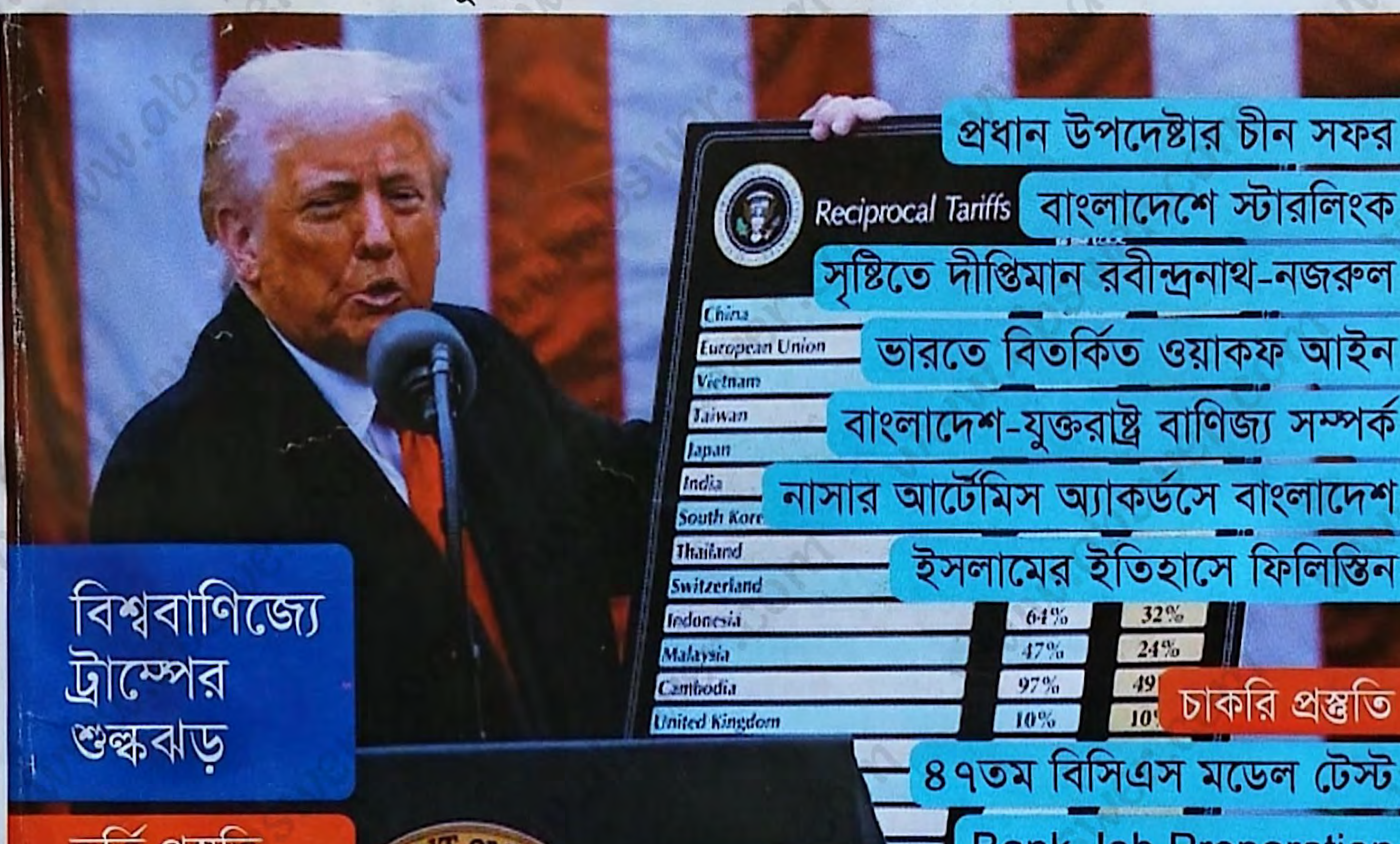

প্রধান উপদেষ্টার চীন সফর
বাংলাদেশে স্টারলিংক
সৃষ্টিতে দীপ্তিমান রবীন্দ্রনাথ-নজরুল
ভারতে বিতর্কিত ওয়াকফ আইন
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক
নাসার আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে বাংলাদেশ
ইসলামের ইতিহাসে ফিলিস্তিন

বিশ্ববাণিজ্যে ট্রাম্পের শুল্কঝড়

চাকরি প্রস্তুতি

৪৭তম বিসিএস মডেল টেস্ট
Bank Job Preparation
Question Bank on New Circular
১৩-২০তম গ্রেড লিখিত

ভর্তি প্রস্তুতি

গুচ্ছের চূড়ান্ত প্রস্তুতি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল টেস্ট
চবি-রাবি'র প্রশ্ন সমাধান
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা আশির্বাদ না অভিশাপ
Grameen Bank : Pioneer of Microcredit

ক্যারিয়ার। জেলা পরিচিতি। আন্তর্জাতিক সংস্থা। স্বাস্থ্যবার্তা। তথ্যকোষে রূপক কথা

বর্ষ ৩০ । সংখ্যা ৩৪৫ । মে ২০২৫

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

সম্পাদক
জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন
সহযোগী সম্পাদক
মো. ইউসুফ খান
সহসম্পাদক
মো. সাবিরুল ইসলাম
গোলাম রব্বানী
জোনাইদ হোসেন
মো. আবু তাহের
সোয়েব হোসেন আকিল
মো. রওনক ইসলাম
পরিকল্পনা সমন্বয়ক
মো. বাইচ উদ্দিন
মো. রফিকুল ইসলাম
মো. সাজ্জাদ হোসেন
সোহাইল আহমেদ
কাউসার আফরাদ
পরামর্শক
আরিফ খান মিরণ
শিল্প নির্দেশক
মো. মাইনুল ইসলাম
সানিয়া জিহা ও মারিয়া নেহা
গ্রাফিক্স
নূর নবী বাবর
বর্ণবিন্যাস
আবদুল করিম কাজল
রাফি উদ্দিন খান
বিজ্ঞাপন
এইচ এ কাইউম
০১৭১১ ৮৭১১৩৬

দাম : ৩০ টাকা

সুর আর বিদ্রোহের কলতান

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য [মে] মাস বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ দিনে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। দুজন কবির জন্মদিন ঘিরেই গ্রীষ্ম যেন হয়ে ওঠে কবিতা, সুর ও বিদ্রোহের রঙে উজ্জ্বল। অন্যদিকে শ্রমজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা-মুহূর্ত মহান মে দিবস।

এবারের সংখ্যায় থাকছে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী, মে দিবসের মহিমা, বিশ্ব বাণিজ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্যারিফনামা, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত, প্রধান উপদেষ্টার চীন সফর, ভারতের বিতর্কিত ওয়াক্ফ আইন ও সাম্প্রতিক বিষয়াবলি নিয়ে ফিচার। এছাড়াও জাতীয় ও গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আয়োজন এবং চাকরি প্রস্তুতির সাথে অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন।

বিশ্ব বাণিজ্যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বাণিজ্য সংঘাতের কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে বিশ্বের শীর্ষনেতাদের দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। মহান মে দিবসে আমরা আশা করি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংকট কাটিয়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমজীবী মানুষের সম্মান ও অধিকার।

যোগাযোগ

অফিস
নাভানা এফএইচ সোলারিস, লেভেল-৯, ৬৫ বিজয়নগর, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা ১০০০, E-mail : ca@professorsprokashon.com
০১৩২৪২৫৪৬০৮, ০১৩২৪২৫৪৬০৯ /professorscurrentaffairs

গ্রাহক ও এজেন্ট
প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৫৭১৬৫১২৯, ০১৩২৪২৫৪৬১৮ (বিকাশ)

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন-এর ছাপাখানা সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচিপত্র

সাম্প্রতিক

০৪ ‖ তথ্যপ্রবাহ
০৬ ‖ সাম্প্রতিক MCQ
০৮ ‖ Recent Info Inquiry
০৯ ‖ সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর
১০ ‖ দশ দিগন্ত
১৩ ‖ দেশের নদ-নদী ১৪১৫
১৪ ‖ দেশ পরিক্রমা
দেশের নিবন্ধিত GI পণ্য এখন ৫৫
প্রধান উপদেষ্টার চীন সফর
বাংলাদেশে স্টারলিংক
নাসার আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে বাংলাদেশ
১৮ ‖ বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক
১৯ ‖ বিশ্ব পরিক্রমা
মিয়ানমারে শক্তিশালী ভূমিকম্প
বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু
জার্মানিতে নতুন চ্যান্সেলর
২২ ‖ বাণিজ্যযুদ্ধের পূর্বাপর
২৩ ‖ বিশ্ব বাণিজ্যে ট্রাম্পের শুল্কঝড়
২৬ ‖ ভারতে বিতর্কিত ওয়াক্ফ আইন
২৭ ‖ বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল : পর্ব-২
২৮ ‖ বিরল খনিজ কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ
২৯ ‖ মহাকাশ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৩০ ‖ ইসলামের ইতিহাসে ফিলিস্তিন
৩৪ ‖ খেলাধুলা

ভর্তি প্রস্তুতি

৪০ ‖ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন সমাধান
৪৩ ‖ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন সমাধান
৭৩ ‖ গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়
৭৯ ‖ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত মডেল টেস্ট
৯০ ‖ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি

প্রবন্ধ-ফিচার

৫১ ‖ Short Notes
৫২ ‖ Grameen Bank Pioneer of Microcredit
৫৪ ‖ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আশীর্বাদ না অভিশাপ

চাকরির প্রস্তুতি

৫৬ ‖ ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি
৬৪ ‖ Combined Bank Job Preparation
৬৬ ‖ লিখিত প্রস্তুতি ১৩-২০তম গ্রেড
৬৮ ‖ Question Bank on New Circular
৭২ ‖ সমন্বিত ভাইভা প্রস্তুতি

অন্যান্য আয়োজন

৩৩ ‖ মে দিবস : অধিকার ও আত্মমর্যাদার স্মারক
৩৬ ‖ সংস্থা পরিচিতি : G7
৩৭ ‖ আবিষ্কার : সভ্যতার অন্যতম বাহন রেলগাড়ি
৩৮ ‖ বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চাকমা
৪৪ ‖ সৃষ্টিতে দীপ্তিমান রবীন্দ্রনাথ-নজরুল
৪৬ ‖ তথ্যকোষে রূপক কথা : পর্ব-৬
৪৭ ‖ বাংলা শেখার পাঠশালা
৪৮ ‖ English Erudition
৪৯ ‖ ম্যাথ মেডিসিন
৫০ ‖ রকমারি বিজ্ঞান
৭৮ ‖ ক্যারিয়ার হিসেবে কনটেন্ট ক্রিয়েটর
৯২ ‖ জেলা পরিচিতি : সিরাজগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও
৯৪ ‖ স্বাস্থ্যবার্তা
৯৫ ‖ বিচিত্র বিশ্ব
পাদটীকা : চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারির সর্বশেষ প্রস্তুতির জন্য
প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
BCS বিশেষ সংখ্যা
বিগত BCS পরীক্ষায় সর্বাধিক কমনপ্রাপ্ত সংকলন
পাওয়া যাচ্ছে জেলা-উপজেলার লাইব্রেরি ও পত্রিকার স্টলে
প্রফেসর'স প্রকাশন

তথ্য প্রবাহ

গত সংখ্যার বাকি অংশ

বাংলাদেশ ♦ ১৭ মার্চ ২০২৫

— বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে খেলার জন্য হামজা দেওয়ান চৌধুরী বাংলাদেশে আসেন।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৮ মার্চ ২০২৫

— বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) তৈরি একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করে ইতালিয় দৈনিক ইল ফোগলিও।

বাংলাদেশ ♦ ২০ মার্চ ২০২৫

— 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' ও 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি।

আন্তর্জাতিক ♦ ২১ মার্চ ২০২৫

— তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাঈদ দেশটির প্রধানমন্ত্রী কামেল মাদুরিকে বরখাস্ত করেন।

— নামিবিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন নেতুম্বো নন্দি নাদাইতওয়া।

বাংলাদেশ ♦ ২২ মার্চ ২০২৫

— গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন প্রধান উপদেষ্টার কাছে সংস্কার প্রতিবেদন জমা দেয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৩ মার্চ ২০২৫

— ইসরায়েলের দখলে থাকা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ১৩ ইহুদি বসতির 'স্বাধীনতা' অনুমোদন দেয় দেশটির নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রিসভা।

বাংলাদেশ ♦ ২৪ মার্চ ২০২৫

— অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচার রোধে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) স্বাক্ষরিত।

আন্তর্জাতিক

— দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবিধানিক আদালত দেশটির প্রধানমন্ত্রী হান ডাক-সুকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্বহাল করে।

বাংলাদেশ ♦ ২৫ মার্চ ২০২৫

— জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

— 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি।

বাংলাদেশ ♦ ২৬ মার্চ ২০২৫

— মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত।

— অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরে চীন যান।

বাংলাদেশ ♦ ২৭ মার্চ ২০২৫

— ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফল বাতিল করে ইশরাক হোসেনকে মেয়র ঘোষণা করে রায় দেন।

বাংলাদেশ ♦ ২৮ মার্চ ২০২৫

— প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বেইজিংয়ের পিপলস গ্রেট হলে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন।

আন্তর্জাতিক

— মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলে ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

বাংলাদেশ ♦ ২৯ মার্চ ২০২৫

— বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) কাছ থেকে বিনিয়োগের নিবন্ধন নেয় স্টারলিংক।

— প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

চলতি সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
৫০	০২	১৯	ইল ফোইও (ফ্রান্স)	ইল ফোগলিও (ইতালি)

এপ্রিল

আন্তর্জাতিক ♦ ০১ এপ্রিল ২০২৫

— পাকিস্তানে বসবাসরত আফগান নাগরিক কার্ডধারী (ACC) ও অন্য অবৈধ শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৩ এপ্রিল ২০২৫

— ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিতর্কিত 'ওয়াক্ফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫' পাস।

— থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ২০তম বিমসটেক মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে বিমসটেক সমুদ্র পরিবহন সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৪ এপ্রিল ২০২৫

— ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিতর্কিত 'ওয়াক্ফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫' পাস।

— থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ষষ্ঠ বিমসটেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৫ এপ্রিল ২০২৫

— ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ওয়াক্ফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫ এবং মুসলমান ওয়াক্ফ (রহিতকরণ) বিল, ২০২৫ দুটি বিলে সম্মতি দেন।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৬ এপ্রিল ২০২৫

— ভারতের প্রথম উল্লম্ব উত্তোলন রেল সেতুর (ভার্টিক্যাল লিফট রেল সি-ব্রিজ) উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৭ এপ্রিল ২০২৫

— চার দিনব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলন ঢাকায় শুরু।

— যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত বাড়তি ৩৭% শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

— বাংলাদেশের পাসপোর্টে Except Israel (ইসরায়েল ব্যতীত) শর্ত পুনরায় বহাল করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৮ এপ্রিল ২০২৫

— বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত।

বাংলাদেশ ♦ ০৯ এপ্রিল ২০২৫

— ইয়াংওয়ানের চেয়ারম্যান কিহাক সাংয়ের হাতে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব সনদ তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

— বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (BMJP)-কে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

আন্তর্জাতিক

— গোসলে পানি ব্যবহারের সীমা তুলে নির্বাহী আদেশ জারি করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বাংলাদেশ ♦ ১০ এপ্রিল ২০২৫

— ২০২৫ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু।

— জাপানে বিনা খরচে আরও কর্মী পাঠাতে দেশটির বেসরকারি কোম্পানি, ওনোডেরা ইউজার রান ইন কর্পোরেশনের সঙ্গে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ ♦ ১১ এপ্রিল ২০২৫

— বাংলা নববর্ষের শোভাযাত্রার নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'।

আন্তর্জাতিক ♦ ১২ এপ্রিল ২০২৫

— পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে ওমানে উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান।

বাংলাদেশ ♦ ১৩ এপ্রিল ২০২৫

— অন্তর্বর্তী সরকার ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাতিল করে।

— বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

আন্তর্জাতিক

— মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলে মেইকটিলা শহরের কাছে ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।

বাংলাদেশ ♦ ১৪ এপ্রিল ২০২৫

— 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলা নববর্ষ পালিত।

— দেশের নদ-নদীর নতুন তালিকা প্রকাশ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)।

— বাংলাদেশের চীনা দূতাবাসের কারিগরি সহযোগিতায় রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সর্ববৃহৎ ড্রোন শো প্রদর্শিত হয়।

আন্তর্জাতিক

— ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২০ কোটি ডলারের ফেডারেল তহবিল স্থগিত করে।

বাংলাদেশ ♦ ১৫ এপ্রিল ২০২৫

— পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

— আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০২৫ জারি।

— জরুরি কাজ সম্পাদনে সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগের লক্ষ্যে 'দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা ২০২৫' প্রকাশ করে সরকার।

আন্তর্জাতিক

— ইসরায়েলিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করে মালদ্বীপ সরকার।

— চীন থেকে আমদানি করা কিছু পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ ২৪৫% শুল্ক আরোপ করে।

বাংলাদেশ ♦ ১৬ এপ্রিল ২০২৫

— দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচ।

আন্তর্জাতিক

— যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট 'নারী' শব্দের আইনি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেন।

বাংলাদেশ ♦ ১৭ এপ্রিল ২০২৫

— ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা, ২০২৫ গেজেট আকারে প্রকাশ।

আন্তর্জাতিক

— বিরল খনিজ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

— রাশিয়ার সুপ্রিম কোর্ট আফগানিস্তানের শাসকদল তালেবানের ওপর থেকে 'সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর' তকমা প্রত্যাহার করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৮ এপ্রিল ২০২৫

— যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট বিচারক ব্রায়ান মারফি তৃতীয় দেশে অভিবাসী বিতাড়ন করার ট্রাম্পের পরিকল্পনা আটকে দেন।

বাংলাদেশ ♦ ১৯ এপ্রিল ২০২৫

— নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন।

— ১৩তম নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ♦ ২০ এপ্রিল ২০২৫

— চার দিনের সরকারি সফরে কাতারে যান প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আন্তর্জাতিক ♦ ২১ এপ্রিল ২০২৫

— ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস মারা যান।

বাংলাদেশ ♦ ২২ এপ্রিল ২০২৫

— বাংলাদেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে জাপানের পেন্টা-ওশেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড এবং টিওএ কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর।

আন্তর্জাতিক

— কাতারের দোহায় দুই দিনব্যাপী আর্থনা সম্মেলন শুরু।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৮ এপ্রিল ২০২৫

— কানাডায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

শীর্ষ সংবাদ

২০ মার্চ	: আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ক্রিস্টি কভেন্ট্রি।
২৪ মার্চ	: দেশে সমুদ্রপথে প্রথমবারের মতো ফেরি চলাচল শুরু।
০২ এপ্রিল	: ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৮৪টি দেশ ও অঞ্চলের ওপর নতুন শুল্ক ঘোষণা করেন।
০৪ এপ্রিল	: বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলাদেশ।
	: দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবিধানিক আদালতের রায়ে প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল ক্ষমতাচ্যুত হন।
০৮ এপ্রিল	: বাংলাদেশ ৫৪তম দেশ হিসেবে নাসার সঙ্গে 'আর্টেমিস অ্যাকর্ডস' স্বাক্ষর করে।
০৯ এপ্রিল	: বাংলাদেশে স্টারলিংকের সেবা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু।

চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় নাম The Czech Republic

সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কতটি?
ক) ৪৭টি খ) ৪৮টি গ) ৪৯টি ঘ) ৫০টি

২. সর্বশেষ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কোনটি?
ক) বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি
খ) গণঅধিকার পরিষদ
গ) গণসংহতি আন্দোলন ঘ) নাগরিক ঐক্য

৩. বর্তমানে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কতটি?
ক) ৫২টি খ) ৫৩টি গ) ৫৪টি ঘ) ৫৫টি

৪. বাংলাদেশের ৫৫তম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কোনটি?
ক) ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ
খ) টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জামুর্কির সন্দেশ
গ) নওগাঁর নাক ফজলী আম
ঘ) মুন্সীগঞ্জের পাতক্ষীর

৫. বাংলা নববর্ষের শোভাযাত্রার বর্তমান নাম কী?
ক) আনন্দ শোভাযাত্রা খ) মঙ্গল শোভাযাত্রা
গ) বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা ঘ) উপরের কোনোটিই নয়

৬. আপিল বিভাগের পঞ্চম নারী বিচারপতি কে?
ক) নাজমুন আরা সুলতানা খ) জিনাত আরা
গ) কৃষ্ণা দেবনাথ ঘ) ফারাহ মাহবুব

৭. বর্তমানে দেশে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ কতটি?
ক) ১১৭টি খ) ১৫০টি
গ) ২০৯টি ঘ) ২৮৫টি

৮. সম্প্রতি কোন দেশ বাংলাদেশ থেকে সেনা সদস্য নেওয়ার ঘোষণা দেয়?
ক) কাতার খ) ফিলিস্তিন
গ) সৌদি আরব ঘ) ইরাক

৯. ২৪ নভেম্বর ২০২৬ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ কোন সাল পর্যন্ত ওষুধ উৎপাদনে মেধাস্বত্বে ছাড় সুবিধা পাবে?
ক) ২০২৭ খ) ২০২৯
গ) ২০৩১ ঘ) ২০৩৩

১০. দেশের প্রথম ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মিত হচ্ছে কোথায়?
ক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ) বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১১. ৯ এপ্রিল ২০২৫ কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়?
ক) সি চিন পিং খ) পিটার ডি. হাস
গ) হামজা চৌধুরী ঘ) কিহাক সাং

১২. দেশের দীর্ঘতম ফ্লাইওভারের বর্তমান নাম কী?
ক) মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার
খ) গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার
গ) আবু সাঈদ ফ্লাইওভার
ঘ) ৩৬ জুলাই ফ্লাইওভার

১৩. দেশে সমুদ্রপথে প্রথমবারের মতো ফেরি চলাচল শুরু হয় কবে?
ক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ) ২৪ মার্চ ২০২৫
গ) ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ঘ) ২৪ এপ্রিল ২০২৫

নদ-নদী [সূত্র : BWDB]

১৪. বর্তমানে দেশে মোট নদ-নদীর সংখ্যা কত?
ক) ৯৯০টি খ) ১,১০৮টি
গ) ১,২০২টি ঘ) ১,৪১৫টি

১৫. দেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?
ক) পদ্মা খ) মেঘনা গ) ইছামতি ঘ) ধলেশ্বরী

১৬. দেশের ক্ষুদ্রতম নদী কোনটি?
ক) কলমদানী খ) বলেশ্বর
গ) ইটবাড়িয়া ঘ) বুড়িগঙ্গা

আন্তর্জাতিক

১৭. ২৮ মার্চ ২০২৫ কোন দেশে ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে?
ক) জাপান খ) ইরান
গ) তুরস্ক ঘ) মিয়ানমার

১৮. ১৮ মার্চ ২০২৫ বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) তৈরি একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করে কোন পত্রিকা?
ক) Il Foglio (ইতালি)
খ) The Washington Post (যুক্তরাষ্ট্র)
গ) The Telegraph (যুক্তরাজ্য)
ঘ) The Asahi Shimbun (জাপান)

১৯. আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কে?
ক) নেতুম্বো নন্দি নাদাইতওয়া খ) কমলা হ্যারিস
গ) কির্স্টি কভেন্ট্রি ঘ) ফাতমা সামোরা

২০. জার্মানির নতুন চ্যান্সেলর কে?
ক) লার্স ক্লিংবেইল খ) ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস
গ) ইয়োহান ভাডিফিউল ঘ) আলেক্সান্ডার ডোব্রিন্ডটের

২১. বিরল খনিজ মজুতে ও উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) ইউক্রেন খ) চীন গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) রাশিয়া

২২. লিচেনস্টাইনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী কে?
ক) ম্যাগডালেনা অ্যান্ডারসন খ) জুডিথ সোম্লিনুওয়া ভুকা
গ) ব্রিজিট হাস ঘ) কাজা কালাস

২৩. ডোনাল্ড ট্রাম্প কোন দেশের উপর সর্বাধিক পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন?
ক) চীন খ) মেক্সিকো গ) কানাডা ঘ) ভারত

২৪. Theft উপন্যাসের লেখক কে?
ক) আনি এরনো খ) ইয়োন ফসে
গ) হান কাং ঘ) আবদুলরাজাক গুরনাহ

উত্তর

১.	ঘ
২.	ক
৩.	ঘ
৪.	ক
৫.	গ
৬.	ঘ
৭.	ঘ
৮.	ক
৯.	ঘ
১০.	ক
১১.	ঘ
১২.	খ
১৩.	খ
১৪.	ঘ
১৫.	ক
১৬.	খ
১৭.	ঘ
১৮.	ক
১৯.	গ
২০.	খ
২১.	খ
২২.	গ
২৩.	ক
২৪.	ঘ

চেক প্রজাতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম চেকিয়া

২৫. ভারতের প্রথম উল্লম্ব রেল সেতুর নাম কী?
ক অটল সেতু খ নতুন পামবান সেতু
গ অঞ্জি খাদ সেতু ঘ কন্যাকুমারী কাচ সেতু

২৬. নিচের কোন দেশ এমপক্স টিকা তৈরি করেছে?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ ডেনমার্ক
গ চীন ঘ উপরের সবগুলো

২৭. বিমসটেকের বর্তমান চেয়ারম্যান দেশ কোনটি?
ক থাইল্যান্ড খ ভারত
গ বাংলাদেশ ঘ শ্রীলংকা

২৮. সৌরজগতে কোন গ্রহের সর্বাধিক উপগ্রহ রয়েছে?
ক নেপচুন খ শনি
গ বৃহস্পতি ঘ ইউরেনাস

২৯. সৌরজগতে শনি গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা কতটি?
ক ১৪৭ খ ১৫৭
গ ২০১ ঘ ২৭৪

৩০. ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে বাছাইপর্ব থেকে প্রথম দল হিসেবে স্থান পায় কোন দেশ?
ক জাপান খ জার্মানি
গ আর্জেন্টিনা ঘ ফ্রান্স

সম্মেলন

৩১. ৫১তম G7 শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ১৫-১৭ মে ২০২৫ খ ১৫-১৭ জুন ২০২৫
গ ১৫-১৭ জুলাই ২০২৫ ঘ ১৫-১৭ আগস্ট ২০২৫

৩২. ৫১তম G7 শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক টোকিও, জাপান খ প্যারিস, ফ্রান্স
গ বন, জার্মানি ঘ আলবার্টা, কানাডা

৩৩. ৩০তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP30) কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ১০-২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খ ১০-২১ অক্টোবর ২০২৫
গ ১০-২১ নভেম্বর ২০২৫
ঘ ১০-২১ ডিসেম্বর ২০২৫

৩৪. ৩০তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP30) কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক বাকু, আজারবাইজান খ বেলেম, ব্রাজিল
গ মাদ্রিদ, স্পেন ঘ দিল্লি, ভারত

৩৫. ১৭তম BRICS সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ৬-৭ জুলাই ২০২৫ খ ৬-৭ আগস্ট ২০২৫
গ ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঘ ৬-৭ অক্টোবর ২০২৫

৩৬. ১৭তম BRICS সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক সাংহাই , চীন খ মস্কো, রাশিয়া
গ রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল ঘ চেন্নাই, ভারত

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩৭. Forbes এর ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনী কে?
ক ইলন মাস্ক খ জেফ বেজোস
গ বার্নার্ড আর্নল্ট ঘ বিল গেটস

৩৮. প্রথম কোন বাংলাদেশি স্থাপনা টাইম ম্যাগাজিনের 'দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেটেস্ট প্লেসেস অব ২০২৫' তালিকায় স্থান পায়?
ক জাতীয় সংসদ
খ জেবুন নেসা মসজিদ
গ বায়তুল মোকাররম মসজিদ
ঘ বাইতুল আমান জামে মসজিদ

৩৯. বিশ্বে রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ চীন
গ জার্মানি ঘ নেদারল্যান্ডস

৪০. বিশ্বে আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ জার্মানি গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ জাপান

৪১. ২০২৫ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে শীর্ষ সুখী দেশ কোনটি?
ক ফিনল্যান্ড খ ডেনমার্ক
গ আইসল্যান্ড ঘ সুইডেন

৪২. ২০২৫ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক মালাবি খ লেবানন
গ সিয়েরা লিওন ঘ আফগানিস্তান

৪৩. ২০২৫ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক ১০১তম খ ১১২তম গ ১২৯তম ঘ ১৩৪তম

সংস্থার সদস্য

৪৪. ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) বর্তমান সদস্য কত?
ক ১৭৮টি খ ১৮০টি গ ১৮১টি ঘ ১৮২টি

৪৫. ৬ এপ্রিল ২০২৫ কোন দেশ IPU'র ১৮২তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক বেলিজ খ বাহামাস
গ ভানুয়াতু ঘ সেন্ট লুসিয়া

৪৬. এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য কত?
ক ৯৭টি খ ৯৮টি গ ৯৯টি ঘ ১০০টি

৪৭. ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কোন দেশ AIIB'র ১০০তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক এল সালভাদর খ নাউরু
গ কেনিয়া ঘ জিবুতি

১৩তম নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট

৪৮. কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ২৯ আগস্ট-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খ ২৯ সেপ্টেম্বর-২৬ অক্টোবর ২০২৫
গ ২৯ অক্টোবর-২৬ নভেম্বর ২০২৫
ঘ ২৯ নভেম্বর-২৬ ডিসেম্বর ২০২৫

৪৯. কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক অস্ট্রেলিয়া খ ইংল্যান্ড
গ পাকিস্তান ঘ ভারত

৫০. কতটি দল অংশ নিবে?
ক ৮টি খ ৯টি গ ১০টি ঘ ১১টি

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর

উত্তর
২৫. খ
২৬. ঘ
২৭. গ
২৮. খ
২৯. ঘ
৩০. ক
৩১. খ
৩২. ঘ
৩৩. গ
৩৪. খ
৩৫. ক
৩৬. গ
৩৭. ক
৩৮. খ
৩৯. খ
৪০. গ
৪১. ক
৪২. ঘ
৪৩. ঘ
৪৪. ঘ
৪৫. ক
৪৬. ঘ
৪৭. খ
৪৮. খ
৪৯. ঘ
৫০. ক

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : On what date India decided to discontinue the transshipment facility for Bangladesh?
Ans : 8 April 2025.

Ques : On 9 April 2025 who was granted Bangladeshi honorary citizenship?
Ans : Kihak Sang, Chairman of Yangwon Corporation from South Korea.

Ques : On what date interim government decided to announce the 2025-26 Fiscal Year budget?
Ans : 2 June 2025.

Ques : On what date Starlink launched trial internet service in Bangladesh?
Ans : 9 April 2025.

Ques : On 9 April 2025 which political party received registration from the Election Commission (EC)?
Ans : Bangladesh Minority Janata Party (BMJP).

Ques : Name of new variant of tomato developed by Bangladesh Agricultural University?
Ans : BAU Beefsteak Tomato-1.

Ques : First ferry service on a maritime route in Bangladesh inaugurated on 24 March 2025—
Ans : Chattogram-Sandwip route.

Ques : In which place country's first Ocean Satellite Ground Station will be built?
Ans : University of Chittagong.

Ques : On what date Chief Advisor Dr. Muhammad Yunus made four-day trip to China?
Ans : 26 March 2025.

Ques : According to Bangladesh Water Developmen Board (BWDB) the number of rivers in Bangladesh—
Ans : 1415.

Ques : New Chair of BIMSTEC for the next two years from 04 April 2025—
Ans : Bangladesh.

Ques : Which Bangladeshi has been named one of Time magazine's 100 Most Influential People of 2025?
Ans : Professor Dr. Muhammad Yunus.

Ques : According to latest BBS survey, what percent of households have smartphones?
Ans : 72.3%.

Ques : First Bangladeshi to climb Mount Annapurna I—
Ans : Babar Ali.

International

Ques : What is 'Golden Dome'?
Ans : A new space-based air defense system envisioned by US president Donald Trump.

Ques : On 3 April 2025 which country Officially Ends Golden Visa Program After 12 Years?
Ans : Spain.

Ques : On 20 March 2025 which initiative was declared by European Parliament to recruit workers from third countries?
Ans : EU talent pool.

Ques : On what date Iran and USA concluded a first round of talks in Oman over Tehran's nuclear programme?
Ans : 12 April 2025.

Ques : According to Henley and Partners the World's Wealthiest City in 2025 is—
Ans : New York.

Ques : According to Henley and Partners the World's Most Expensive City in 2025 is—
Ans : Monaco.

Ques : Who won the run-off round of Ecuador's presidential election held on 13 April 2025?
Ans : Daniel Noboa.

Ques : On 14 April 2025 what amount of financial aid was announced by European Union for the Palestinians?
Ans : 1.6 billion euros ($1.8 billion).

Science and Technology

Ques : On what date Bangladesh became the 54th nation to sign Artemis Accords?
Ans : 8 April 2025.

Ques : What is NGSO satellite?
Ans : Non-Geostationary Orbit (NGSO) satellite refers to a type of satellites in which the satellite is not stationary relative to the surface of the Earth. It orbits the Earth at a lower altitude and completes an orbit in a much shorter period of time.

Sports

Ques : Which English cricketer is to be awarded a knighthood for 'services to cricket'?
Ans : James Michael Anderson (Jimmy)

Ques : Hamza Choudhury joined which English club after Leicester City?
Ans : Sheffield United.

Ques : FIFA Club World Cup 2025 will be held on—
Ans : 14 June-13 July 2025.

Ques : 4th Bangladeshi woman to achieve the Women's International Master (WIM) title—
Ans : Wadifa Ahmed.

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: ৫৪তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষর করে কবে?
উত্তর: ৮ এপ্রিল ২০২৫।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে প্রথম বিদেশি বিনিয়োগকারী ব্যক্তি কে?
উত্তর: ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং।
প্রশ্ন: চিংড়িসহ সামুদ্রিক পোনার লাইভ ফিড উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করে কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর: বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে স্টারলিংকের ইন্টারনেট-সেবা চালু করা হয় কবে?
উত্তর: ৯ এপ্রিল ২০২৫।
প্রশ্ন: প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে অন্নপূর্ণা-১ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেন কে?
উত্তর: বাবর আলী।
প্রশ্ন: দেশের প্রথম ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্র কোথায় উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর: রাজশাহীতে।
প্রশ্ন: বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য কী ছিল?
উত্তর: নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান।
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটির নাম পরিবর্তন করে কী রাখা হয়?
উত্তর: 'বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকার'।
প্রশ্ন: বাংলাদেশি পাসপোর্টে 'ইসরায়েল ব্যতীত' শর্ত পুনর্বহালের নির্দেশ কবে দেওয়া হয়?
উত্তর: ৭ এপ্রিল ২০২৫।
প্রশ্ন: এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে কোন দেশ?
উত্তর: বাংলাদেশ।
প্রশ্ন: দেশে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য Freelancer Account চালু করে কোন ব্যাংক?
উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।
প্রশ্ন: ১৬ এপ্রিল ২০২৫ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) কতটি দেশকে নিরাপদ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে?
উত্তর: সাতটি— বাংলাদেশ, কসোভো, কলম্বিয়া, মিসর, ভারত, মরক্কো ও তিউনিসিয়া।
প্রশ্ন: ২০ এপ্রিল ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ পান কে?
উত্তর: সাবেক রাষ্ট্রদূত সুফিউর রহমান।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ হয়ে সেভেন সিস্টার্স যাওয়ার রেল প্রকল্প ভারত কবে স্থগিত করে?
উত্তর: ২০ এপ্রিল ২০২৫।
প্রশ্ন: প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদকে 'অনারারি ফেলোশিপ' দেয় যুক্তরাজ্যের কোন বিশ্ববিদ্যালয়?
উত্তর: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন: রেলওয়ের ১০টি হাসপাতালকে আরও আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয় কবে?
উত্তর: ২১ এপ্রিল ২০২৫।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা কোন নামে নতুন রং আবিষ্কার করেন?
উত্তর: ওলো।
প্রশ্ন: নোম্যাড পার্সপোর্ট সূচক ২০২৫ অনুযায়ী শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: আয়ারল্যান্ড (বাংলাদেশ ১৮১তম)।
প্রশ্ন: কোন মুসলিম দেশকে ভিসা-মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)?
উত্তর: সৌদি আরব।
প্রশ্ন: শ্রীলংকার বেসামরিক সম্মাননা 'মিত্র বিভূষণ পদক' কাকে প্রদান করা হয়?
উত্তর: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্র কোন ডিজিটাল মুদ্রা প্রথম রিজার্ভে অন্তর্ভুক্ত করে?
উত্তর: বিটকয়েন।
প্রশ্ন: টিয়াস বিমান ঘাঁটি (T4) কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর: সিরিয়া।
প্রশ্ন: তুরস্কের রোকেটসান এশিয়ার কোন দেশের সাথে যৌথ প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে চুক্তি করে?
উত্তর: ইন্দোনেশিয়ায়।
প্রশ্ন: এশিয়ার কোন দ্বীপ রাষ্ট্র আইন করে ইসরায়েলি নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে?
উত্তর: মালদ্বীপ।
প্রশ্ন: 'গোল্ডেন ডোম' কোন দেশের নির্মিতব্য আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন: ভারত-পাকিস্তান সিন্ধু পানি চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬০।
প্রশ্ন: ১৯ এপ্রিল ২০২৫ পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় দফা আলোচনা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ইতালির রোমে।
প্রশ্ন: কোন যন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় মাটির নিচে বসানো সিসমোগ্রাফ ও সেন্সর ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে ভূমিকম্প শনাক্ত করে?
উত্তর: শেকঅ্যালার্ট (ShakeAlert)।
প্রশ্ন: ভারতের আইনসভার নিম্নকক্ষ লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধন) বিল, ২০২৪ এবং মুসলিম ওয়াকফ (বাতিল) বিল, ২০২৪ কবে পাস করা হয়?
উত্তর: ৩ এপ্রিল ২০২৫।
প্রশ্ন: সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভের নাম কী?
উত্তর: 50501।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেন কে?
উত্তর: নিগার সুলতানা (৭৮ বলে)।
প্রশ্ন: প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে স্বীকৃত ক্রিকেটে ৫০তম সেঞ্চুরি করেন কে?
উত্তর: এনামুল হক বিজয়।

চেক প্রজাতন্ত্রের অফিসিয়াল ভাষা চেক

দশ দিগন্ত

নব-নিযুক্ত

বাংলাদেশ

সচিব

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় : মোঃ নিজাম উদ্দিন; নিয়োগ ৬ এপ্রিল ২০২৫।
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) : মোঃ কামাল উদ্দিন; নিয়োগ ৬ এপ্রিল ২০২৫।
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় : মোঃ নজরুল ইসলাম; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২৫।
- স্থানীয় সরকার বিভাগঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী; নিয়োগ ২৪ মার্চ ২০২৫।
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্যঃ ড. মনজুর হোসেন; নিয়োগ ৭ এপ্রিল ২০২৫।

মহাপরিচালক

- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) : অধ্যাপক এ কে এনামুল হক; দায়িত্ব গ্রহণ ২০ মার্চ ২০২৫।
- নৌপরিবহন অধিদপ্তর : কমোডর মো. শফিউল বারী; নিয়োগ ২০ এপ্রিল ২০২৫।
- বারডেম জেনারেল হাসপাতাল : অধ্যাপক ডা. মির্জা মাহবুবুল হাসান ফয়সাল; নিয়োগ ২০ এপ্রিল ২০২৫।

বিবিধ

- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা : শেখ বশিরউদ্দীন; দপ্তর বণ্টন ১৫ এপ্রিল ২০২৫।
- পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত : মো. ময়নুল ইসলাম; নিয়োগ ১০ এপ্রিল ২০২৫।
- জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যাবিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ : খলিলুর রহমান; নিয়োগ ৯ এপ্রিল ২০২৫।

আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রী

- তিউনিসিয়া : সারা জাফরানি, দায়িত্ব গ্রহণ ২১ মার্চ ২০২৫।
- লিচেনস্টাইন : ব্রিজিট হাস, দায়িত্ব গ্রহণ ১০ এপ্রিল ২০২৫।
- সার্বিয়া : ডুরো মাকুট, দায়িত্ব গ্রহণ ১৬ এপ্রিল ২০২৫।

BIMSTEC সম্মেলন

৪ এপ্রিল ২০২৫ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বিমসটেকের ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো 'ব্যাংকক ভিশন ২০৩০' এবং 'ব্যাংকক ঘোষণা' গ্রহণ করে। এতে দারিদ্র্য দূরীকরণ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। এই ঘোষণাগুলো গঠনমূলক করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ। এর আগে ৩ এপ্রিল ২০২৫ জোটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বিমসটেক সমুদ্র পরিবহন সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চেয়ারম্যান বাংলাদেশ : ৪ এপ্রিল ২০২৫ শীর্ষ সম্মেলন শেষে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বাংলাদেশ ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের জন্য বিমসটেকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণমালা অনুসারে এ দায়িত্ব আবর্তিত হয়। ব্যবহারিকভাবে চেয়ারম্যান দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কার্যক্রম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করেন।

আপিল বিভাগে পঞ্চম নারী বিচারপতি

২৪ মার্চ ২০২৫ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগের দুই বিচারপতিকে আপিল বিভাগের বিচারপতি পদে নিয়োগ দেন। নব-নিযুক্ত দুই বিচারপতি হলেন এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি ফারাহ মাহবুব। ২৫ মার্চ ২০২৫ প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব আপিল বিভাগে পঞ্চম নারী বিচারপতি।

অন্য চার নারী বিচারপতি

নাম	সময়কাল
নাজমুন আরা সুলতানা	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১-৬ জুলাই ২০১৭
জিনাত আরা	৯ অক্টোবর ২০১৮-১৪ মার্চ ২০২০
কৃষ্ণা দেবনাথ	৯ জানুয়ারি ২০২২-৯ অক্টোবর ২০২২
কাশেফা হোসেন	২৫ এপ্রিল ২০২৪-১০ আগস্ট ২০২৪

IOC'র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

২০ মার্চ ২০২৫ গ্রিসের কস্তা নাভারিনোয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (IOC) ১৪৪তম সভায় প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জিম্বাবুয়ের ক্রিস্টি কভেন্ট্রি। দুটি অলিম্পিক স্বর্ণজয়ী ৪১ বছর বয়সি সাবেক এই সাঁতারু ২৩ জুন ২০২৫ জার্মানির থমাস বাখের স্থলাভিষিক্ত হবেন। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে থমাস বাখ এই পদে রয়েছেন। কভেন্ট্রি ২০০৪ সালে এথেন্স অলিম্পিকে ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে স্বর্ণপদক এবং ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিকে স্বর্ণ লাভ করেন। উল্লেখ্য, আধুনিক অলিম্পিক গেমসের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসি কুবের্তাঁ ২৩ জুন ১৮৯৪ IOC প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১০ এপ্রিল ১৮৯৬ মাত্র ৩৩ বছর বয়সে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। IOC'র প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদকাল ৮ বছর। তবে চার বছরের জন্য একবার নবায়ন করা যায়।

অনন্তলোকে

♦ **পোপ ফ্রান্সিস (১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬-২১ এপ্রিল ২০২৫) :** রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু। তার জন্ম

আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে। তার আসল নাম জর্জ মারিও বারগোগ্লিও। তিনি ১৯৬৯ সালে ধর্মযাজক এবং ১৯৯৮ সালে আর্জেন্টিনায় আর্চবিশপ হন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তৎকালীন পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট পদ ছেড়ে দিলে ১৩ মার্চ ২০১৩ পোপ নির্বাচিত হন জর্জ মারিও। পোপ ফ্রান্সিস দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশ থেকে নির্বাচিত প্রথম পোপ। পোপ ফ্রান্সিসের আত্মজীবনীমূলক বই 'হোপ'।

♦ **অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ (মৃত্যু : ১৯ মার্চ ২০২৫) :** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) সাবেক চেয়ারম্যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এই শিক্ষক ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-৫ মার্চ ২০১৩ মেয়াদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ২৬ মে ২০১৯-১০ আগস্ট ২০২৪ মেয়াদে UGC'র চেয়ারম্যান ছিলেন।

♦ **জর্জ ফোরম্যান (১০ জানুয়ারি ১৯৪৯-২১ মার্চ ২০২৫) :** 'বিগ জর্জ' খ্যাত কিংবদন্তি বক্সার। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয়ী ফোরম্যান ছিলেন দুবারের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। ফোরম্যান বেশি আলোচিত ৩০ অক্টোবর ১৯৭৪ অনুষ্ঠিত মোহাম্মদ আলীর সাথে The Rumble in the Jungle ম্যাচটির জন্য। এ লড়াইয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত তথ্যচিত্র 'When we were kings' ১৯৯৬ সালে অস্কারে সেরা তথ্যচিত্রের পুরস্কার লাভ করে।

♦ **সুষমা দাশ (১ মে ১৯৩০-২৬ মার্চ ২০২৫) :** একুশে পদকপ্রাপ্ত লোকশিল্পী। তিনি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার শাল্লা থানার পুটকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার গাওয়া প্রাচীন ২২৯টি গান, জীবনী, সাক্ষাৎকার নিয়ে আজিমুল রাজা চৌধুরী 'সুষমা দাশ ও প্রাচীন লোকগীতি' নামে একটি বই ২০২০ সালের মার্চে প্রকাশ করেন। লোকসঙ্গীতে অবদানের জন্য ২০১৭ সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

সন্‌জীদা খাতুন

(৪ এপ্রিল ১৯৩৩-২৫ মার্চ ২০২৫)

সংগীতজ্ঞ, ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তার বাবা কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার > একুশে পদক (১৯৯১) • বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮) • রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ (১৯৮৮) • দেশিকোত্তম পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ (২০১২) • ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার (২০১৮)। এছাড়া ১৯৮৮ সালে কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য উপাধি এবং ভারত থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কার (২০২১) পান।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ > কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত • রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ • ধ্বনি থেকে কবিতা • অতীত দিনের স্মৃতি • রবীন্দ্রনাথ : বিবিধ সন্ধান • ধ্বনির কথা আবৃত্তির কথা • স্বাধীনতার অভিযাত্রা • সাহিত্য কথা সংস্কৃতি কথা • জননী জন্মভূমি • রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ • শান্তিনিকেতনের দিনগুলি • জীবনবৃত্ত।

■ নতুন রং আবিষ্কার

১৮ এপ্রিল ২০২৫ 'সায়েন্স অ্যাডভান্সেস' নামের একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে নতুন রং আবিষ্কারের দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। রংটির নাম দেওয়া হয় 'ওলো' (Olo)। সচরাচর আমরা খোলা চোখে যেভাবে বিভিন্ন রং দেখি, 'ওলোর' দেখা কিন্তু সেভাবে মেলে না। এ জন্য মানুষের চোখে লেজার রশ্মি ফেলে রেটিনার বিশেষ কোষে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ওই আলোড়নের ফলে সবুজ ও নীলের মিশেলে ভিন্ন এক রং দেখতে পান তারা। গবেষণাপত্রে বলা হয়, মানুষের চোখের রেটিনায় কোণ আকৃতির কোষ রয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে রং উপলব্ধি করা যায়। এই কোষ আবার তিন ধরনের— এস, এল ও এম। কোষগুলো লাল, নীল ও সবুজ রঙের আলাদা আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল। লেজার রশ্মি ফেলার পর শুধু 'এম' কোষগুলো আলোড়িত হয়েছে। ফলে চোখ থেকে যে রঙের সংকেত মস্তিষ্কে যায়, তা সাধারণ দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে না। এর কারণেই খোলা চোখে 'ওলো' রং দেখা যায় না।

■ শনি গ্রহের উপগ্রহ এখন ২৭৪

সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনি (Saturn)। গ্রহটি সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে ষষ্ঠ। গ্রহটির চারপাশে নতুন ১২৮টি উপগ্রহের সন্ধান পান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও তাইওয়ানের একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ১১ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়ন (IAU) আনুষ্ঠানিকভাবে শনি গ্রহের নতুন ১২৮টি উপগ্রহের স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে শনি গ্রহের মোট উপগ্রহের সংখ্যা বর্তমানে ২৭৪টি। নতুন আবিষ্কৃত উপগ্রহগুলোকে অনিয়মিত উপগ্রহ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। সৌরজগতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উপগ্রহ রয়েছে বৃহস্পতির (৯৫টি)। এছাড়া ইউরেনাসের উপগ্রহ ২৮টি, নেপচুনের ১৬টি এবং মঙ্গলের উপগ্রহ দুটি। বুধ ও শুক্র গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই।

চেক প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম Czech National Bank

দিবস প্রতিপাদ্য : এপ্রিল

জাতীয়

৩ : জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস।
৬ : জাতীয় ক্রীড়া দিবস। প্রতিপাদ্য— তারুণ্যের অংশগ্রহণ, খেলাধুলার মানোন্নয়ন।
৮ : বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস।
: বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস। প্রতিপাদ্য— সাহসী ও দায়িত্বশীল আগামীর প্রজন্ম।
১৭ : মুজিবনগর দিবস।
২৮ : জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস।
: জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস।

আন্তর্জাতিক

২ : বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। প্রতিপাদ্য— নিউরোডাইভারসিটির অগ্রগতি এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)।
: আন্তর্জাতিক শিশুগ্রন্থ দিবস।
৪ : আন্তর্জাতিক খনি সচেতনতা ও সহায়তা দিবস।
৫ : আন্তর্জাতিক বিবেক দিবস।
৬ : উন্নয়ন ও শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস। প্রতিপাদ্য— ক্রীড়াঙ্গনে সবার জন্য সমতা নিশ্চিত করা এবং সামাজিকভাবে খেলাধুলাকে যুক্ত করা।
৭ : রুয়ান্ডা গণহত্যার স্মরণ দিবস।
: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিপাদ্য— জন্ম হোক সুরক্ষিত, ভবিষ্যৎ হোক আলোকিত।
১০ : বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস।
১১ : বিশ্ব পারকিনসনস দিবস। প্রতিপাদ্য— ইউনাইট ফর পারকিনসনস।
১২ : মহাকাশে মানুষ যাত্রার আন্তর্জাতিক দিবস।
: বিশ্ব পথশিশু দিবস। প্রতিপাদ্য— পথ নবজাতকেরা আপনজন, হবে না কোনো বিভাজন।
১৪ : বিশ্ব চাগাস রোগ দিবস।
১৬ : বিশ্ব কণ্ঠ দিবস।
১৭ : বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস।
১৮ : বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস।
২১ : বিশ্ব সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন দিবস।
২২ : বিশ্ব ধরিত্রী দিবস।
২৩ : বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস।
: স্প্যানিশ ভাষা দিবস।
: বিশ্ব টেবিল টেনিস দিবস।
২৪ : (এপ্রিল মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার) International Girls in ICT Day।
২৫ : বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস।
২৬ : বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস।
২৭ : বিশ্ব নকশা দিবস।
২৮ : নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্রের জন্য বিশ্ব দিবস।
২৯ : আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস।
৩০ : International Jazz Day।
: (এপ্রিল মাসের শেষ বুধবার) আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস।

রিপোর্ট-সমীক্ষা

বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন

প্রকাশকাল : ২০ মার্চ ২০২৫ ▌ প্রকাশক : United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ▌ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৪৭টি। প্রতিবেদন অনুযায়ী— শীর্ষ দেশ : ফিনল্যান্ড ♦ সর্বনিম্ন দেশ : আফগানিস্তান ♦ **বাংলাদেশের অবস্থান : ১৩৪তম।**

নোম্যাড পাসপোর্ট সূচক

প্রকাশকাল : ৪ এপ্রিল ২০২৫ ▌ প্রকাশক : কর ও অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা Nomad Capitalist ▌ অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল : ১৯৯টি। সূচক অনুযায়ী—
♦ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট আয়ারল্যান্ডের
♦ বিশ্বের সবচেয়ে কম শক্তিশালী পাসপোর্ট আফগানিস্তানের
♦ **বাংলাদেশের অবস্থান : ১৮১তম।**

বৈশ্বিক শীর্ষ ধনী

প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫ ▌ প্রকাশক : ফোর্বস ম্যাগাজিন ▌ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Forbes World's Billionaires List : The Richest In 2025। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

শীর্ষ ৫ ধনী [বি.মা.ড.]

নাম	পরিচিতি	সম্পদ
ইলন মাস্ক	SpaceX'র প্রতিষ্ঠাতা ও টেসলার প্রধান নির্বাহী	৩৪২
মার্ক জাকারবার্গ	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা	২১৬
জেফ বেজোস	ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান	২১৫
ল্যারি এলিসন	ওরাকলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান	১৯২
বার্নার্ড আর্নল্ট ও তার পরিবার	ফ্রান্সের LVMH'র চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী	১৭৮

টাইম ১০০

১৬ এপ্রিল ২০২৫ বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করে টাইম ম্যাগাজিন। তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস 'লিডার বা নেতা' ক্যাটাগরিতে স্থান পায়। মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে এই ক্যাটাগরিতে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউমসহ ২১ জন।

বিশ্ব বাণিজ্যের পূর্বাভাস এবং পরিসংখ্যান

প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫ ▌ প্রকাশক : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)। পরিসংখ্যান অনুযায়ী—

রপ্তানি ও আমদানিতে শীর্ষ ৫ দেশ [হিসাব বি. মা. ডলার]

ক্রম	রপ্তানি		আমদানি	
	দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
১	চীন	৩,৫৭৭	যুক্তরাষ্ট্র	৩,৩৫৯
২	যুক্তরাষ্ট্র	২,০৬৫	চীন	২,৫৮৭
৩	জার্মানি	১,৬৮৩	জার্মানি	১,৪২৫
৪	নেদারল্যান্ডস	৯২১	নেদারল্যান্ডস	৮১৬
৫	জাপান	৭০৭	যুক্তরাজ্য	৮১২

দেশের নদ-নদী ১৪১৫

দেশে নদ-নদীর সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক চলছে বছরের পর বছর। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গণনার সঙ্গে মেলে না জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের হিসাব, আবার এ দুই সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (BWDB) হিসাবেও ছিল গরমিল। অবশেষে নদ-নদীর তালিকা তৈরিতে সকল প্রতিষ্ঠান একজোট হয়। ১৪ এপ্রিল ২০২৫ BWDB দেশে নদ-নদীর সংখ্যার নতুন তালিকা প্রকাশ করে। BWDB'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, দেশে নদ-নদীর সংখ্যা ১,৪১৫টি। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বিভাগীয় কমিশানার, জেলা প্রশাসন এবং নদীকর্মীদের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয় এ তালিকা। সরকারের নথিপত্রে আছে এমন নদীগুলোই তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে এটি চূড়ান্ত তালিকা নয়, কাজটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ভবিষ্যতে আরও নদ-নদীর সন্ধান পাওয়া গেলে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

দীর্ঘতম ১৫টি নদী (কিমি)

নাম	দৈর্ঘ্য	প্রবাহিত জেলা
পদ্মা*	৩৫১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী; চাঁদপুর, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর
ইছামতি/কালিন্দি	৩৩৪	চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরা
ধলেশ্বরী	৩৩০	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ
সাঙ্গু	২৯৪	বান্দরবান ও চট্টগ্রাম
কুশিয়ারা	২৮৮	সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	২৮৮	গাইবান্ধা, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী
কপোতাক্ষ	২৭৪	ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা
সুরমা	২৫০	সুনামগঞ্জ ও সিলেট
ভৈরব	২৪২	চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা ও নড়াইল
বংশী	২৩৯	জামালপুর, গাজীপুর ও ঢাকা
ব্রহ্মপুত্র-যমুনা	২৩০	টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, জামালপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও বগুড়া
ভোগাই	২২৪	নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ
মেঘনা**	২২১	হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শরীয়তপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালী
আত্রাই	২১৭	নওগাঁ, নাটোর, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর
নবগঙ্গা	২১৪	চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা ও যশোর

* তালিকায় পদ্মা নদীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হলো গঙ্গা/পদ্মা, যার দৈর্ঘ্য ২৩০ কিমি এবং অপরটি হলো পদ্মা, যার দৈর্ঘ্য ১২১ কিমি।

** মেঘনা নদীকেও দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হলো মেঘনা আপার, যার দৈর্ঘ্য ১৫৬ কিমি এবং অপরটি হলো মেঘনা লোয়ার, যার দৈর্ঘ্য ৬৫ কিমি।

দেশে নদ-নদীর সংখ্যা

- ♦ বর্তমানে নদ-নদীর সংখ্যা ১,৪১৫টি
- ♦ দীর্ঘতম নদী পদ্মা (৩৫১ কিমি)
- ♦ ক্ষুদ্রতম নদী বলেশ্বর (০.২ কিমি); অবস্থান শেরপুর জেলায়
- ♦ ইছামতি নামে বিভিন্ন জেলায় নদী আছে ১৪টি।

ক্ষুদ্রতম ৩টি নদী (কিমি)

নাম	দৈর্ঘ্য	প্রবাহিত জেলা
বলেশ্বর	০.২	শেরপুর
প্র. নাইজার	০.৩২	সুনামগঞ্জ
ভগাইন	০.৩৪	নেত্রকোনা

ইছামতি নামে ১৪টি নদী (কিমি)

নাম	দৈর্ঘ্য	প্রবাহিত জেলা
ইছামতি/নাচনিয়া	৩	রংপুর
ইছামতি (ঢাকা)	৫	মানিকগঞ্জ
ইছামতি-মইদারা/মাইদারা	১১	বাগেরহাট
ইছামতি (ময়মনসিংহ)	২২.২	ময়মনসিংহ
ইছামতি (দিনাজপুর)	৩৬	দিনাজপুর, নীলফামারী
ইছামতি (সিরাজদিখান)	৩৬	নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ
ইছামতি (রাঙ্গামাটি)	৪৩	চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি
ইছামতি (সিরাজগঞ্জ)	৫০	সিরাজগঞ্জ
ইছামতি (সিরাজগঞ্জ)/ মরা বাঙ্গালী	৫০	বগুড়া
ইছামতি (খুলনা)	৫৪	খুলনা
ইছামতি (বগুড়া)	৭১	বগুড়া
ইছামতি (মানিকগঞ্জ)	৭২	ঢাকা, মানিকগঞ্জ
ইছামতি (পাবনা)	৮৯	পাবনা
ইছামতি-কালিন্দি/ ইছামতি/কালিন্দি	৩৩৪	সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা

দেশ পরিক্রমা

বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল

ভারতীয় স্থল শুল্ক স্টেশন ব্যবহার করে বন্দর ও বিমানবন্দর দিয়ে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা ৮ এপ্রিল ২০২৫ বাতিল করে ভারত। এই ট্রান্সশিপমেন্টের আওতায় বাংলাদেশ স্থলপথে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানে পণ্য পাঠাতো। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের ভূখণ্ড দিয়ে নেপাল ও ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত পণ্যের যানবাহন (ট্রাক, ট্রেইলর) পরিবর্তন করা হয়। ২৯ জুন ২০২০ ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস এক আদেশে প্রথম এই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেয়। ভারতের পেট্রাপোল (বাংলাদেশ অংশে বেনাপোল) শুল্কস্টেশন দিয়ে সড়কপথে কলকাতা বিমানবন্দর ও কলকাতা বন্দর দিয়ে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির সুবিধা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ভারতের গেদে (বাংলাদেশ অংশে দর্শনা) শুল্কস্টেশন দিয়ে রেলে ভারতের নভোসেবা বন্দর ব্যবহারেরও সুবিধা দেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশ শুধু বেনাপোল হয়ে কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করেছে।

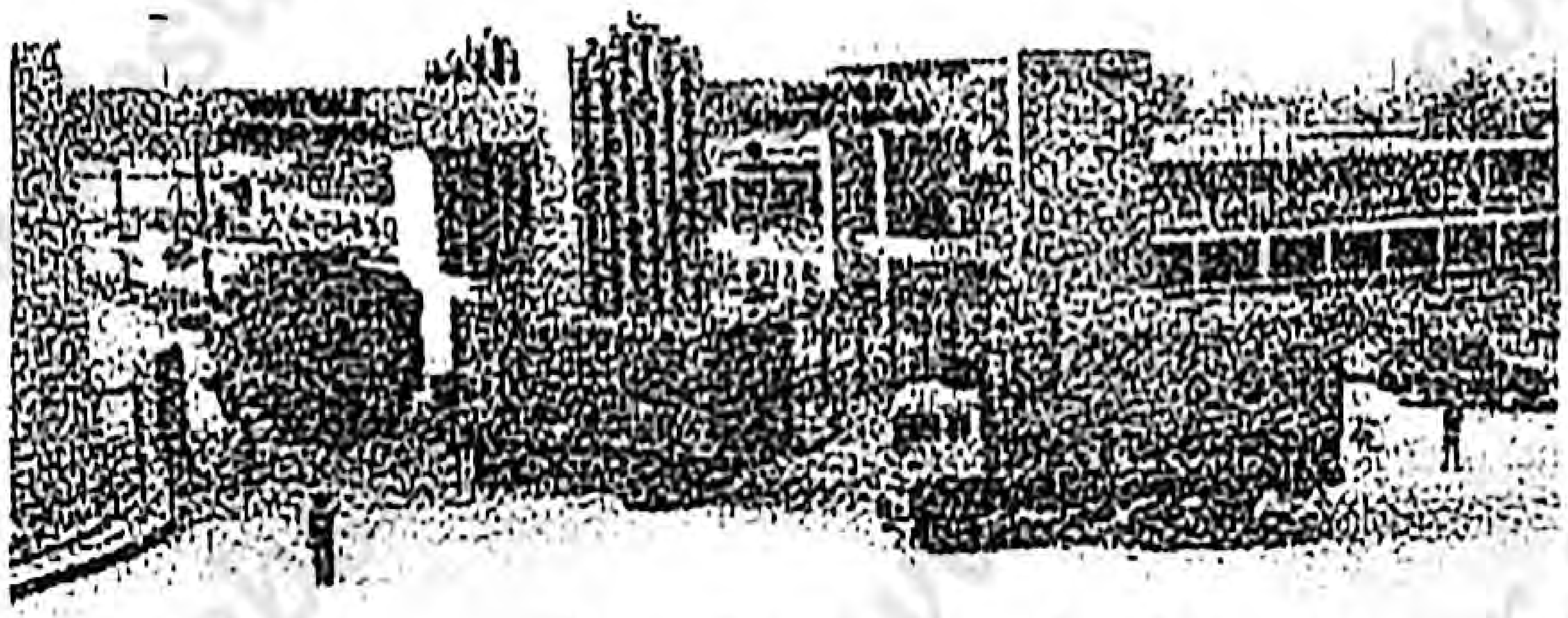

ট্রান্সশিপমেন্ট : ট্রান্সশিপমেন্ট একধরনের ট্রানজিট সুবিধা। এটি ট্রানজিট ব্যবস্থার মধ্য থেকেই বাড়তি একধরনের সুবিধা। ট্রানজিট সুবিধা নেওয়ার সময় পণ্যের চালানের জন্য যদি যানবাহন পরিবর্তন করা হয়, তাহলে একে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বলে। এটা হতে পারে সীমান্ত বা অন্য কোনো এলাকায় এক ট্রাক থেকে অন্য ট্রাকে পণ্য স্থানান্তর কিংবা জাহাজ থেকে ট্রাক বা ট্রেনে স্থানান্তর। মোটাদাগে পণ্যের চালানটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে যদি যানবাহন পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে একে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বলে।

সমুদ্রপথে প্রথম ফেরি চলাচল

২৪ মার্চ ২০২৫ দেশে সমুদ্র পথে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম-সন্দীপ ফেরি চলাচল শুরু হয়। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ঘাটে এই ফেরি সেবার উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। চার লাখ মানুষের দ্বীপ উপজেলা সন্দীপের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হলো এ ফেরি সেবার মধ্যে দিয়ে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বাঁশবাড়িয়া থেকে সন্দীপের গুপ্তছড়া পর্যন্ত চলাচল করবে এই ফেরি সেবা।

নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল

৯ এপ্রিল ২০২৫ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (BMJP) নামের দলকে নিবন্ধন প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এরপর ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। নতুন নিবন্ধিত এই দলের প্রতীক 'রকেট'। দলটির নিবন্ধন নম্বর ৫৫। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি নামে নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২০১৮ সালে নিবন্ধন পেতে তারা আবেদন করে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনের আগে নিবন্ধন প্রথা চালু হয়। এ পর্যন্ত ৫৫টি দল ইসির নিবন্ধন পেলেও পরবর্তীতে নানা কারণে পাঁচটি দলের (জামায়াতে ইসলামী, ফ্রিডম পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন, পিডিপি ও জাগপা) নিবন্ধন বাতিল করা হয়। ১৯ মার্চ ২০২৫ হাইকোর্ট জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টিকে (জাগপা) নিবন্ধন ফিরিয়ে দিতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন।

দেশের নিবন্ধিত GI পণ্য এখন ৫৫

সম্প্রতি পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (DPDT) আরও ৪টি ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের স্বীকৃতি দেয়। এ নিয়ে সর্বশেষ দেশের নিবন্ধিত GI পণ্য এখন ৫৫টি।

নাম	আবেদন	আবেদনকারী	পণ্যের শ্রেণি
৫২. মুন্সীগঞ্জের পাতক্ষীর	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ	২৯ ও ৩০
৫৩. নওগাঁর নাক ফজলী আম	৪ জুন ২০১৭	নাক ফজলী আম চাষী সমবায় সমিতি, বদলগাছি, নওগাঁ	৩১
৫৪. টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জামুর্কির সন্দেশ	১ এপ্রিল ২০২৪	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল	২৯ ও ৩০
৫৫. ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ	১ ডিসেম্বর ২০২১	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৩১

টমেটোর নতুন জাত উদ্ভাবন

টমেটোর নতুন জাত উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক। এই জাতের নাম দেওয়া হয় 'বাউ বিফস্টেক টমেটো-১'। আকারে এটি অন্য টমেটোর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। সংকরায়ণ ও বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। সাধারণ টমেটোর দুটি কোষ থাকে। এই বিশেষ জাতের টমেটোতে অনেক কোষ রয়েছে। কোষবিন্যাস অনেকটা গরুর মাংসের মতো হওয়ায় নামকরণ করা হয় 'বাউ বিফস্টেক টমেটো-১'। প্রতিটির ওজন গড়ে ৩০০-৬০০ গ্রাম হয়।

স্ট্রবেরির নতুন জাত

জাপানি 'নিওহো' জাতের স্ট্রবেরির সঙ্গে আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল জাতের স্ট্রবেরির সংকরায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী স্ট্রবেরির নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এম মনজুর হোসেন ১০ বছরের চেষ্টায় এই নতুন জাত উদ্ভাবন করেন। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে জাতটির নাম রাখেন ফ্রিডম-২৪। শীতপ্রধান দেশের আকর্ষণীয় ফল স্ট্রবেরির বাণিজ্যিক চাষ বাংলাদেশে শুরু হয় ২০০৭ সালে।

বাংলাদেশ পুলিশের নতুন লোগো

২১ এপ্রিল ২০২৫ বাংলাদেশ পুলিশের পুরোনো লোগো পরিবর্তন করে নতুন অফিসিয়াল লোগোর বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে পুলিশ সদর দপ্তর। এরপর ২২ এপ্রিল তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। বর্তমান লোগোতে থাকা পাল তোলা নৌকা বাদ পড়ে। নতুন লোগোটিতে জাতীয় ফুল শাপলা, ধান ও গমের শিষযুক্ত ছবি যুক্ত করা হয়। আর পাটপাতার টবে লেখা থাকবে পুলিশ। এর আগে পুলিশের মনোগ্রাম পরিবর্তন করে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরে ২০০৯ সালে লোগোতে পাল তোলা নৌকার দুই পাশে গম ও ধানের শিষের মালা আনা হয়। ওই লোগোতে পালের ওপরে একটি শাপলা ফুলের ছবি আছে। আর নৌকার নিচে বাংলায় পুলিশ লেখা।

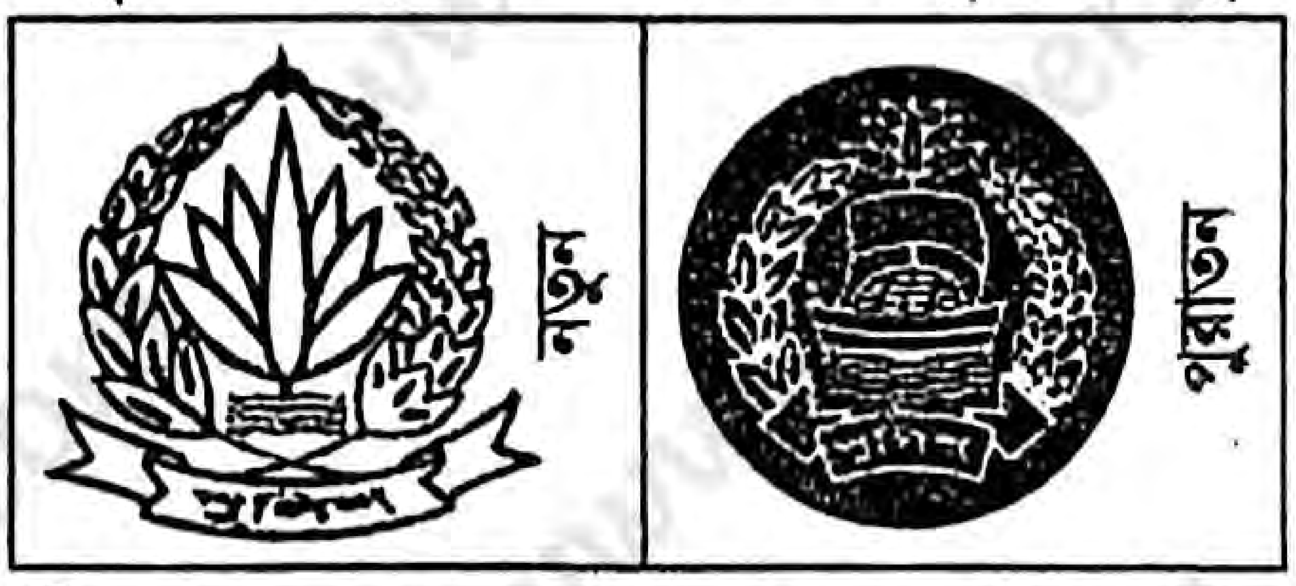

পানির অভাবে খরস্রোতা ৭৯ নদী

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেশের ৭৯টি নদী শুষ্ক মৌসুমে প্রায় পুরোপুরি শুকিয়ে যায় বলে উঠে এসেছে। রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের (RDRC) তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের শুকিয়ে যাওয়া নদী' শিরোনামে এক গবেষণায় বলা হয়, দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সরকারি তালিকাভুক্ত ১,১৫৬টি নদীর মধ্যে অন্তত ৭৯টি শুকিয়ে গেছে অথবা শুকিয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী, খুলনা বিভাগে ২৫টি, রাজশাহীতে ১৯, রংপুরে ১৪, চট্টগ্রামে ৬, ময়মনসিংহে ৫, ঢাকায় ৪ এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ৩টি করে নদী রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার চীন সফর

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৬ মার্চ ২০২৫ চার দিনের সরকারি সফরে চীনে যান। এটি তার প্রথম কোনো দেশে দ্বিপক্ষীয় সফর।

- **২৭ মার্চ :** দক্ষিণ চীনের হাইনান প্রদেশের বোয়াওয়ে অনুষ্ঠিত বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়ার (BFA) বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বক্তব্য দেন।
- **২৮ মার্চ :** বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে তিনি প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। একই দিন চীনের সাথে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা-সংক্রান্ত একটি চুক্তি এবং ক্লাসিক সাহিত্যের অনুবাদ ও প্রকাশনা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনিময় ও সহযোগিতা, সংবাদ বিনিময়, গণমাধ্যম, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য খাতে ৮টি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।
- **২৯ মার্চ :** পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে এবং সেদিনই তিনি দেশে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

- **২১০ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি :** চীন সফরে বাংলাদেশ ২১০ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি পান। এর মধ্যে প্রায় ৩০টি চীনা কোম্পানি বাংলাদেশের চীনা শিল্প অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১ বি.মা.ড. বিনিয়োগের অঙ্গীকার করে। মোংলা বন্দর আধুনিকীকরণে ৪০০ মি.মা.ড. ঋণ, অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নে ৩৫০ মি.মা.ড. এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় ১৫০ মি.মা.ড. বরাদ্দের পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি অর্থ অনুদান ও অন্যান্য ঋণ সহায়তা হিসেবে আসবে।
- **কোটা ও শুল্ক সুবিধা :** চীন বাংলাদেশের জন্য বিদ্যমান শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানি সুবিধা আরো দুই বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সাল থেকে বাড়িয়ে ২০২৮ সাল পর্যন্ত বহাল রাখার ঘোষণা দেয়।
- **চীনে আম রপ্তানি :** চীন বাংলাদেশ থেকে আম আমদানি করবে।
- **তিস্তা প্রকল্পে সহায়তা :** চীন তিস্তা নদী প্রকল্পে সহায়তার আশ্বাস দেয়। এছাড়া ড. মুহাম্মদ ইউনূস চীনের কাছে নদী ও পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য ৫০ বছরের মাস্টারপ্ল্যান চান।

মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের আয়োজনে রাজধানীতে বাংলা নববর্ষের যে শোভাযাত্রা বের হয় ১১ এপ্রিল ২০২৫ তার নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'। ১৯৮৯ সাল থেকে চারুকলা অনুষদ পয়লা বৈশাখে শোভাযাত্রা করে আসছে। শুরুতে এর নাম ছিল 'আনন্দ শোভাযাত্রা'। ১৯৯৬ সালে শোভাযাত্রার নামকরণ হয় 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। ৩০ নভেম্বর ২০১৬ জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সংস্থা (UNESCO) মঙ্গল শোভাযাত্রাকে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন)

২৫ মার্চ ২০২৫ সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করে। অধ্যাদেশে ধর্ষণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে নারী ও মেয়েশিশুর পাশাপাশি কোনো ছেলেশিশুকে বলাৎকার করাকেও ধর্ষণের অপরাধ হিসেবে যুক্ত করা হয়। ধর্ষণের সাজা আগের মতোই মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড। তবে অর্থদণ্ড বাড়িয়ে ২০ লাখ টাকা করা হয়। এছাড়া ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলার তদন্ত ৬০ কার্যদিবসের পরিবর্তে ৩০ কার্যদিবসে এবং এ সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে অতিরিক্ত ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার বিধান করা হয়। মামলা প্রাপ্তির ১৮০ দিনের পরিবর্তে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার শেষ করার বিধান করা হয়। ধর্ষণের মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক আদেশে বদলি করা যাবে না।

নাম পরিবর্তন

■ **থানা :** ৮ এপ্রিল ২০২৫ বাংলাদেশ পুলিশের দুই থানার নাম পরিবর্তন করা হয়। এ দুই থানা যমুনা সেতুর দুই প্রান্তে অবস্থিত। টাঙ্গাইল জেলা পুলিশের অধীন বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব থানার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'যমুনা সেতু পূর্ব থানা'। এছাড়া সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের অধীন বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'যমুনা সেতু পশ্চিম থানা'। এর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বঙ্গবন্ধু সেতুর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় 'যমুনা সেতু'।

■ **অন্যান্য :**

বিদ্যমান নাম	পরিবর্তিত নাম	অবস্থান
বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ	শহিদ আবরার ফাহাদ অ্যাভিনিউ	গুলিস্তান, ঢাকা
মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার	গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার	ঢাকা
এমভি তাজউদ্দিন আহমদ	এমভি টেকনাফ	—
এমভি আইভি রহমান	এমভি মালঞ্চ	—

প্রথম অন্নপূর্ণা-১ এ আরোহণ

৭ এপ্রিল ২০২৫ প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বের দশম সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অন্নপূর্ণা-১-এর শীর্ষে আরোহণ করেন এভারেস্ট জয়ী চট্টগ্রামের বাবর আলী। নেপালের গন্ডকিতে অবস্থিত অন্নপূর্ণা পর্বত স্থানীয়দের কাছে 'ফসলের দেবী' হিসেবে পূজনীয়। এর চূড়া মূলত চারটি। যার মধ্যে শীর্ষ হলো পৃথিবীর দশম শীর্ষ পর্বত ৮,০৯১ মিটার (২৬,৫৪৫ ফুট) উচ্চতার অন্নপূর্ণা-১। উচ্চতায় দশম হলেও অভিযানের জন্য কৌশলগতভাবে অন্যতম কঠিন হিসেবে বিবেচিত হয় এ পর্বতটি।

বাংলাদেশে স্টারলিংক

৯ এপ্রিল ২০২৫ বাংলাদেশে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান স্টারলিংকের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলন'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এটির কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া সেখান থেকে স্টারলিংকের ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় সম্মেলনের কার্যক্রম। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে স্টারলিংকের প্রযুক্তি পরীক্ষা করা হয়। ২০২৪ সালের অক্টোবরে স্টারলিংকের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইলন মাস্কের সঙ্গে টেলিফোনে স্টারলিংক প্রসঙ্গে আলোচনা করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে স্টারলিংকের স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট-সেবা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চালুর নির্দেশনা দেন। ২৬ মার্চ ২০২৫ বাংলাদেশে নন-জিওস্টেশনারি অরবিট (NGSO) স্যাটেলাইট সেবা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক নীতিমালা ও লাইসেন্সিং নির্দেশিকা অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৭ মার্চ ২০২৫ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (BTRC) এই নীতিমালা প্রকাশ করে। এ নির্দেশিকায় আড়ি পাতার সুযোগ রাখা হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান আইনি কাঠামোয় সরকার চাইলে ইন্টারনেট বন্ধ করতে পারে। ২৯ মার্চ ২০২৫ স্টারলিংক বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) কাছ থেকে বিনিয়োগের নিবন্ধন পায়। অবশ্য ইন্টারনেট-সেবা দিতে স্টারলিংককে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (BTRC) কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিডা থেকে নিবন্ধন নেওয়া বাধ্যতামূলক।

NGSO স্যাটেলাইট

Non-Geostationary Orbit (NGSO) স্যাটেলাইট এমন একটি প্রযুক্তি যা জিওস্টেশনারি (স্থির কক্ষপথে থাকা) স্যাটেলাইটের তুলনায় ভিন্নভাবে কাজ করে। NGSO স্যাটেলাইটগুলো সাধারণত পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে (LEO বা MEO) অবস্থান করে এবং উচ্চগতির ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করতে সক্ষম।

পাসপোর্টে 'ইসরায়েল ব্যতীত' শর্ত পুনর্বহাল

বাংলাদেশি পাসপোর্টে 'ইসরায়েল ব্যতীত' শর্ত পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ৭ এপ্রিল ২০২৫ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ইস্যুকৃত পাসপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল This Passport is valid for all countries of the world except Israel অর্থাৎ বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য এই পাসপোর্ট কার্যকর থাকবে, শুধু ইসরায়েল ছাড়া। অর্থাৎ বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী কোনো ব্যক্তি শুধু ইসরায়েল ব্যতিরেকে বিশ্বের যেকোনো দেশ ভ্রমণ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে দেশে নতুন ই-পাসপোর্ট চালু করা হলে তাতে এই লেখা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দেশের প্রথম ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাসের সক্ষমতা বাড়াতে দেশের প্রথম ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্টেশন ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে উপকূলীয় এলাকার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে। এটি বর্তমানে বিদেশি স্যাটেলাইটের উপর নির্ভরশীল ব্যবস্থার চেয়ে অনেক দ্রুততর। বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে স্টেশনটি চীনের স্যাটেলাইটগুলোর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। ২৬ মার্চ ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান অনুষদে দেশের প্রথম ওশান স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশনের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়।

নাসার আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে বাংলাদেশ

৮ এপ্রিল ২০২৫ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার সঙ্গে 'আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে' (Artemis Accords) স্বাক্ষর করে। ফলে বাংলাদেশ এখন 'আর্টেমিস অ্যাকর্ডস' স্বাক্ষরকারী ৫৪তম দেশ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈশ্বিক মহাকাশ গবেষণা, মহাকাশ ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং মহাকাশ সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহারে নিজেকে সম্পৃক্ত করল। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার মহাকাশ গবেষণা কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে পারবে। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) এবং নাসার মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে। আর্টেমিস অ্যাকর্ডস যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ ও বেসামরিক মহাকাশ অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত আর্টেমিস অ্যাকর্ডস চুক্তিগুলো হলো একটি অবান্ধনযোগ্য বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার একটি সিরিজ, যার লক্ষ্য মহাকাশ অনুসন্ধানে শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ ও টেকসই সহযোগিতা। আর্টেমিস অ্যাকর্ডস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৩ অক্টোবর ২০২০ আটটি দেশের জাতীয় মহাকাশ সংস্থার প্রতিনিধিরা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দেশগুলো হলো— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইতালি, লুক্সেমবার্গ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

বাংলাদেশের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব

৯ এপ্রিল ২০২৫ কোরিয়ার বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাংকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের শিল্প খাতের বিকাশ, বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক আয়ে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এই সম্মানসূচক নাগরিকত্ব (অনারারি সিটিজেনশিপ) দেওয়া হয়। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আসেন কিহাক সাং। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় তিনি গড়ে তুলেন কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা কেইপিজেড। সেখানে তার প্রতিষ্ঠান ইয়াংওয়ানের ৪৮টি কারখানা রয়েছে।

■ **সম্মানসূচক নাগরিকত্বের সুবিধা :** একজন বাংলাদেশি নাগরিক যে আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন, সেটা সম্মানসূচক নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিরা পান না। এমন নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিরা ভোট দেওয়া বা ভোটে প্রার্থী হতে পারবেন না। তারা 'অন অ্যারাইভাল' ভিসা সুবিধা পাবেন। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিদেশি নাগরিকদের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ।

উল্লেখযোগ্য নাগরিকত্ব লাভকারী ব্যক্তি

নাম	দেশ	তারিখ
কাজী নজরুল ইসলাম	ভারত	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬
মোহাম্মদ আলী	যুক্তরাষ্ট্র	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮
ভ্যালেরি অ্যান টেইলর	যুক্তরাজ্য	১৯৯৮ সালে
গর্ডন গ্রিনিজ	বার্বাডোস	১৯৯৭ সালে
অমর্ত্য সেন	ভারত	১৯৯৯ সালে
মেরি গাস্ট	যুক্তরাষ্ট্র	৪ মার্চ ১৯৯৯
ফাদার মারিনো রিগন	ইতালি	৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
ডা. এড্রিক বেকার	নিউজিল্যান্ড	৫ আগস্ট ২০১৪
লুসি হেলেন ফ্রান্সিস হল্ট	যুক্তরাজ্য	২২ মার্চ ২০১৮

চেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ভ্যাক্লেভ হ্যাভেল

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক

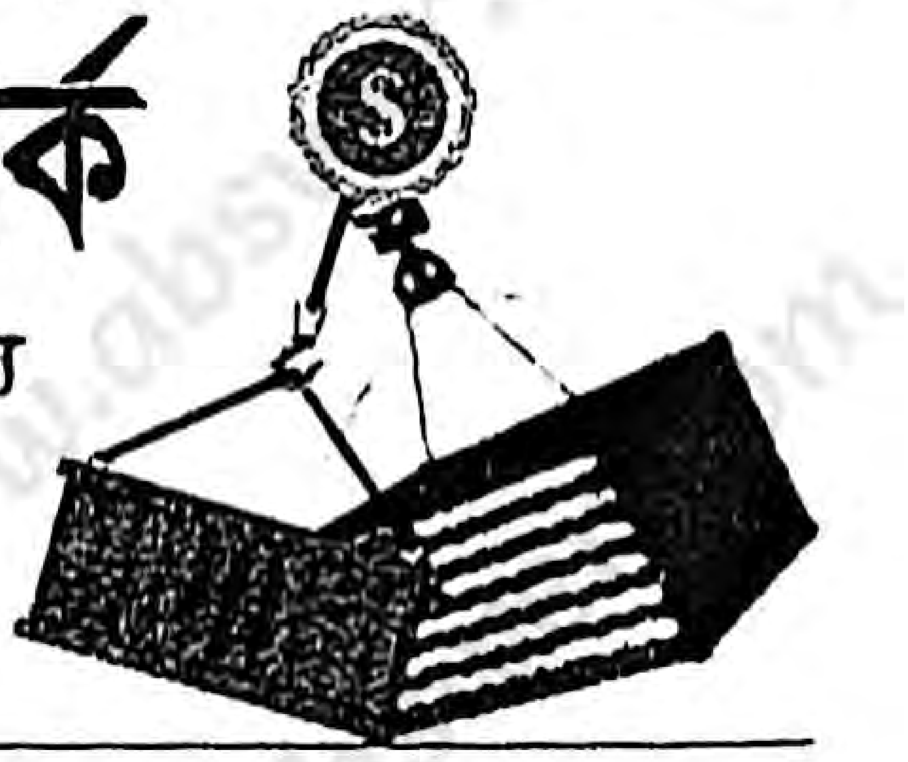

রপ্তানি বাণিজ্য হলো একটি দেশের অর্থনীতির দর্পণ। যে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য যত বেশি সে দেশের অর্থনীতিতে GDP প্রবৃদ্ধি তত বেশি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্যের উপর ৩৭% শুল্ক আরোপ করে। এরই প্রক্ষিতে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিয়ে এবারের আয়োজন।

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ভিত

৪ এপ্রিল ১৯৭২ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর ১৮ মে ১৯৭২ বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং ঢাকায় দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে একক দেশ হিসেবে রপ্তানিকৃত পণ্যের শীর্ষ গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগও (FDI) অধিক পরিমাণ আসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশটি থেকে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য প্রায় ১,০০০ কোটি ডলারের।

বাংলাদেশের শুল্ক পরিস্থিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) মতে, বর্তমানে ট্যারিফলাইনে ৭,১৫৯টি পণ্য রয়েছে। এর মধ্যে ৬৫৯টি মূলধনী যন্ত্রপাতিসংক্রান্ত পণ্যে ১%, ১,২১৬টি মৌলিক কাঁচামালে ৫%, ১,৫৫২টি মধ্যবর্তী কাঁচামালে ১০%, ১০৪টি সেমি প্রস্তুত পণ্যে ১৫% এবং ৩,২৫৫টি সম্পূর্ণ প্রস্তুত পণ্যে ২৫% আমদানি শুল্ক আরোপ হয়। এছাড়া পণ্য ও সেবাভেদে সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, ভ্যাট, অগ্রিম করসহ নানা ধরনের কর আরোপ করা হয়।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য বলছে, বাংলাদেশ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৭.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। এরমধ্যে তৈরি পোশাকের পরিমাণ ছিল ৬.৬ বি.মা.ড অর্থাৎ রপ্তানির ৮৭%। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২.৫ বি.মা.ড. পণ্য আমদানি করে। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ৫.১ বি.মা.ড.।

■ **যুক্তরাষ্ট্রের উপর শুল্ক :** বাংলাদেশের পণ্য তালিকায় (ট্যারিফলাইন) বর্তমানে ১৯০টি পণ্যের ওপর কোনো শুল্ক দিতে হয় না যুক্তরাষ্ট্রকে। NBR'র হিসাবে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য আমদানি হওয়া ২৬২ কোটি ডলারের পণ্যের মধ্যে ১৩৩ কোটি ডলারের পণ্য আমদানিতে কোনো শুল্ক-কর দিতে হয় না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হওয়া সর্বোচ্চ শুল্ক-কর আছে এমন পণ্যের মধ্যে রয়েছে হুইস্কি ব্রান্ডের মদ (৬১১%) ও মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি (৪৪৩%)।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৭ এপ্রিল ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দেন। ৯ এপ্রিল ২০২৫ USTR'র সঙ্গে শুল্ক বাধা দূর করা নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ভার্চ্যুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির হালচিত্র

অর্থবছর : ২০২৩-২৪

রপ্তানি	রপ্তানিকারক	মোট রপ্তানির
৭৬৬ কোটি ডলার	২,৩২৬ প্রতিষ্ঠান	১৮%

রপ্তানি (কোটি ডলার)

তৈরি পোশাক	৬৬৯
ক্যাপ	২২.৫২
চামড়ার জুতা	১৮
হোমটেক্সটাইল	১৪.৮৪
পরচুলা	৯.১৮
চামড়াজাত পণ্য (জুতা ছাড়া)	৭.৭৫
ওষুধ	২.৩৬
হিমায়িত মাছ	২.১২

শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক

নাম	রপ্তানি
রিফাত গার্মেন্টস	২১
জি.এ.বি.	১৭
এপিক গার্মেন্টস ম্যানু. কোং	১৫
চিটাগাং এশিয়ান অ্যাপারেলস	১৪
জিন চ্যাং শুজ	১০

২০২৪ সালের আমদানি :

♦ ২২১ কোটি ডলার (জাহাজভাড়া ছাড়া) [সূত্র : USITC]

♦ ২৯১ কোটি ডলার (জাহাজ ভাড়াসহ) [সূত্র : NBR]

বৈশ্বিক অবস্থান : যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি গন্তব্যে **বাংলাদেশের অবস্থান : ৬৪তম**

আমদানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য

ক্রম.	প্রধান পণ্যের নাম
প্রথম	বিশেষ ওভেন কাপড়, বিশেষ ধরনের সুতা
দ্বিতীয়	হাঁসের পালক, পাইন কাঠ, খননজাহাজ, কড্জাতীয় মাছ
তৃতীয়	লোহার টুকরো, মটর ডাল, কোরাল ক্যালসিয়াম
চতুর্থ	সূর্যমুখী মিল, বিশেষ কাপড়, ম্যানিটল
পঞ্চম	কাঁচা তুলা, বুনন যন্ত্র।

বিশ্ব পরিক্রমা

AI দিয়ে পত্রিকার সংস্করণ

বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) তৈরি একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করে ইতালিয় দৈনিক ইল ফোগলিও। সাংবাদিকতার ওপর AI-এর প্রভাব অন্বেষণের এক মাসব্যাপী পরীক্ষার অংশ হিসেবে ১৮ মার্চ ২০২৫ 'ইল ফোগলিও এআই' (Il Foglio AI) নামে চার পৃষ্ঠার বিশেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে তা অনলাইনেও ব্যবহার করা হয়। এ চার পাতায় ২২টি খবর ও ৩টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটির নিয়মিত সংস্করণের পাশাপাশি AI সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিকতার জগতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় ইতালির সংবাদপত্র ইল ফোগলিও। ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৬ প্রতিষ্ঠিত ইল ফোগলিও ইতালির বেশ পরিচিত পত্রিকা। এর প্রচারসংখ্যা ২৯,০০০।

অভিবাসী কর্মী নিয়োগে EU ট্যালেন্টপুল

২০ মার্চ ২০২৫ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বিদেশি চাকরিপ্রার্থীদের জোটভুক্ত দেশগুলোতে নিয়োগ দিতে EU ট্যালেন্ট পুল নামে এক প্ল্যাটফর্ম তৈরির অনুমোদন দেয়। EU শ্রমবাজারের বিশাল ঘাটতি পূরণে জোটের বাইরের দেশগুলো থেকে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগে তৈরি করা এই প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে জোটভুক্ত দেশগুলোর যেসব খাত কর্মী শূন্যতায় ভুগছে, সেসব খাতে বিদেশি কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ করবে।

■ **যারা সুযোগ পাবে :** আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সাধারণ নীতিমালা মেনে ন্যায্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে EU ট্যালেন্ট পুল তৈরি করা হবে। ফলে, প্ল্যাটফর্মটি দক্ষতা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্ল্যাটফর্মটিতে নিয়োগকর্তা এবং চাকরিপ্রার্থীরা যাতে একে অপরের চাহিদা অনুযায়ী যুক্ত হতে পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ থাকবে।

তারবিহীন বিদ্যুতের যুগে বিশ্ব

দুর্গম অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব শক্তি সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তারবিহীন বিদ্যুৎ প্রযুক্তি। বর্তমানে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে পরীক্ষামূলকভাবে এ প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে জাপানের একটি গবেষণা সংস্থা সফলভাবে ৫০ মিটার দূরে তারবিহীনভাবে একটি ডিভাইসে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়।

তারবিহীন বিদ্যুৎ : কোনো ধরনের শারীরিক সংযোগ ছাড়াই তারবিহীন বিদ্যুৎ বলতে বোঝানো হয় এমন একটি প্রক্রিয়াকে, যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি নির্দিষ্ট দূরত্বে পাঠানো যায়। মাইক্রোওয়েভ, লেজার বা চৌম্বকীয় রেজোন্যান্স প্রযুক্তির মাধ্যমে এ বিদ্যুৎ পরিবহন সম্ভব হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা এই ধারণার সূচনা করেন

কীভাবে কাজ করে : এই প্রযুক্তির মূল ভিত্তি হলো Wireless Power Trassmission (WPT)। এটি কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করতে পারে— চৌম্বকীয় রেজোন্যান্স, মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন ও লেজারভিত্তিক সিস্টেম।

মিয়ানমারে শক্তিশালী ভূমিকম্প

২৮ মার্চ ২০২৫ মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলে ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ডেও। ভূমিকম্পের কাঁপুনি বাংলাদেশ, ভারত, কম্বোডিয়া ও চীন পর্যন্ত অনুভূত হয়। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিয়ানমারের মান্দালয়, সাগাইং ও রাজধানী নাইপিদো এলাকা। ভূমিকম্পে দেশটির ৫,০০০-এর অধিক নিহত এবং আহত হয় প্রায় ১১,০০০ এর অধিক। আর বিধ্বস্ত হয় বহু ঘরবাড়ি। ৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে ৫৫০ জনের মৃত্যু হয়।

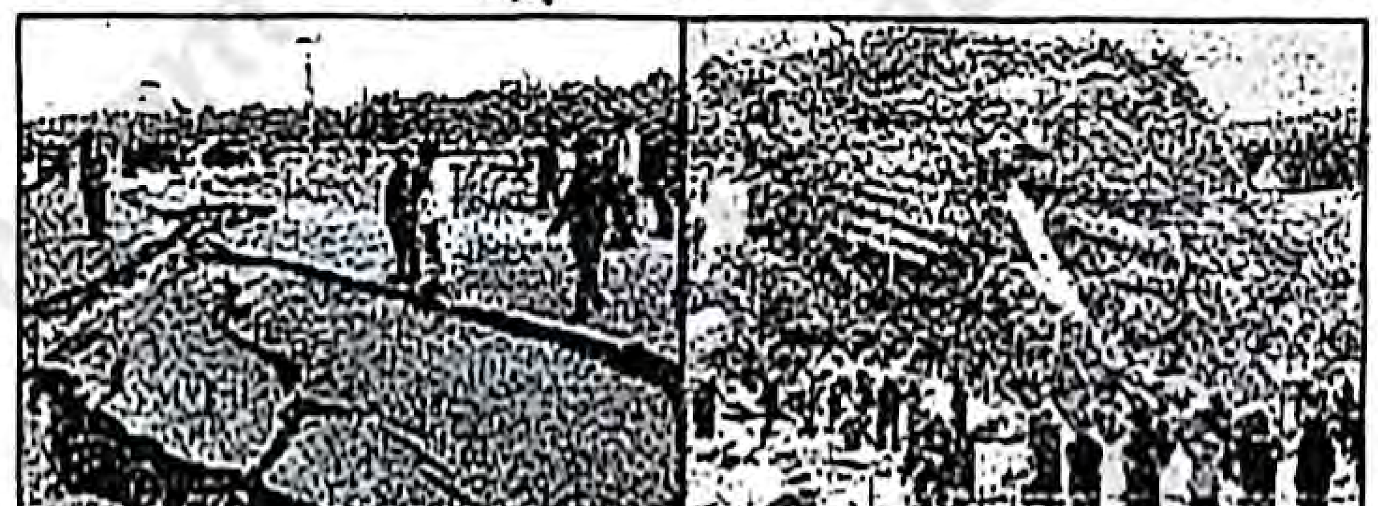

■ **ভূমিকম্প হয় কেন :** পৃথিবী তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো কোর, ম্যান্টল ও ক্রাস্ট। পৃথিবীর কেন্দ্রকে কোর বলা হয়। গলিত এই অংশের বেশির ভাগ অংশই ধাতব দিয়ে তৈরি। কোরের ওপরের উত্তপ্ত প্রায় কঠিন শিলার স্তর দিয়ে তৈরি ম্যান্টল। আর এর বাইরের বিশেষ আকৃতির ভূত্বককে বলা হয় ক্রাস্ট। এটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল টেকটোনিক প্লেট দিয়ে গঠিত। টেকটোনিক প্লেটগুলো একটির ওপর থেকে আরেকটি সরে গেলে পুঞ্জীভূত শক্তি নির্গত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে কম্পন অনুভূত হয়, যাকে আমরা ভূমিকম্প বলি। যখন এই শক্তি সমুদ্রের নিচে নির্গত হয়, তখন এটি একের পর এক দৈত্যাকার তরঙ্গ তৈরি করে, যাকে আমরা সুনামি বলে জানি। ভূমিকম্পের মূল ধাক্কার কারণে পৃথিবীর চাপের যে পরিবর্তন হয় তার কারণে আফটার শক বা পরাঘাত হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু নির্মাণ করে চীন। ১৮ এপ্রিল ২০২৫ সেতুটির মূল অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ২০২৫ সালের ৩০ জুনের মধ্যে এটি উদ্বোধন করা হবে। বইপান নদীর পানির স্তর থেকে ৬২৫ মিটার (২,০৫১ ফুট) উপরে নির্মিত সেতুটির নাম দেওয়া হয় হুয়াজিয়াং গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (Huajiang Canyon Bridge)। এই সেতু নির্মাণে ব্যয় হয় ২১৬ মিলিয়ন পাউন্ড। ২,৮৯০ মিটার (৯,৪৮২ ফুট) দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণ করা হয় দেশটির গুইঝো প্রদেশে। ১৮ জানুয়ারি ২০২২ সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু ফ্রান্সের মিলাউ ভায়াডাক্টের উচ্চতা ৩৪৩ মিটার (১,১২৫ফুট)।

ইরানের নতুন পারমাণবিক সাফল্য উন্মোচন

৯ এপ্রিল ২০২৫ ইরান পারমাণবিক শিল্পে ছয়টি প্রধান দেশীয় অর্জন উন্মোচন করে। তিনটি বিভাগে বিভক্ত প্রদর্শনীতে ইরানি বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ অর্জনগুলো দেখানো হয়। যার মধ্যে রয়েছে— পারমাণবিক জ্বালানি চক্র, শক্তি ও বিদ্যুৎ, ভারি পানি উৎপাদন এবং এর ডেরিভেটিভস, রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস এবং প্লাজমা প্রযুক্তি।

যৌথ প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র

১২ এপ্রিল ২০২৫ তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাতা সংস্থা রোকেটসান ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যৌথ প্রতিরক্ষা উৎপাদন সুবিধা স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তি হস্তান্তর, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা শিল্পের অবকাঠামো জোরদার করা এবং দেশটির প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

তুরস্কের প্রধান বিরোধী নেতা আটক

তুরস্কের ইস্তানবুলের মেয়র একরেম ইমামোগলু। বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি (CHP) তাকে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দলীয়ভাবে নির্বাচিত করে। ৭ মে ২০২৮ তুরস্কে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বড় ধরনের কোনো অঘটন না ঘটলে ঐ নির্বাচনে তুরস্কের ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (একে পার্টি) নেতা ও প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাচ্ছেন ইমামোগলু। তবে তার আগেই ১৮ মার্চ ২০২৫ ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয় 'অনিয়মের অভিযোগে' ইমামোগলুর স্নাতক ডিগ্রি বাতিল করে। তুরস্কের আইনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে হলে অবশ্যই উচ্চতর ডিগ্রি থাকতে হবে। ১৯ মার্চ ২০২৫ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আদালতের রায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ইউন

৩ ডিসেম্বর ২০২৪ দেশে আকস্মিক সামরিক আইন জারি করেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। তবে

বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে পিছু হটেন ক্ষমতাসীন দল পিপল পাওয়ার পার্টির এ নেতা। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ দ্বিতীয়বারের মতো পার্লামেন্টের ভোটাভুটিতে অভিশংসিত হন ইউন সুক ইওল। কিন্তু সাংবিধানিক আদালত তাকে অপসারণ বা পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত তিনি পদে থাকেন। এরই মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনিই প্রথম ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ গ্রেপ্তার হন। সর্বশেষ ৪ এপ্রিল ২০২৫ দেশটির সাংবিধানিক আদালতের দেওয়া রায়ে ইউনকে অভিশংসিত করে পার্লামেন্টের নেওয়া পদক্ষেপকে বহাল রাখেন। এ রায়ের ফলে দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্ষমতাসীন কোনো প্রেসিডেন্ট দোষী সাব্যস্ত হলেন।

সৌদিতে নতুন তেল ও গ্যাসের খনি

৯ এপ্রিল ২০২৫ সৌদি আরব তেল ও গ্যাসের আরও ১৪টি নতুন খনি আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং আর রুব আল খালি বা এম্পটি কোয়ার্টারে এসব তেল ও গ্যাসক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এবারের আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে ছয়টি নতুন তেলের খনি, দুটি তেলের রিজার্ভার, দুটি প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র এবং চারটি গ্যাস রিজার্ভার।

ভারতের প্রথম উল্লম্ব রেল সেতু

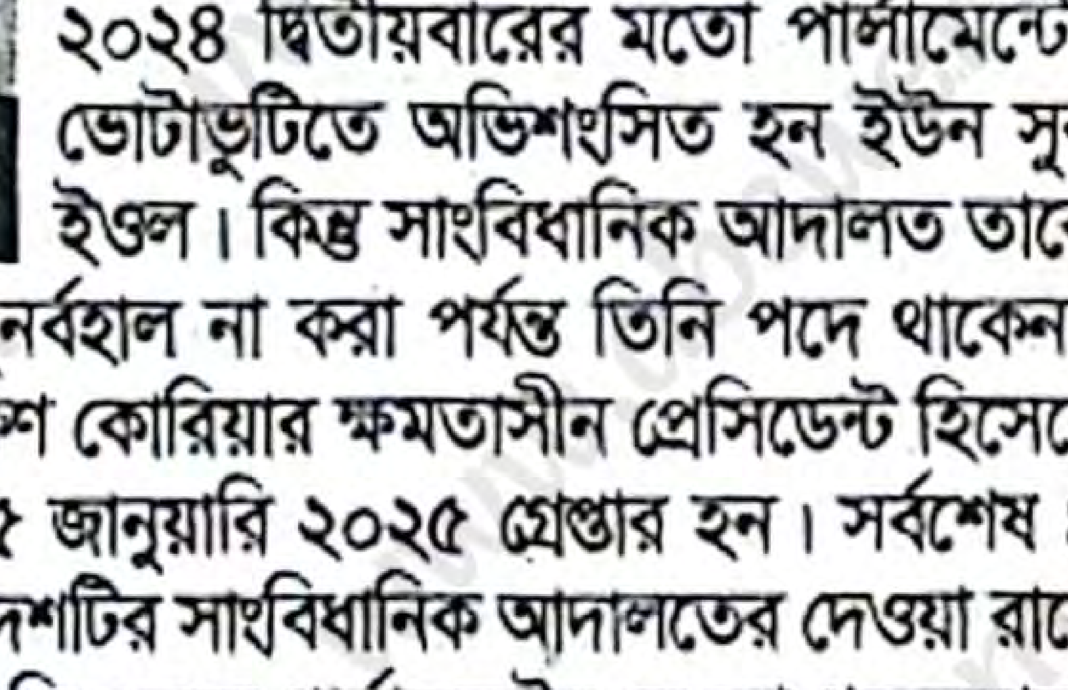

৬ এপ্রিল ২০২৫ ভারতের প্রথম উল্লম্ব উত্তোলন রেল সেতুর (ভার্টিক্যাল লিফট রেল সি-ব্রিজ) উদ্বোধন করা হয়। ভারতীয় ভূখণ্ডের তামিলনাড়ুর সঙ্গে রামেশ্বরাম বা পামবান দ্বীপকে জুড়তেই তৈরি হয় নতুন পামবান সেতু (New Pamban Bridge)। এ সেতুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর ৭২.৫ মিটার দীর্ঘ ভার্টিক্যাল লিফট স্প্যান, যা ১৭ মিটার পর্যন্ত তোলা যায়। এর ফলে বড় জাহাজও সহজেই নিচ দিয়ে চলাচল করতে পারবে। এটি পুরোনো পামবান সেতুর সমান্তরালে নির্মিত এবং এতে ১৮.৩ মিটারের ১০০টি স্প্যান রয়েছে। এ জায়গাতেই ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ উদ্বোধন করা হয় ভারতের প্রথম সি-রেল ব্রিজ (পুরোনো পামবান সেতু)। এক সময় শ্রীলংকা পর্যন্ত পণ্য আদান-প্রদানের পথ ছিল এ সেতু। পরে সিদ্ধান্ত হয় পুরোনো ওই সেতুর কাছে আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ পুরোনো পামবান সেতু বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চেক প্রজাতন্ত্রের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পিটার ফিআলা

www.abswer.com

দিরহামের নতুন প্রতীক

২৭ মার্চ ২০২৫ সংযুক্ত আরব আমিরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয় মুদ্রা 'দিরহাম'-এর জন্য নতুন প্রতীক উন্মোচন করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রতীক হিসেবে দিরহামের ইংরেজি লেটারের প্রথম অক্ষর D বেছে নেয়। এছাড়া ডিজিটাল দিরহামের প্রতীকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পতাকার রঙ ব্যবহার করে মুদ্রার প্রতীকের চারপাশে একটি বৃত্ত তৈরি করা হয়।

নারী কেবল জন্মসূত্রেই

১৬ এপ্রিল ২০২৫ যুক্তরাজ্যের সুপ্রিমকোর্ট 'নারী' শব্দের আইনি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেন। সেই সংজ্ঞায় ট্রান্সজেন্ডারদের বাদ দেওয়া হয়। রায় অনুযায়ী-সমতা আইনে নারীর সংজ্ঞা কেবল 'একজন জৈবিক নারী এবং জৈবিক লিঙ্গ' বোঝাবে। অর্থাৎ নারী কেবল জন্মসূত্রেই। পাশাপাশি দেশটিতে এখন থেকে নারী সংশ্লিষ্ট পরিষেবা-হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্পোর্টস ক্লাবের জায়গায় ট্রান্সজেন্ডার নারীদের আর স্থান হবে না। মূলত, এক ট্রান্সজেন্ডার নারীর মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই রায় দেয়।

জার্মানিতে নতুন চ্যান্সেলর

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ জার্মানির ২১তম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬৩০ আসনবিশিষ্ট জার্মানির পার্লামেন্টে এবারের নির্বাচনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (CDU/CSU) দলটি পায় ২০৮টি আসন, কট্টরবাদী অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (AfD) ১৫২টি আসন, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (SPD) ১২০টি

আসন, পরিবেশবাদী গ্রিন পার্টি ৮৫টি আসন এবং বাম দল দ্য লিংকে ৬৪টি আসন আর সারা ভাগেক্নাসটের দল (SSV) ১টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের আগে CDU ও SPD সরকার পরিচালনায় নীতি নিয়ে একে অপরের সমালোচনায় মুখর থাকলেও নির্বাচনের পর সমঝোতা বা জোট সরকার গঠনের লক্ষ্যে ১৯ বার বৈঠক করে। বিভিন্ন নীতিতে একে অপরকে ছাড় দিয়ে ৯ এপ্রিল ১৪৪ পৃষ্ঠার জোট সরকার গঠনের রূপরেখা প্রকাশ করে। ৬ মে ২০২৫ ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় ১৭ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠনের কথা রয়েছে। এতে থাকবে CDU'র ৭ জন, SPD'র ৩ জন এবং CSU'র ৭ জন।

যুক্তরাষ্ট্র

■ **ক্রিপ্টোমুদ্রায় রিজার্ভ :** বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আনুমানিক দুই লাখ বিটকয়েন রয়েছে যার বাজার দর ১,৭৫০ কোটি ডলার। এই ডিজিটাল মজুত দিয়েই যাত্রা শুরু করে ট্রাম্পের কৌশলগত ক্রিপ্টো মুদ্রার রিজার্ভ। ৬ মার্চ ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রিপ্টোমুদ্রার কৌশলগত রিজার্ভ গড়ার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। এর আগে ট্রাম্প কৌশলগত রিজার্ভ হিসেবে পাঁচটি ডিজিটাল মুদ্রার নাম ঘোষণা করেন। ক্রিপ্টোমুদ্রাগুলো হলো— XRP, SOL, ADA, BTC ও ETH।

■ **গোল্ড কার্ড ভিসা উন্মোচন :** ৩ এপ্রিল ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবারের মতো 'গোল্ড কার্ড' ভিসা উন্মোচন করেন। ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এই ভিসায় বিদেশি নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাবেন। নতুন এই কার্ড ঐতিহ্যবাহী 'গ্রিন কার্ডের' একটি উচ্চমূল্যের সংস্করণ।

■ **নতুন নিয়মে অভিবাসন নীতি :** অভিবাসন নীতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিদেশি কোনো নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ দিনের বেশি থাকলে তাদের কেন্দ্রীয় সরকারে নিবন্ধন করতে হবে। অন্যথায় শাস্তি ভোগ করতে হবে। ১১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে এই নিয়ম কার্যকর হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সি যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন, কিন্তু দেশটিতে অবস্থান করছেন, তাদের সব সময় নিবন্ধনের প্রমাণ সঙ্গে রাখতে হবে। ১১ এপ্রিলের পর যারা যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন, তাদের ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে। ১৯৪০ সালের Alien Registration Act-এর আলোকে এই অভিবাসন নীতি করা হয়।

■ **শিক্ষা বিভাগকে ভেঙে দিতে নির্বাহী আদেশ :** ২০ মার্চ ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগকে বিলোপ করার লক্ষ্যে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। স্কুলের নীতিমালাকে প্রায় পুরোপুরিভাবে অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়ার উপযোগী করে নির্বাহী আদেশটি তৈরি করা হয়। শিক্ষা বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১ লাখ সরকারি এবং ৩৪,০০০ বেসরকারি স্কুলের তহবিল তত্ত্বাবধান করে এবং সরকারি স্কুলের ৮৫% বেশি তহবিল অঙ্গরাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে আসে।

■ **মার্কিন সিনেটে বক্তৃতা দিয়ে রেকর্ড :** ৩১ মার্চ ২০২৫ ডেমোক্র্যাট সিনেটর কোরি বুকার টানা বক্তৃতা দিয়ে রেকর্ড গড়েন। ৫৫ বছর বয়সি নিউ জার্সির আইন প্রণেতা কোরি স্থানীয় সময় ৩১ মার্চ ২০২৫ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বক্তৃতা শুরু করেন। থামেন ২৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট পর, অর্থাৎ ১ এপ্রিল ২০২৫। উল্লেখ্য, এর আগে ২৮-২৯ আগস্ট ১৯৫৭ গ্রীষ্মে নাগরিক অধিকারবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে স্ট্রম থারমন্ড যে বক্তৃতা দেন, সেটি ছিল ২৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটের।

চেক প্রজাতন্ত্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৩

বাণিজ্যযুদ্ধের পূর্বাপর

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে যতই সময় অতিবাহিত হয়, ততই অস্ত্র আর বোমার বিধ্বংসী শক্তিকে পরাস্ত করে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় ব্যবসা-বাণিজ্য। যে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি যত শক্তিশালী, পৃথিবীজুড়ে তার প্রভাবও তত বেশি। সেই জন্য সামরিক যুদ্ধে না জড়িয়ে শত্রুরাষ্ট্রকে শায়েস্তা করার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে বাণিজ্যযুদ্ধ।

বাণিজ্যযুদ্ধ

বাণিজ্যযুদ্ধ (Trade war) বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে একটি দেশ আরেকটি দেশের ক্ষতি করতে পণ্যের ওপর বিভিন্ন শুল্ক আরোপ ও কোটা সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করে। ফলে একসময় শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ইনভেস্টোপিডিয়ার সংজ্ঞা অনুসারে, বাণিজ্য যুদ্ধ হলো দুটি দেশের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব। একটি দেশের অন্যায্য বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রতিশোধ বা কোনো দেশকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করতে আমদানির ওপর শুল্ক ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

ইতিহাস

বাণিজ্যযুদ্ধ কিন্তু নতুন কিছু নয়। যখন থেকে মানুষ একে অপরের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে, তখন থেকেই এ ধরনের যুদ্ধ চলছে। ১৭ শতকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বিদেশি উপনিবেশগুলোর সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো, চীনের সঙ্গে ১৯ শতকের আফিম যুদ্ধ। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর শক্তির কাছে চীন পরাজিত হলে বাধ্য হয়ে চীন বিদেশি বাণিজ্যের প্রবেশের অনুমতি দেয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে বিভিন্ন পণ্যের ওপর একের পর এক শুল্ক আরোপ করতে থাকেন। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওপর কঠোর বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করে। চীনা বৈদ্যুতিক বাহনের (EV) ওপর ১০০% পর্যন্ত এবং লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির ওপর ২৫% পর্যন্ত শুল্ক বৃদ্ধি করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ ছাড়া সোলার প্যানেল ও সেমিকন্ডাক্টরের ওপরও কর হার ৫০% পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এই শুল্ক বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করা। ২০২৫ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করেন বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক ঝড় দিয়ে।

বিশ্বায়নের যুগে বাণিজ্যযুদ্ধ

মানুষ যখন প্রথম আফ্রিকা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস শুরু করে, তখনই বিশ্বায়নের শুরু হয়। স্নায়ুযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও অভিবাসন অনেক বেড়ে যায়। উন্নত প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে দেশগুলোর মধ্যে অর্থ, পণ্য ও মানুষের চলাচল সহজ হয়। তবে বিশ্বায়নের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের মানুষেরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কোম্পানিগুলোর ক্ষতি হয়নি, তারা চীনে, ভিয়েতনামে বা অন্যান্য দেশে বিনিয়োগ করে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করে। তাদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে ঠিক, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে কারখানা বন্ধ হওয়ায় অনেক মানুষের চাকরি গেছে। ফলে তারা সামাজিক নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধির পেছনে এটাও অন্যতম কারণ। ট্রাম্প ২০১৬ ও ২০২৪ সালে নির্বাচনি প্রচারে জনতুষ্টিবাদী স্লোগান তুলে জনপ্রিয়তা পান। তার ভাষ্য ছিল বিশ্বায়নের কারণে চীনে সব কারখানা চলে গেছে, তাই মার্কিন নাগরিকেরা কাজ পাচ্ছেন না। তাই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। যারা যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করবেন, তাদের বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হবে।

কুখ্যাত যত বাণিজ্যযুদ্ধ

- **আফিম যুদ্ধ :** ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯-২৯ আগস্ট ১৮৪২ পর্যন্ত চলে এ বিরোধ। এটি ইতিহাসে প্রথম আফিম যুদ্ধ (Opium Wars) নামে পরিচিতি পায়।
- **অ্যাংলো-আইরিশ যুদ্ধ :** ১৯৩২-১৯৩৮ পর্যন্ত আইরিশ ফ্রি স্টেট (আয়ারল্যান্ড) ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে অ্যাংলো-আইরিশ বাণিজ্য যুদ্ধ হয়।
- **কলা যুদ্ধ :** ইউরোপ ১৯৯৩ সালে আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের আমদানি সীমাবদ্ধ করতে লাতিন আমেরিকা থেকে কলা আমদানিতে উচ্চ শুল্ক বসায়। ওই সময় লাতিন আমেরিকার কলার খামারগুলোর মূল মালিক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কোম্পানি। ২০০৯ সালে এসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ধীরে ধীরে কলার ওপর শুল্ক কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়।
- **মুরগির ওপর শুল্ক :** ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা মুরগির ওপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করে ফ্রান্স ও জার্মানি। এ নিয়ে পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ করায় লড়াই শুরু হয়, যা চলে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত।
- **পাস্তা নিয়ে যুদ্ধ :** ১৯৮৫ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ইউরোপ থেকে পাস্তা আমদানিতে শুল্ক বসান। এর প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের লেবু ও আখরোটের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করে।

চেক প্রজাতন্ত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে ১ মে ২০০৪

বিশ্ব বাণিজ্যে

ট্রাম্পের শুল্কঝড়

২ এপ্রিল ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে বিশ্বের ১৮৪টি দেশ ও অঞ্চলের ওপর ন্যূনতম ১০% বেসলাইন শুল্ক ধরে বিভিন্ন হারে শুল্কারোপ করেন। তবে এটাই চূড়ান্ত কথা নয়, ট্রাম্প এ নিয়ে আলোচনার পথও খোলা রাখেন। তিনি পরবর্তীতে ৯ এপ্রিল ২০২৫ পাল্টা শুল্ক (Reciprocal Tariff) চীন ব্যতীত অধিকাংশ দেশের জন্য ৯০ দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ

Reciprocal Tariff বা পারস্পরিক শুল্ক হলো এমন একটি কর বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা যা, এক দেশ অন্য দেশের ওপর একই ধরনের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় আরোপ করে। পারস্পরিক শুল্কের পেছনে ধারণা হলো দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে ভারসাম্য তৈরি করা। যদি একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ায়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটি প্রথম দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর নিজস্ব শুল্কারোপ করে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

মার্কিন শুল্ক যুদ্ধের ইতিহাস

বিশ্বে শুল্ক আরোপের ইতিহাস কিন্তু নতুন নয়। তবে রাজস্ব আয় বাড়াতে ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর ব্যবস্থা চালু করে। তখনো আয়ের মূল উৎস ছিল নানা ধরনের আমদানি শুল্ক। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস ফোর্ডনি-ম্যাককাম্বার অ্যাক্ট পাস করে, যার মাধ্যমে দেশীয় ফার্ম রক্ষায় ট্যারিফের হার বাড়ানো হয়। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওয়ারেন জি হার্ডিং। তবে যুক্তরাষ্ট্র বড় আকারে ট্যারিফ-যুদ্ধ শুরু করে ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মহামন্দার সময়। ১৯২৯ সালে শেয়ারবাজারের ধস নামলে দেখা দেয় মহামন্দা। সংরক্ষণবাদীরা তখন শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ট্যারিফ বাড়িয়ে মার্কিন পণ্যকে সংরক্ষণ দিতে ১৯৩০ সালে মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত হয় Smoot-Hawley Tariff bill। ইউটা (Utah) রিপাবলিকান সিনেটর রিড স্মুট ও অরেগন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য রিপাবলিকান উইলিস চ্যাটম্যান হলি অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ আইনের মূল প্রবক্তা। ১৭ জুন ১৯৩০ প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়। তারা মূলত মার্কিন কৃষি খাতকে রক্ষা করতে এ আইনের প্রবর্তন করেন। এই আইনের ফলে আমদানি শুল্ক বাড়ে ৪০-৬০%। এর প্রতিক্রিয়ায় যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য করতো তারাও দেশটির বিরুদ্ধে পাল্টা শুল্কারোপ করে। ইউরোপের বড় বড় অর্থনীতির দেশ সমান সংখ্যক পাল্টা শুল্কারোপের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি কমে ৬৬% এবং রপ্তানি কমে ৬১%। পাল্টা-ট্যারিফ আরোপের ফলে ১৯২৯-১৯৩৪ সালের মধ্যে বিশ্ববাণিজ্য দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। বহুসংখ্যক ব্যাংকের পতন ঘটে। বিশ্ববাণিজ্যে একা হয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৩২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট পরাজিত করেন হারবার্ট হুভারকে। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শুল্ক কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন নতুন ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস Reciprocal Trade Agreements Act বা (পারস্পরিক বাণিজ্য আইন) পাস করে যা Reciprocal Tariff Act নামেও পরিচিতি পায়। এই আইনের বলে শুল্ক নীতি চলে যায় হোয়াইট হাউসের কাছে অর্থাৎ শুল্ক আরোপের দায়িত্ব পান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

যে সূত্রে শুল্কারোপ

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-ঘাটতি		বাংলাদেশ থেকে আমদানি
৬১৫ কোটি ডলার	÷	৮৩৬ কোটি ডলার

= ০.৭৩৫ বা ৭৪%

বাংলাদেশের জন্য 'পাল্টা শুল্ক'

৭৪ ÷ ২ = ৩৭%

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে ৩৭% শুল্কারোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-ঘাটতি এবং দেশটিতে রপ্তানির পরিমাণ বিবেচনায় এনে এই শুল্কারোপ করা হয়। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তরের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য। বিপরীতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২২১ কোটি ডলারের পণ্য। এ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-ঘাটতি ৬১৫ কোটি ডলার। বাণিজ্য ঘাটতিকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে যা পাওয়া যায়, তার % ধরে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। এ সূত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর হার হয় ৭৪%। আর এর অর্ধেক ৩৭% শুল্কারোপ করা হয় বাংলাদেশের পণ্যে।

চেক প্রজাতন্ত্র ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করে ১২ মার্চ ১৯৯৯

www.abswer.com

যাদের ওপর শুল্কারোপ নয়

শুল্কারোপের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও রয়েছে। তবে নেই রাশিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, উত্তর কোরিয়া, কিউবাসহ আরও কয়েকটি দেশের নাম। এই শুল্ক ঘোষণার আগেই প্রতিবেশী দুই দেশ কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫% শুল্কারোপ করে। কানাডার জ্বালানির ওপর ১০% শুল্কারোপ করা হয়। আর যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির (USMCA) আওতায় যেসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে, সেগুলো এখনো নতুন শুল্কের আওতামুক্ত রয়েছে। তবে গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। নতুন শুল্কনীতিতে রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ও বেলারুশের নাম নেই— কারণ এসব দেশের ওপর আগে থেকেই বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাখা আছে। যে কারণে দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য খুবই সামান্য।

শুল্কারোপে বাজারে প্রভাব

অর্থনীতিবিদের মতে, শুল্ক অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। কারণ এটি দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক বিশেষায়নের (Economic Specialization) সুবিধা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পের অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য এমন শুল্কারোপ করা যেতে পারে। যেমন উৎপাদন বা প্রতিরক্ষা খাত। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক বিশ্বকে বাণিজ্যযুদ্ধের দিকেও ঠেলে দিতে পারে। এই শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও মন্দা পরিস্থিতি তৈরি করবে। ইতিমধ্যে তার লক্ষণ দেখা গেছে। ট্রাম্প যখনই শুল্ক নিয়ে কিছু বলেছেন বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন শেয়ারবাজারে তার প্রভাব পড়েছে। শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়বে।

- **ক্ষতিগ্রস্ত কেবল ভোক্তা :** বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই প্রায় সব দেশকেই আমদানি ও রপ্তানি করতে হয়। যে কারণে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের নির্ভরতা রয়েছে। বাণিজ্য যুদ্ধে যেহেতু পণ্যের দাম বেড়ে যায় তাই শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ মানুষরাই, যারা পণ্য ক্রয় করে।

যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি-রপ্তানি ২০২৪ (বি.মা.ড.) [শীর্ষ ১০ দেশ]

দেশ	রপ্তানি	দেশ	আমদানি
কানাডা	৩৪৮.৫	মেক্সিকো	৫০৫.৯
মেক্সিকো	৩৩৪.০	চীন	৪৩৮.৯
চীন	১৪৩.৫	কানাডা	৪১২.৭
নেদারল্যান্ডস	৮৯.৬	জার্মানি	১৬০.৪
যুক্তরাজ্য	৭৯.৯	জাপান	১৪৮.২
জাপান	৭৯.৭	ভিয়েতনাম	১৩৬.৬
জার্মানি	৭৫.৬	দক্ষিণ কোরিয়া	১৩১.৫
দক্ষিণ কোরিয়া	৬৫.৫	তাইওয়ান	১১৬.৩
ব্রাজিল	৪৯.৭	আয়ারল্যান্ড	১০৩.২
সিঙ্গাপুর	৪৬.০	ভারত	৮৭.৪

[সূত্র : *US International Trade Administration*]

উল্লেখ্যযোগ্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কহার (%)

দেশ	যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে শুল্ক (মুদ্রা ও বাণিজ্য বাধাসহ)	যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক হার
যুক্তরাজ্য	১০	১০
তুরস্ক	১০	১০
আফগানিস্তান	৪৯	১০
নেপাল	১০	১০
মালদ্বীপ	১০	১০
ভুটান	১০	১০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৩৯	২০
জাপান	৪৬	২৪
মালয়েশিয়া	৪৭	২৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৫০	২৫
ভারত	৫২	২৬
পাকিস্তান	৫৮	২৯
বাংলাদেশ	৭৪	৩৭
শ্রীলংকা	৮৮	৪৪
ভিয়েতনাম	৯০	৪৬
কম্বোডিয়া	৯৭	৪৯

[Note : উল্লেখ্য, ছকটি ২ এপ্রিল ২০২৫ আরোপিত শুল্কের আলোকে।]

জনশূন্য দ্বীপে শুল্ককর

ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন কিছু অঞ্চল ও দ্বীপের ওপর নতুন করে শুল্কারোপ করেন, যেখানে মানুষ থাকে না। এমন দুটি দ্বীপের নাম হার্ড ও ম্যাকডোনাল্ড। অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত এই দুটি দ্বীপ অ্যান্টার্কটিকার কাছে। এই দুটি এলাকা থেকে আমদানি পণ্যে ১০% শুল্কারোপ করেন। হার্ড ও ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডের বাইরের আরও কিছু অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কের তালিকায় আলাদা করে স্থান পায়। সেগুলোর ওপর ১০% শুল্ক বসানো হবে।

শুল্কারোপ নিয়ে যুক্তি

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মার্কিন পণ্যে যে হারে কর চাপায় তা অন্যায্য। কারণ ওই সব দেশের পণ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপানো আমদানি শুল্কের হার অনেক কম। এই দূরত্ব ঘোচাতেই রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করা হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া উৎপাদন বা ডমেস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়ানোর উদ্দেশ্যেও এই শুল্কারোপ। বিদেশি পণ্যে শুল্ক বসানোর জেরে সেগুলোর দাম বেড়ে যাবে মার্কিন বাজারে। এর জেরে আমদানি কমিয়ে দেশটির অভ্যন্তরে দেশি পণ্যের উৎপাদনের চেষ্টা চলবে।
- আমদানি শুল্ক বসানোর মাধ্যমে সরকারের আয় বাড়বে। শুল্কের মাধ্যমে আয় বাড়িয়ে নাগরিকদের আয়করে ছাড়ের ব্যবস্থা করা হবে।

টাইম লাইনে ট্রাম্পের শুল্কারোপ

■ **২০ জানুয়ারি**

✓ ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর ২৫% শুল্ক বসানোর ঘোষণা দেন।

■ **২৬ জানুয়ারি**

✓ কলম্বিয়া অভিবাসী বহনকারী দুটি মার্কিন সেনা উড়োজাহাজ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে দেশটির সব ধরনের আমদানির ওপর ২৫% এবং অন্যান্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন।

■ **১ ফেব্রুয়ারি**

✓ ট্রাম্প মেক্সিকো, কানাডা ও চীনের ওপর ট্যারিফ আরোপ সংক্রান্ত এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন।

■ **৩ ফেব্রুয়ারি**

✓ মেক্সিকো ও কানাড়ার ওপর শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ৩০ দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

■ **৪ ফেব্রুয়ারি**

✓ চীনের ওপর ১০% শুল্ক আরোপ কার্যকর।

✓ চীন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস-পণ্যের ওপর ১৫% এবং অপরিশোধিত তেল, কৃষি যন্ত্রপাতি ও বৃহৎ ইঞ্জিনের গাড়ির ওপর ১০% শুল্ক বসানোর ঘোষণা দেয়।

■ **১০ ফেব্রুয়ারি**

✓ ট্রাম্প ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর ২৫% শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দেন।

■ **৪ মার্চ**

✓ কানাড়া ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপ কার্যকর। তবে কানাডার জ্বালানি আমদানির ওপর শুল্কের হার ১০% সীমিত করা হয়।

✓ চীনের পণ্যের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ২০% নির্ধারণ।

✓ চীন মার্কিন কৃষি পণ্যের ওপর ১০-১৫% হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়।

■ **৫ মার্চ**

✓ ট্রাম্প দেশটির গাড়ি নির্মাতাদের জন্য কানাডা ও মেক্সিকো থেকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক এক মাসের জন্য ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন।

■ **৬ মার্চ**

✓ ট্রাম্প আরও বড় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেক্সিকোর বেশিসংখ্যক পণ্য এবং কানাডার কিছু পণ্যের আমদানিতে ২৫% শুল্ক আরোপ স্থগিত করেন।

■ **১০ মার্চ**

✓ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের ওপর চীনের ১৫% পাল্টা শুল্ক ব্যবস্থা কার্যকর।

■ **১২ মার্চ**

✓ যুক্তরাষ্ট্রে আমদানিকৃত সকল ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপের ঘোষণা কার্যকর।

■ **২৬ মার্চ**

✓ ট্রাম্প জানান, তিনি মোটরগাড়ি আমদানির ওপর ২৫% শুল্ক বসাতে ইচ্ছুক। সম্পূর্ণ গাড়ির ওপর এই শুল্ক আরোপ শুরু হবে ৩ এপ্রিল থেকে আর গাড়ির যন্ত্রাংশের ওপর শুল্ক কার্যকর হবে ৩ মে থেকে।

■ **২ এপ্রিল**

✓ ট্রাম্পের বহুল আলোচিত পাল্টা শুল্ক আরোপ। সব দেশের জন্যই ১০% হারে শুল্ক ধার্য। এর বাইরে যাদের সঙ্গে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বেশি, তাদের জন্য বাড়তি শুল্ক আরোপ।

■ **৩ এপ্রিল**

✓ ট্রাম্পের আগের ঘোষণা অনুযায়ী, অটোমোবাইল আমদানির ওপর ২৫% শুল্ক কার্যকর।

■ **৪ এপ্রিল**

✓ চীন যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের পণ্যের ওপর পাল্টা ৩৪% শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা দেয়।

✓ ছয়টি বিরল ভারী ক্ষার মৃত্তিকাসহ বিরল চুম্বক রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে চীন।

■ **৫ এপ্রিল**

✓ প্রথম নেতা হিসেবে ভিয়েতনামের টো ল্যাম ট্রাম্পকে শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত অন্তত ৪৫ দিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে চিঠি দেন।

■ **৬ এপ্রিল**

✓ চীন মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা ৩৪% শুল্ক আরোপ করায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর শেয়ারদরে পতন ঘটে।

■ **৭ এপ্রিল**

✓ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যে পাল্টা শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি পাঠান প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

■ **৮ এপ্রিল**

✓ চীনের শুল্কহার পুনরায় বৃদ্ধি করেন ট্রাম্প। ফলে চীনের শুল্ক বেড়ে দাঁড়ায় ১০৪%।

■ **৯ এপ্রিল**

✓ যেসব দেশের পণ্যের ওপর ১০% বেশি শুল্কারোপ করা হয়, তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তবে চীন ছাড়া সব দেশের জন্য আগামী তিন মাস পাল্টা শুল্ক ১০% কার্যকর থাকবে।

✓ ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধের প্রতিশোধ হিসেবে ৮৪% শুল্কারোপ করে চীন।

■ **১০ এপ্রিল**

✓ ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক ১০৪% থেকে বাড়িয়ে ১৪৫% করেন।

■ **১১ এপ্রিল**

✓ চীন মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক ৮৪% থেকে বাড়িয়ে ১২৫% করে।

■ **১৫ এপ্রিল**

✓ চীনা পণ্যের উপর শুল্ক ১৪৫% থেকে বাড়িয়ে ২৪৫% করা হয়।

চেক প্রজাতন্ত্র ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা এবং কাউন্সিল অব ইউরোপের সদস্য।

ভারতে বিতর্কিত ওয়াক্‌ফ আইন

ভারতের বিজেপি সরকার কয়েক দশকের পুরোনো ওয়াক্‌ফ আইনে সংশোধন আনতে দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সম্প্রতি লোকসভায় বিতর্কিত ওয়াক্‌ফ (সংশোধনী) বিল পাস করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ নিয়ে আমাদের এই আয়োজন—

ওয়াক্‌ফ কী

ওয়াক্‌ফ হলো এমন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি যা কোনো ব্যক্তি যিনি ইসলামে বিশ্বাস করেন, তিনি আল্লাহর নামে বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা দাতব্য কাজের জন্য লিখিতভাবে দিয়ে দেন। যিনি সম্পত্তি দান করেন তাকে বলা হয় ওয়াকিফ। ঈদগাহ, কবরস্থান, মসজিদ, খামার, দালানকোঠা, বাগান বা যে কোনো ধরনের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের আওতায় নেওয়া যেতে পারে। ওয়াক্‌ফ তিন ধরনের : ওয়াক্‌ফ ফি লিল্লাহ অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ওয়াক্‌ফ এবং মিশ্র ওয়াক্‌ফ।

উৎপত্তির ইতিহাস

ওয়াক্‌ফ আরবি শব্দ, এর অর্থ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত কোনো সম্পত্তির হেফাজত করা। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি হলো মসজিদে কুবা। আর দ্বিতীয়টি হলো মসজিদ-ই-নববী। রাসূল (সা.) একখণ্ড জমি ক্রয় করে তা ওয়াক্‌ফ করে দেন। সেই ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে তৈরি করেন মসজিদ-ই-নববী। এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াতে বলা হয়, 'তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহর জন্য ব্যয় করবে।' (সূরা : আল ইমরান, আয়াত : ৯২)। তখন সাহাবায়ে কিরাম তাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে ওয়াক্‌ফ করার জন্য এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু করে দেন।

ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

সম্পত্তি বা কোনো বস্তু ওয়াক্‌ফ করার পর যাতে ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় সে জন্য একজন বিশ্বস্ত আমানতদার, বুদ্ধিমান, ধার্মিক ব্যক্তিকে এ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অভিভাবক নিয়োগ করা হয়। এমন ব্যক্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'মুতাওয়াল্লি' বলা হয়। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যাপারে ওয়াক্‌ফকারী যদি বলে, আমার মৃত্যুর পর অমুক ব্যক্তি মুতাওয়াল্লি হবে। তারপর অমুক ব্যক্তি। তারপর অমুক ব্যক্তি, অর্থাৎ পরম্পরা যদি স্থির করে দেয়, তাহলে ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে তারা মুতাওয়াল্লি নিয়োজিত হবে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যথাযথ সংরক্ষণ এবং এর আয়-উৎপাদন যথাযথ খাতে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব।

ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ

ভারতের ইতিহাসে ওয়াক্‌ফের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দিল্লির সুলতানশাহির প্রথম দিকে। জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে দুটি গ্রাম উৎসর্গ করেন সুলতান মুইজুদ্দিন সাম ঘোর মুলতান। ওয়াক্‌ফ হিসেবে ওই গ্রাম দু'টি মসজিদের তৎকালীন প্রশাসন শাইখুল ইসলামের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এটিই ভারতের প্রথম ওয়াক্‌ফ বলে মনে করা হয়।

■ **ভারতে ওয়াক্‌ফ আইন :** ১৯১৩ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ বোর্ড গঠন করা হয় এবং ১৯২৩ সালে 'মুসলমান ওয়াক্‌ফ আইন' প্রণয়ন করে বোর্ডগুলোর কার্যক্রম ও পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। ১৯৫৪ সালে ভারতে ওয়াক্‌ফ আইন প্রথম পাস করা হয়। ১৯৯৫ ও ২০১৩ সালে সেই আইন সংশোধন করে ওয়াক্‌ফ বোর্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ওয়াক্‌ফ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। আদালতের বিকল্প এই ট্রাইব্যুনালকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিরোধ মীমাংসার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

■ **ভারতের বিতর্কিত ওয়াক্‌ফ আইন :** ৮ আগস্ট ২০২৪ লোকসভায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উপস্থাপন করা হয়। এই দুটি বিল হলো : Waqf (Amendment) Bill, 2025 and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2024। এই বিলগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো ওয়াক্‌ফ বোর্ডের কার্যক্রম উন্নত করা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আরও ভালো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ওয়াক্‌ফ আইনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ইন্টিগ্রেটেড ওয়াক্‌ফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট'। সংশোধনী বিল অনুযায়ী, যে কোন ব্যক্তি যিনি কমপক্ষে পাঁচ বছর ইসলাম অনুশীলন করেছেন এবং যার আলোচ্য জমির মালিকানা রয়েছে তিনি ওয়াক্‌ফে দান করতে পারেন। ওয়াক্‌ফ বোর্ডের হাত থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, বর্তমান তিন সদস্যের ওয়াক্‌ফ ট্রাইব্যুনাল তিন সদস্যের বদলে দুই সদস্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। রাজ্যস্তরে সেন্ট্রাল ওয়াক্‌ফ কাউন্সিল এবং ওয়াক্‌ফ বোর্ডে দুজন অমুসলিম প্রতিনিধিও রাখার বিধান দেওয়া হয়। নতুন সংশোধনীতে বোহরা ও আঘাখানি সম্প্রদায়ের জন্য একটি আলাদা ওয়াক্‌ফ বোর্ড প্রতিষ্ঠার সংস্থান রয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে বিতর্কের পর ওয়াক্‌ফ (সংশোধন) বিলটি ৩ এপ্রিল ২০২৫ লোকসভা এবং ৪ এপ্রিল ২০২৫ রাজ্যসভায় পাস হয়। ৫ এপ্রিল ২০২৫ প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুর স্বাক্ষরের পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। ১৮ এপ্রিল ২০২৫ ভারতের হাইকোর্ট এই আইনটি ৫ মে ২০২৫ পর্যন্ত স্থগিত করে।

বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

পর্ব-২

সিনাই উপদ্বীপ

সিনাই উপদ্বীপ মিসরে অবস্থিত ত্রিভুজ আকৃতির উপদ্বীপ, যার আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গকিমি (২৩,০০০ বর্গমাইল)। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে লোহিত সাগর। মিসর, গাজা এবং ইসরায়েলের সাথে সিনাইয়ের সীমান্ত রয়েছে। এটি মিসরের একমাত্র এলাকা যা আফ্রিকায় নয়, এশিয়ায় অবস্থিত এবং কার্যত এই দুটি মহাদেশের মধ্যে একটি ভূমি সেতুর মত কাজ করে। ১৯৬৭ সালে মিসরের সঙ্গে ছয় দিনের যুদ্ধে এই এলাকা দখল করে নেয় ইহুদীবাদি ইসরায়েল। সিনাই উপদ্বীপকে মুক্ত করার জন্য ৬ অক্টোবর ১৯৭৩ এ অঞ্চলে মিসরীয় ও ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ ইয়ম কিপুর যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় মেরিল্যান্ডে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ক্যাম্প ডেভিডে গোপন বৈঠক শেষে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ আরব-ইসরায়েল শান্তির ব্যাপারে সমঝোতা চুক্তি হয়। এটি 'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তি হিসেবে পরিচিত। ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতার দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হলো 'মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য পরিকাঠামো' আর অপরটি 'মিসর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি'। দ্বিতীয় অংশটি ২৬ মার্চ ১৯৭৯ চূড়ান্ত হয়। প্রথম সমঝোতার তিনটি অংশের মধ্যে প্রথমটিতে রয়েছে, ইসরায়েল, মিসর, জর্ডান এবং ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আলোচনা করে পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকা নিয়ে একটি স্বশাসিত প্রশাসন গঠন করা। চুক্তি অনুযায়ী এ দুই এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সমঝোতা হয়। দ্বিতীয় পরিকাঠামোটি ১৯৮০ সালে কার্যকর হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৮২ সালে ইসরায়েল সিনাই উপদ্বীপ থেকে তার বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেয়। বিনিময়ে মিসর ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল রাখবে এবং সুয়েজ খালসহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সমুদ্রপথে স্বাধীনভাবে চলাচলের অনুমতি দেবে। শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সিনাইতে মিসরের সামরিক উপস্থিতি সীমিত এবং এর জন্য ইসরায়েলের অনুমতিও নিতে হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র উভয় রাষ্ট্রকে বাৎসরিক কয়েক বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিতে রাজি হয়। মার্কিন পণ্য কেনার বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে দুই দেশ এসব অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তার নামে অনুদান হিসেবে এখনো পেয়ে যাচ্ছে।

ক্রিমিয়া

কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত ২৭,০০০ বর্গ কিলোমিটারের ছোট উপদ্বীপ ক্রিমিয়া। এটি আজও সাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং ইউক্রেনের মূল ভূখণ্ডের খেরসন অব্লাস্টের সাথে যুক্ত। অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে রাশিয়ার প্রভাব বাড়তে থাকে ক্রিমিয়ায়। ১৭৭৪ সালে 'কুচুক কাইনারজি শান্তিচুক্তি'তে ক্রিমিয়া রাশিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯২১ সালে বলশেভিকরা ক্রিমিয়ায় স্বায়ত্তশাসিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তৈরি করে। ১৯৫৪ সালে একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্রিমিয়া উপদ্বীপটি ইউক্রেন প্রশাসনকে 'উপহার' দেন। তবে উপদ্বীপটির সেভাস্টোপোল শহরে রাশিয়ান নৌঘাঁটি রেখে দেওয়া হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বর ইউক্রেনের রুশপন্থী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইয়ানুকোভিচ ইউর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে অস্বীকৃতির পর আন্দোলনে উত্তাল হয় ইউক্রেন। এর ফলে রাশিয়া ক্রিমিয়ায় তাদের সেনা মোতায়েন করে। ১৬ মার্চ ২০১৪ ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৭% ভোটার রাশিয়ার সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেয়। ঐ গণভোটের পর ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ১৭ মার্চ ২০১৪ নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং রুশ ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক আবেদন জানায়। ২০ মার্চ ২০১৪ রাশিয়ার পার্লামেন্ট ফেডারেল অ্যাসেম্বলির নিম্নকক্ষ স্টেট ডুমা চুক্তিটি অনুমোদন করে। এরপর আইনি প্রক্রিয়ার আরেকটি ধাপ হিসেবে ২১ মার্চ ২০১৪ ফেডারেল অ্যাসেম্বলির উচ্চকক্ষে ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্তিকরণ চুক্তিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। একীভূতকরণ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

কালাপানি

নেপাল ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল না। কিন্তু যে সীমান্ত নিয়ে বর্তমান বিরোধ, তার সৃষ্টি ব্রিটিশদের সঙ্গে নেপালিদের চুক্তি থেকেই। কালাপানি ভারত ও নেপালের মধ্যে বিতর্কিত অঞ্চল। এটি বর্তমানে উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলায় অবস্থিত এবং ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অঞ্চলটি হিমালয়ের কালি নদীর অন্যতম প্রধান জলপথ কালাপানি বা শার্দা নদী দ্বারা চিহ্নিত, যার উচ্চতা ৩৬০০-৫২০০ মিটার পর্যন্ত। ৪ মার্চ ১৮১৬ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে এক চুক্তি অনুযায়ী কালি নদীর পূর্বাঞ্চল নেপালের, কিন্তু ভারত সবসময় কালি নদীর উৎস এবং তার নদীর প্রবাহ বদলে যাওয়াসহ এই অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়। চুক্তিতে স্থানীয় কালি নদীকে উভয় দেশের সীমান্ত ধরা হয়। তাতে ৩৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের কালাপানি নেপালের হওয়ার কথা। ভারতের মতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কালির শাখা নদী লিম্পিয়াধৌরাকে মূল নদী ধরে ভুল করে এবং ১৮৭৯ সালে অপর এক জরিপের মাধ্যমে এই ভুল সংশোধন করা হয়। ২০ মে ২০২০ নেপাল সরকার কালাপানি অঞ্চলকে তার সীমানায় যুক্ত করে নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করে।

চেক প্রজাতন্ত্রের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ

বিরল খনিজ কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ

সম্প্রতি চীন সরকার বিভিন্ন চীনা বন্দরে দুর্লভ খনিজ, প্রাকৃতিক চুম্বকের রপ্তানি বন্ধ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, বিশ্বজুড়ে হুমকির মুখে পড়েছে অটোনির্মাতা থেকে শুরু করে অ্যারোস্পেস নির্মাতা, সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি ও সামরিক কন্ট্রাক্টররাও। এ প্রেক্ষিতে বিরল খনিজ পদার্থ নিয়ে বিশেষ আয়োজন।

বিরল খনিজ কী

বর্তমানে পৃথিবীতে ১১৮টি মৌলিক পদার্থ রয়েছে। মৌলিক পদার্থগুলোর সুশৃঙ্খল বিন্যাসকে পর্যায় সারণি বলে। আর এই পর্যায় সারণির ল্যানথেনাইড সিরিজের ১৫টি মৌল এবং স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়াম মিলিয়ে ১৭টি ধাতুকে একসঙ্গে বিরল খনিজ Rare-Earth Elements (REE) বলা হয়। পদার্থগুলোর নাম 'বিরল' হলেও প্রকৃতিতে এরা খুব একটা বিরল নয়; মাটিতে এই মৌলগুলো পাওয়া যায়। তবে তাদের বিশুদ্ধভাবে আলাদা করা এবং প্রক্রিয়াজাত করা জটিল , ব্যয়বহুল এবং পরিবেশবান্ধব না হওয়ায় এগুলো 'বিরল' খেতাব পেয়েছে।

কেন গুরুত্বপূর্ণ

এই সময়ে বিরল খনিজ ও তা ব্যবহারে তৈরি নানা পণ্য মানুষের জীবনের সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের হাতে হাতে আজ যে স্মার্টফোন, তার রঙিন স্ক্রিন, কানে থাকা হেডফোন, ব্যাঙ্কনোটের গোপন নিরাপত্তা সংকেত, ক্ষেপণাস্ত্রের শরীরে থাকা তাপসংবেদী কাঠামো, কিংবা সাগরতলে থাকা ফাইবার অপটিক সরবরাহ লাইন-এই সবকিছুতেই ব্যবহৃত হয় বিরল খনিজ। যোগাযোগ ব্যবস্থা তো বটেই, চিকিৎসা সরঞ্জাম, সামরিক সরঞ্জাম, টেকসই জ্বালানি রূপান্তর-এই সবকিছুই আসলে নির্ভর করছে এই অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর। বিরল খনিজ উপাদানগুলোর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এদের চৌম্বক ধর্ম, যা উচ্চ কর্মক্ষমতার চৌম্বক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ছোট ও হালকা ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা আধুনিক প্রযুক্তিকে আরও বহুমুখী করেছে।

তথ্য কণিকা

- মজুতে শীর্ষ ৫ দেশ (মিলিয়ন মেট্রিক টন) ➢ চীন (৪৪) • ভিয়েতনাম (২২) • ব্রাজিল (২১) • রাশিয়া (১০) ও • ভারত (৬.৯)। *[সূত্র : World Population Review]*
- বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি বিরল খনিজ আমদানি করে এবং সবচেয়ে বেশি কেনে চীনের কাছ থেকে।
- বিশ্বে পরিশোধিত বিরল খনিজ উপাদানে শীর্ষ দেশ চীন (৯০%)।
- বর্তমানে ব্যাটারি তৈরির মূল উপাদান লিথিয়াম। ইউরোপের মোট লিথিয়াম ভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে ইউক্রেনে।

একনজরে ১৭ বিরল খনিজ

বাংলায় নাম	প্রতীক	পারমাণবিক সংখ্যা	আবিষ্কার	ব্যবহার
স্ক্যান্ডিয়াম	Sc	২১	১৮৭৯	মহাকাশ শিল্পে, যুদ্ধ বিমানে, বাতি তৈরি, তেল শোধনে
ইটরিয়াম	Y	৩৯	১৭৯৪	লেজারে, রাডার সিস্টেম, সাশ্রয়ী মূল্যের বিমানে, জেট ইঞ্জিনের আবরণে
ল্যানথানাম	La	৫৭	১৮৩৮	নাইট ভিশন গগলসে, ক্যামেরা এবং প্রতিসরাঙ্ক টেলিস্কোপ লেন্সে
সেরিয়াম	Ce	৫৮	১৮০৩	পলিশিং পাউডার, কাচ এবং সিরামিকের হলুদ রঙে
প্রাসিওডিমিয়াম	Pr	৫৯	১৮৮৫	লেজার, কার্বন আর্ক লাইটিংয়ে, চশমা তৈরিতে
নিওডিমিয়াম	Nd	৬০	১৮৪১	চুম্বক, লেজার, স্মার্টফোনের ভাইব্রেশন তৈরিতে, বৈদ্যুতিক অটোমোবাইলে
প্রোমেথিয়াম	Pm	৬১	১৯৪৫	নিউক্লিয়ার ব্যাটারি, উজ্জ্বল রঙে
সামারিয়াম	Sm	৬২	১৮৭৯	চুম্বক, পারমাণবিক চুল্লির নিয়ন্ত্রক রড, মহাকাশ প্রযুক্তি, সামরিক সরঞ্জামে
ইউরোপিয়াম	Eu	৬৩	১৮৯৬	কম্পিউটার মনিটর, টেলিভিশন কিংবা স্মার্টফোনের স্ক্রিন রঙিন করতে
গ্যাডোলিনিয়াম	Gd	৬৪	১৮৮০	এক্স-রে টিউব, এমআরআই কন্ট্রাস্ট এজেন্ট, উচ্চ-তাপমাত্রা সুপারকন্ডাক্টর, চৌম্বকীয় রেফ্রিজারেশনে
টারবিয়াম	Tb	৬৫	১৮৪৩	জ্বালানি কোষের স্টেবিলাইজারে, সামুদ্রিক যানের সাউন্ড সিস্টেমে
ডিসপ্রোসিয়াম	Dy	৬৬	১৮৮৬	বৈদ্যুতিক মোটরের চুম্বক, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে, লেজারে
হলমিয়াম	Ho	৬৭	১৮৭৮	অপটিক্যাল স্পেকট্রোফটোমিটার, লেজারে
আরবিয়াম	Er	৬৮	১৮৪৩	ইনফ্রারেড লেজার, ভ্যানাডিয়াম স্টিল, ফাইবার-অপটিক প্রযুক্তিতে
থুলিয়াম	Tm	৬৯	১৮৭৯	পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন, মেটাল-হ্যালাইড ল্যাম্পে
ইটারবিয়াম	Yb	৭০	১৮৭৮	স্টেইনলেস স্টিল, স্ট্রেন গেজ, পারমাণবিক ওষুধে
লুটেসিয়াম	Lu	৭১	১৯০৬	এলইডি লাইট বাল্ব, তেল শোধনে ব্যবহৃত অনুঘটকে

চেক প্রজাতন্ত্রে বিংশ শতাব্দীর মখমল বিপ্লবের অন্যতম নেতা ভাস্লাভ হাভেল

মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

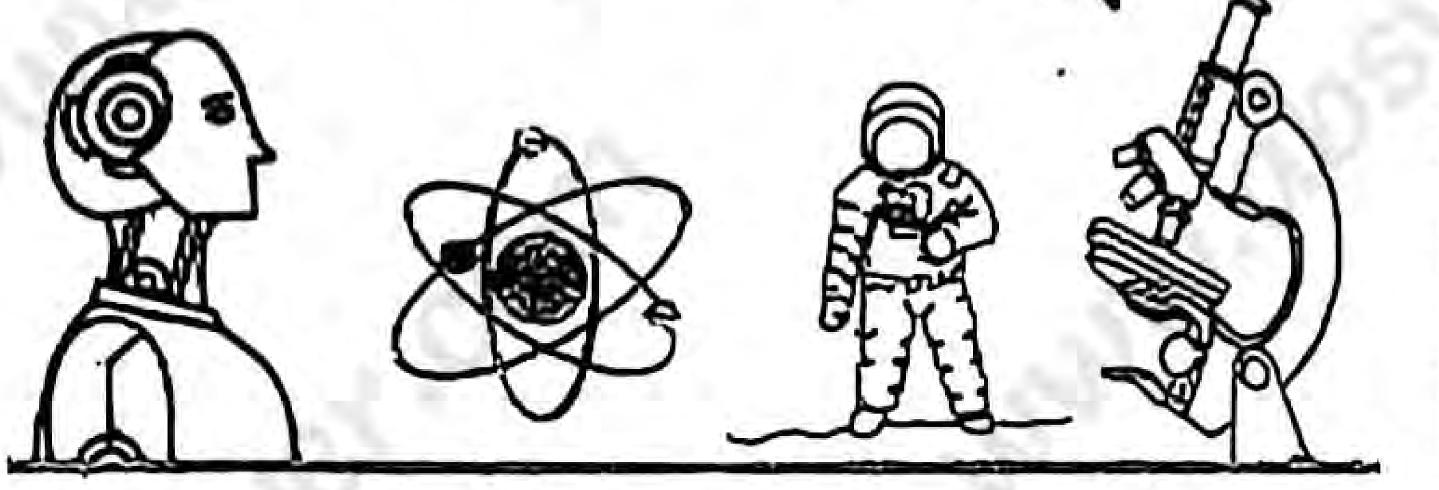

মহাকাশ অভিযানে চীনের সঙ্গে পাকিস্তান

চীনের মহাকাশ স্টেশন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রথম বিদেশি দেশ হিসেবে যোগদান করবে পাকিস্তান। ৪ এপ্রিল ২০২৫ পাকিস্তান জানায়, বেইজিংয়ের মহাকাশ স্টেশন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রথম বিদেশি দেশ হিসেবে পাকিস্তান নির্বাচিত হয়। পাকিস্তান চীনে প্রশিক্ষণের জন্য দুটি যোগ্যতার ভিত্তিতে দুজন মহাকাশচারী পাঠাবে। উল্লেখ্য, মহাকাশচারী নির্বাচন প্রক্রিয়া তিনটি ধাপে সম্পন্ন হবে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে এটি শেষ হবে।

চীনের এমপক্স টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল

৮ এপ্রিল ২০২৫ চীনের মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ হেনানের রাজধানী শহর ঝেনঝৌ'য়ের হেনান ইনফেকশন ডিজিজ হাসপাতালে এমপক্স টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব শতাধিক নারী-পুরুষের দেহে প্রয়োগের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ কোম্পানি চায়না ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রুপ কর্পোরেশনের (সিনোফার্ম) অন্যতম শাখা সাংহাই ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট (SIBP) তৈরি করে এই টিকা। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে SIBP-কে মেডিকেল ট্রায়াল পরিচালনার অনুমতি দেয় চীনের জাতীয় চিকিৎসা প্রশাসন। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও চীন তৈরি করেছে এমপক্সের টিকা। এমপক্স একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ১৯৫৮ সালে ডেনমার্কের একটি বিজ্ঞানাগারে এক বানরের দেহে সর্বপ্রথম যে রোগ শনাক্ত হয় তাকে মাঙ্কিপক্স বলা হয়।

বিশ্বের প্রথম স্পর্শনির্ভর ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাম

সিনেমায় দেখা প্রযুক্তির মতো বিশ্বের প্রথম স্পর্শনির্ভর ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাম তৈরি করেন স্পেনের পাবলিক ইউনিভার্সিটি অব নাভারের একদল বিজ্ঞানী। ইলাস্টিক ডিফিউজার স্ট্রিপ ব্যবহার করে তৈরি ত্রিমাত্রিক হলোগ্রামটি হাত দিয়ে অনুভবও করা যাবে। হলোগ্রাম সাধারণত সুইপ্ট ভলিউমেট্রিক ডিসপ্লে ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। যার অর্থ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩,০০০ বার বিভিন্ন উচ্চতায় একটি শক্ত স্পন্দিত পৃষ্ঠের ওপর চিত্র প্রক্ষেপণ করা হয়। একে বিজ্ঞানের ভাষায় ডিফিউজার বলা হয়। প্রসঙ্গত, হলোগ্রাফি হলো এমন একধরনের ফটোগ্রাফিক প্রযুক্তি, যা কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এ প্রযুক্তিতে তৈরি করা ত্রিমাত্রিক ছবি 'হলোগ্রাম' নামে পরিচিত।

ডিএনএ মেরামতকারী প্রোটিনের গঠন

ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব আইওয়ার একদল গবেষক। তারা DNA মেরামতের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোটিন RAD 52-তে অপ্রত্যাশিত এক গঠন খুঁজে পান, যা ক্যানসার কোষকে বাঁচিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখে। ২ এপ্রিল ২০২৫ নেচার জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায়, নতুন এই গঠনের ভিত্তিতে RAD52 প্রোটিনকে লক্ষ্য করে নতুন ধরনের ওষুধ তৈরি করা যেতে পারে।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পেসমেকার

চালের দানার চেয়েও ছোট পেসমেকার তৈরি করেন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। ৩.৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের পেসমেকারটি প্রস্থে প্রায় ১.৮ মিলিমিটার এবং পুরুত্ব প্রায় ১ মিলিমিটার। এটি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পেসমেকার। শিশুদের পেডিয়াট্রিক হার্ট সার্জারির সময় অস্থায়ী পেসমেকারের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ছোট পেসমেকারটি সহজেই ব্যবহার করা যাবে। আকারে ছোট পেসমেকারটি প্রয়োজন শেষে শরীরের মধ্যে নিজ থেকেই দ্রবীভূত হয়ে যাবে। এ ক্ষুদ্র পেসমেকারটি অপসারণের জন্য আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না।

মহাকাশ ভ্রমণে ছয় নারী

১৪ এপ্রিল ২০২৫ মহাকাশ ভ্রমণ করে এলেন ছয় নারী। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিনের তৈরি নিউ শেপার্ড মহাকাশযানে করে মহাকাশের নিম্ন কক্ষপথে ভ্রমণ করেন তারা। ছয় নারী হলেন মার্কিন পপতারকা কেটি পেরি, জেফ বেজোসের বাগ্‌দত্তা লরেন সানচেজ, মার্কিন সাংবাদিক গেইল কিং, নাসার মহাকাশ প্রকৌশলী আয়েশা বোয়ে, নাগরিক অধিকারকর্মী আমান্ডা নুয়েন ও চলচ্চিত্র প্রযোজক কেরিয়ান্ন ফ্লিন। NS31 নামের এই মিশনকে ঐতিহাসিক বলা হচ্ছে। কারণ, ১৯৬৩ সালে রাশিয়ার নারী নভোচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভার মহাকাশযাত্রার পর এবারই প্রথম শুধু নারীদের নিয়ে মহাকাশে যায় কোনো মহাকাশযান।

গেইল কিং | কেটি পেরি | লরেন সানচেজ | আয়েশা বোয়ে | কেরিয়ান্ন ফ্লিন | আমান্ডা নুয়েন

ইসলামের ইতিহাসে ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ইসলামের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র স্থান। অসংখ্য নবী-রাসূলের পূণ্যভূমি ফিলিস্তিন। সেখানে রয়েছে পৃথিবীর তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ আল-আকসা। এটি মুসলমানদের প্রথম কিবলা। এজন্য ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে সবসময়ই মর্যাদার, গুরুত্বের এবং ভালোবাসার জায়গা।

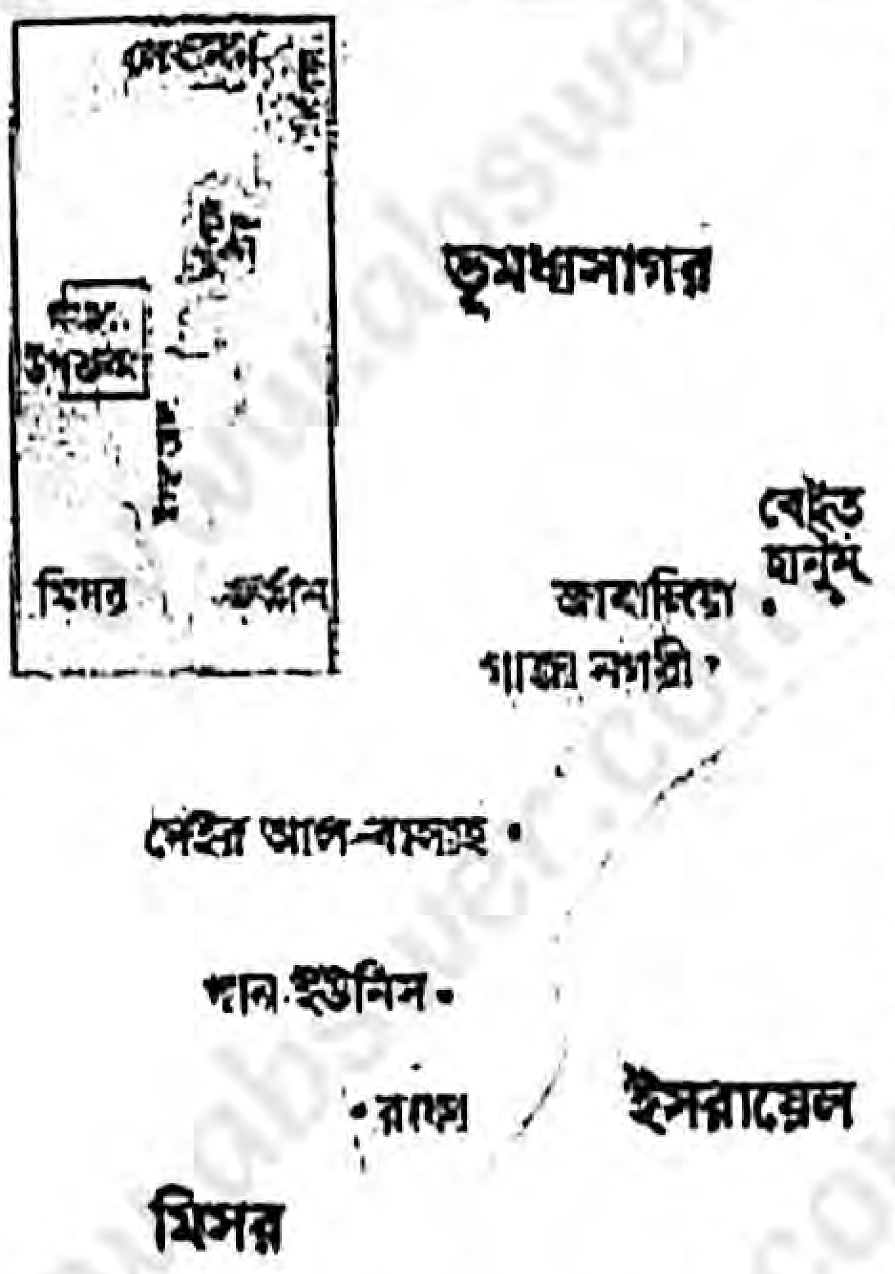

পরিচিতি

ফিলিস্তিন (Palestine) নামটি এসেছে প্রাচীন Philistia শব্দ থেকে, যা গ্রিকরা খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর দিকে Philistine জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপকূলীয় অঞ্চলকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করত। এ শব্দটি হিব্রু Peleshet থেকে উদ্ভূত হয়। ফিলিস্তিন অঞ্চলটি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত এবং এটি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চল মূলত শামের অন্তর্ভুক্ত। তৎকালীন শামদেশ বলতে বোঝায়— বর্তমান সময়ের সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন (ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ড)। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বর্তমানে ফিলিস্তিন দেশটি গাজা স্ট্রিপ ও পশ্চিম তীর নিয়ে গঠিত।

ইতিহাসে ফিলিস্তিন

প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে কানানীয়, ফিলিস্তিনি, হিব্রু এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী বাস করত। একপর্যায়ে দাউদ (আ.) ও সোলায়মান (আ.) এখানে রাজত্ব করেন। পরবর্তীতে এই অঞ্চলটি ব্যাবিলনীয়, পারসিক, গ্রিক এবং রোমানদের শাসনাধীনে চলে যায়। ৭ম শতাব্দীতে ইসলামের বিস্তারের সাথে ফিলিস্তিন মুসলিম শাসনের অধীনে আসে।

■ **খলিফা উমর (রা.)'র শাসন :** ৬৩৭ সালে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ফিলিস্তিন বিজয় করেন। তিনি জেরুজালেমের জনগণের সাথে শান্তিপূর্ণ চুক্তি করে এই পবিত্র শহর মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন।

■ **উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ :** উমাইয়া ও পরে আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে জেরুজালেমে বহু ইসলামি স্থাপনা গড়ে ওঠে, যেমন ডোম অব দ্য রক (কুব্বাতুস সাখরা) এবং আল-আকসা মসজিদ পুনর্নির্মাণ। এই সময় ফিলিস্তিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

■ **সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পুনরুদ্ধার :** ১১শ শতাব্দীতে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে। ১১৮৭ সালে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। তিনি শহর পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং খ্রিস্টানদের সাথে মানবিক আচরণ করেন।

■ **পরবর্তী ঘটনা :** ১৩শ শতাব্দীতে মামলুকরা এবং ১৬শ শতাব্দী থেকে অটোমান তুর্কিরা ফিলিস্তিন শাসন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে আসে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার 'বেলফোর ঘোষণা'র মাধ্যমে ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে একটি 'জাতীয় আবাস' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়— একটি ইহুদিদের জন্য (ইসরায়েল) এবং অন্যটি আরবদের জন্য (ফিলিস্তিন)। ১৪ মে ১৯৪৮ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসন শেষ হলে বেন গুরিয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করেন।

কোরআনে ফিলিস্তিন ভূমি

পবিত্র কোরআনে ফিলিস্তিন ও অত্র অঞ্চলের আলোচনা এসেছে। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই ভূমিকে বরকতময় ও পবিত্র বলেছেন। মুসা (আ.)-এর যুগে বনি ইসরাইলকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়। মুসা (আ.) তাদের বলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সূরা মায়িদা; আয়াত : ২১)

নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী

■ **সত্যবাদী দলের অবস্থানস্থল :** আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন; আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধীপক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কোথায় থাকবে? রাসূল (সা.) বলেন, তারা বায়তুল মোকাদ্দাস ও তার আশপাশে থাকবেন। (মুসনাদে আহমদ)

■ **ইহুদিদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ :** আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, 'কেয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই না করবে। মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে— হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইহুদি আমার পশ্চাতে। এসো, তাকে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' গাছ এ কথা বলবে না। কারণ এ হচ্ছে ইহুদিদের গাছ। (মুসলিম)

■ **হাশরের ময়দান ও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সহায়তার নির্দেশ :** মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস হলো হাশরের ময়দান ও পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে নামাজ আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা অন্য মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মতো। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার শক্তি-সামর্থ্য রাখে না তার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? তিনি বলেন, সে যেন তার জন্য জ্বালানি তেল হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। কেননা যে বায়তুল মোকাদ্দাসের জন্য হাদিয়া প্রেরণ করে, সে তাতে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির মতো সওয়াব লাভ করবে। (মুসনাদে আহমদ)

হাদিসে ফিলিস্তিন ভূমি

◆ হযরত আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে প্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, তারপর হলো মসজিদুল আকসা। এরপর আমি জানতে চাইলাম যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন চল্লিশ বছরের ব্যবধান। (বুখারি)

◆ হযরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, '(ইবাদতের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদুল আকসা।' (মুসলিম)

নবী-রাসূলের স্মৃতি ধন্য ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিন অন্য রাষ্ট্রগুলোর মত সাধারণ কোন রাষ্ট্র নয়। এটি মহান আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ভূমি। অসংখ্য নবী রাসূলের স্মৃতি ধন্য এ ফিলিস্তিন। অনেক নবী-রাসূলের সমাধিও রয়েছে এখানে। ফিলিস্তিন নিজের বুকে যতজন নবী-রাসূল ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভূমি সেটা পারেনি।

মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আ. থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত প্রায় সব নবী এ ভূমিতেই এসেছিলেন। ইব্রাহিম (আ.) ইরাকে জন্ম গ্রহণ করলেও জীবনের এক পর্যায়ে তিনি ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরত করেন। ফিলিস্তিনেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত লূত (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), ইউসুফ (আ.), জাকারিয়া (আ.), ইয়াহিয়া (আ.), ঈসা (আ.) সহ বহু নবীদের স্মৃতিধন্য এ ফিলিস্তিন ভূখণ্ড।

আল আকসা মসজিদ

নাম : মসজিদুল আকসা বায়তুল মোকাদ্দাস নামে পরিচিত। এছাড়া এটির আরও নাম হলো— মসজিদুল আকসা, বায়তুল মোকাদ্দাস, আল-কুদস, মসজিদে ইলিয়া, সালাম, উরুশলেম ও ইয়াবুস।

নির্মাণ : মসজিদুল আকসার নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। একদল ইতিহাসবিদ মনে করেন, মসজিদুল আকসা মূলত, হযরত আদম (আ.)-এর হাতে তৈরি হয়। অনেকে মনে করেন, হযরত সুলায়মান (আ.) এই মসজিদ নির্মাণ করেন। অন্য আরেকটি তথ্য হলো, হযরত ইব্রাহিম (আ.) কর্তৃক কাবাঘর নির্মাণের পর তার দৌহিত্র হযরত ইয়াকুব (আ.) ও ইসহাক (আ.) মসজিদুল আকসা পরিচর্যা করেন।

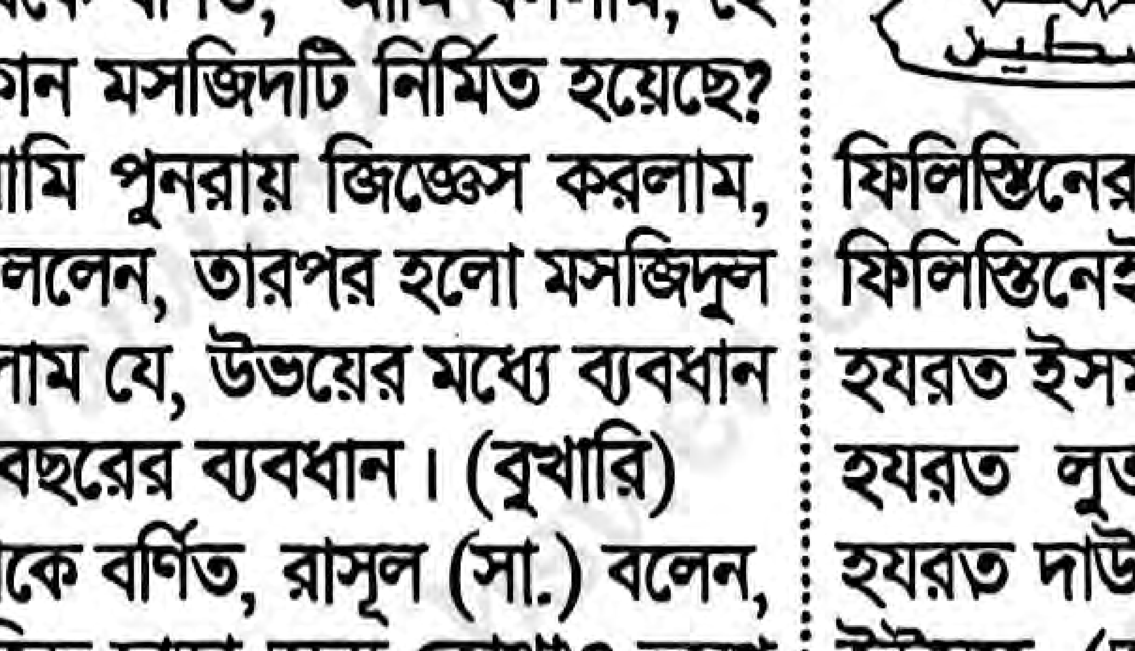

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পর ৬৩৭ সালে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সাহাবি হযরত আবু ওবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে পুরো বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে। এরপর মুসলিম শাসকেরা কয়েকবার এ মসজিদের সংস্কার করেন।

■ মসজিদুল আকসার মর্যাদা

মসজিদুল আকসা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। মসজিদুল আকসায় ইবাদত করার অনেক সওয়াব রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদুল হারামে হজ্জ-ওমরাহ পালনে যাবে, তার আগের-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে বা তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।' (আবু দাউদ)

■ ইসলামের প্রথম কিবলা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) মক্কায় থাকাকালে কাবা ঘরকে সামনে রেখে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। মদিনায় হিজরতের পর ১৭ মাস পর্যন্ত মসজিদুল আকসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন। তাই বায়তুল মোকাদ্দাসকে ইসলামের প্রথম কিবলা বলা হয়। পরে মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কিবলা পবিত্র কাবাঘরের দিকে ফিরিয়ে দেন।' (মুসনাদে আহমদ)

■ মসজিদুল আকসায় মহানবী (সা.)

মিরাজের রাতে মহান আল্লাহ বিশেষ বাহন বোরাকে করে নবীজিকে প্রথমে মক্কা থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে আসেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারদিকে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাকে আমার শক্তির কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা বনি ইসরাইল; আয়াত : ১)

মে দিবস
অধিকার ও আত্মমর্যাদার স্মারক

শ্রম আর শ্রমিক

১ মে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবীদের আন্দোলন সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎসের দিন। ১ মে ১৮৮৬ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য এবং দৈনিক অনধিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন, তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ধারা। বর্ষ পরিক্রমায় আবারো হাজির হওয়া ঐতিহাসিক এ দিবসের প্রেক্ষাপটে শ্রম আর শ্রমিকের কথা নিয়ে আমাদের এই আয়োজন।

মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসি

পুলিশের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের হত্যা মামলায় অভিযুক্ত করে অগাস্ট স্পিচসহ মোট আটজনকে প্রহসনমূলকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে 'অস্কার নীবে'কে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ফাঁসি দেওয়ার আগেই কারারুদ্ধ অবস্থায় 'লুইস লিং' নামের একজন আত্মহত্যা করেন। বাকি ছয়জনকে ১১ নভেম্বর ১৮৮৭ উন্মুক্ত স্থানে ফাঁসি দেওয়া হয়। এটা যে মিথ্যা ছিল, ২৬ জুন ১৮৯৩ ইলিনয়ের গভর্নর জনপিটার অল্টগেল্ড-এর পক্ষ থেকে তা জানানো হয়। পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের 'দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ'-এর দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায়। সেই থেকে পহেলা মে পালিত হয় শ্রমিকদের আত্মদান আর দাবি আদায়ের দিন হিসেবে।

মে দিবসে অন্য আয়োজন

বহু আগে থেকেই ইউরোপে বসন্ত উৎসব হিসেবে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। প্রায় ২০০০ বছর আগেও মে দিবসের প্রচলন ছিল। রোমানরাও তাদের ফুলের দেবী ফ্লোরার সম্মানে মে দিবসে বিশেষ ধর্মীয় আচার পালন করত বলে জানা যায়। ইতালি, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের ক্যাথেলিক চার্চসমূহে যীশুখ্রিষ্টের মাতা মেরির সম্মানার্থে বিশেষ মে দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রাচীন লোক উৎসবের অংশ হিসেবে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালিসহ ইউরোপের কিছু অংশ ও উত্তর আমেরিকার ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকায় 'মেপোল' (Maypole) নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়ারল্যান্ডসহ বিশ্বের কিছু অঞ্চলে 'বেলতানে' (Beltane) নামে প্রাচীন-পৌরণিক ধারায় মে দিবস পালনের প্রচলন রয়েছে, যেখানে আগুন জ্বালিয়ে ও বিশেষ পোশাক পরে নেচে-গেয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

কর্মজীবী-বেকার

- কর্মজীবী : ILO'র সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি আয়-উপার্জনের নিমিত্তে অথবা বিনা শ্রমে নিজস্ব খামার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কমপক্ষে এক ঘণ্টাও কাজ করেন, তাহলে তিনি কর্মরত হিসেবে (এমপ্লয়েড) বিবেচিত হবেন।
- বেকার : ILO'র সংজ্ঞা অনুযায়ী, যারা কাজ খুঁজছেন বা অসুস্থতার জন্য কাজ খুঁজতে পারেননি অথবা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ খুঁজেননি যে কোনো কাজ পাওয়া যাবে না, তাকে বেকার হিসেবে গণ্য করা হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

শ্রমিক ও শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কাজ করে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা International Labour Organization (ILO)। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির আওতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬ জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। ILO শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৯ সালে। ২২ জুন ১৯৭২ বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

ট্রেড ইউনিয়ন

শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়োজিত এবং শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সংঘ বা সংস্থাকে বলা হয় ট্রেড ইউনিয়ন। বিশ্বের যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলে পেশাজীবীদের ন্যায়সম্মত দাবি আদায় করার বিষয়টি 'জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ' এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অন্যতম ঘোষিত মূলনীতি।

- বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে লন্ডনে; ১৬৬৭ সালে।
- পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'।
- বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ [Industrial Relations Ordinance 1969]-এর সাথে জড়িত।

তথ্যে মে দিবস

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 'মে দিবস' পালন শুরু করে— ১৮৯০ সাল থেকে।
- বিশ্বে পহেলা মে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয়— ৮০টির অধিক দেশে।
- বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) প্রথম নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালিত হয়— ১৯৩৮ সালে।
- বাংলাদেশে পহেলা মে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়— ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশে বিপুল উদ্দীপনায় মে দিবস পালিত হয়— ১৯৭২ সাল থেকে।
- ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়— ১৯২৩ সালে; মাদ্রাজে।
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মে দিবস পালন না করে শ্রম দিবস পালন করে— সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার।

হাঙ্গেরির রাজধানীর নাম বুদাপেস্ট

খেলাধুলা

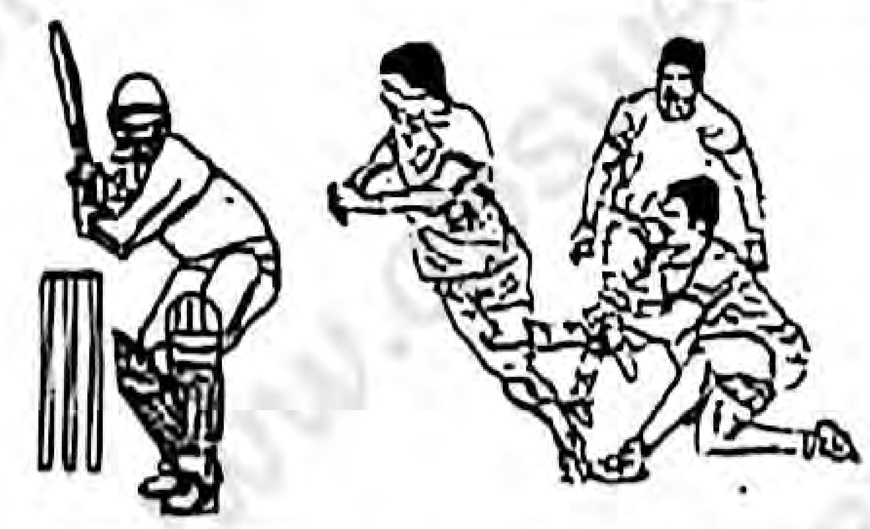

বাংলাদেশের ফুটবলে হামজা

১৭ মার্চ ২০২৫ হামজা চৌধুরী বাংলাদেশে আসেন। তিনি জন্মগতভাবে একজন বাংলাদেশি মা ও গ্রেনাডীয় পিতার সন্তান। হামজা একটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি মুসলিম পরিবারে নিজের মা ও সৎ বাবার কোলে বেড়ে ওঠেন। তার মায়ের পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের হবিগঞ্জের বাহুবলে। হামজা এখন বাংলাদেশি ফুটবলার। তবে তার স্ত্রী ব্রিটিশ নাগরিক। মা রাফিয়া চৌধুরীও ব্রিটিশ নাগরিক।

এক নজরে হামজা চৌধুরী › পূর্ণনাম : হামজা দেওয়ান চৌধুরী ‖ জন্ম : ১ অক্টোবর ১৯৯৭ ‖ জন্মস্থান : লাফবরো, ইংল্যান্ড ‖ উচ্চতা : ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি ‖ মাঠের অবস্থা : ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ‖ বর্তমান ক্লাব : শেফিল্ড ইউনাইটেড (লেস্টার সিটি থেকে ধারে) ‖ জার্সি নম্বর : ২৪ ‖ জাতীয় দল (২০১৮-১৯) : ইংল্যান্ড (অনূর্ধ্ব-২১) ২০২৫ : বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের প্রথম ৪০৪ রানের কীর্তি

১৮ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রাইম ব্যাংক জাতীয় স্কুল ক্রিকেটে ৪০৪ রানের ইনিংস খেলেছেন ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র মুস্তাকিম হাওলাদার। দেশে কোনো ব্যাটারের এটাই প্রথম ৪০০ রানের ইনিংস। স্বীকৃত ক্রিকেটে ট্রিপল সেঞ্চুরি রয়েছে দুটি। তামিম ইকবাল অপরাজিত ৩৩৪ ও রকিবুল হাসান অপরাজিত ৩১৩ রান করেছিলেন। দু'জনেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলেছিলেন এ ম্যারাথন ইনিংস।

বিএসপিএ'র বর্ষসেরা

১১ এপ্রিল ২০২৫ সেরা ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া-সংশ্লিষ্টদের স্বীকৃতি জানিয়ে কুল-বিএসপিএ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ দেওয়া হয়।

২০২৪ সালের সেরাদের তালিকা › স্পোর্টস পারসন অব দ্য ইয়ার : মেহেদী হাসান মিরাজ (ক্রিকেট) • পপুলার চয়েস অ্যাওয়ার্ড : ঋতুপর্ণা চাকমা (ফুটবল) • বর্ষসেরা ক্রিকেটার : মেহেদী হাসান মিরাজ • বর্ষসেরা ফুটবলার : ঋতুপর্ণা চাকমা • বর্ষসেরা আর্চার : সাগর ইসলাম • বর্ষসেরা অ্যাথলেট (ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড) : জহির রায়হান • উদীয়মান ক্রীড়াবিদ : নাহিদ রানা (ক্রিকেট) • বর্ষসেরা দাবাড়ু : মনন রেজা • বর্ষসেরা দল : অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় হকি দল • সক্রিয় সংগঠন : যশোর শামস্-উল-হুদা একাডেমি • বর্ষসেরা কোচ : মওদুদুর রহমান (হকি) • তৃণমূলের সংগঠক : বীরসেন চাকমা (রাঙ্গামাটি) • বর্ষসেরা সংগঠক : মো. ইমরুল হাসান (সভাপতি, বসুন্ধরা কিংস) • বর্ষসেরা আম্পায়ার : শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত • বিশেষ সম্মাননা : হামিদুল ইসলাম (২০১০ এসএ গেমস সোনা জয়ী ভারোত্তোলক)।

বাংলাদেশের অর্জন

▣ দুই ধাপ এগোল ফিফা র‍্যাংকিং

২৫ মার্চ ২০২৫ শিলংয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা ভারতকে রুখে দেওয়ার পর র‍্যাংকিংয়েও সুখবর পান জাতীয় ফুটবল দল। ৩ এপ্রিল ২০২৫ প্রকাশিত ফিফা র‍্যাংকিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে ১৮৩ নম্বরে উঠে আসে বাংলাদেশ। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে এখন পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ পুরুষ ফুটবল দলের সেরা অবস্থান ১১০।

▣ স্পেশাল অলিম্পিকে স্বর্ণ

৮-১৫ মার্চ ২০২৫ ইতালির তুরিনে অনুষ্ঠিত ১২তম শীতকালীন স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলাদেশ নারী ফ্লোরবল দল স্বর্ণ পদক লাভ করে। ১৫ মার্চ ২০২৫ ফাইনালে বাংলাদেশ ৪-২ গোলে ইউক্রেনকে হারিয়ে এ পদক লাভ করে।

▣ আইএম ওয়াদিফা বিশ্বকাপে

১৮ মার্চ ২০২৫ শ্রীলংকায় এশিয়ান জোনাল দাবায় বাজিমাত করেন ওয়াদিফা আহমেদ। আসরে মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব লাভের পাশাপাশি ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ দাবা খেলার টিকিটও নিশ্চিত করেন। শেষ রাউন্ডে আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদের সঙ্গে ড্র করে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করেন ফিদে মাস্টার ওয়াদিফা। আর এ আসরে যেকোনো ফিদে মাস্টার শিরোপা জিতলেই সরাসরি তার আইএম হওয়া নিশ্চিত। বাংলাদেশের চতুর্থ নারী দাবাড়ু হিসেবে আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব পান তিনি।

▣ রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে জয়

- ১০ এপ্রিল ২০২৫ পাকিস্তানের লাহোরে নারী বিশ্বকাপ বাছাইয়ে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ৭৮ বলে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা। বাংলাদেশের মেয়েদের ক্রিকেটে এখন এটিই দ্রুততম সেঞ্চুরি।
- শারমিন আক্তারের সঙ্গে তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৩৮ বলে ১৫২ রান যোগ করেন নিগার। মেয়েদের ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের জুটি এটি।
- ৩ উইকেট হারিয়ে ২৭১ রান করে বাংলাদেশ নারী দল। ওয়ানডেতে এখন এটাই বাংলাদেশ নারী দলের ইনিংসে সর্বোচ্চ।

মাহমুদুল্লাহর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

১২ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় তার। দীর্ঘ ১৮ বছর বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক আসরে খেলেন তিনি।

	ইনিংস	রান	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	উইকেট	সেরা
টেস্ট	৯৪	২,৯১৪	১৫০*	৫/১৬	৪৩	৫/৫১
ওয়ানডে	২০৯	৫,৬৮৯	১২৮*	৪/৩২	৮২	৩/৪
টি-২০	১৩০	২,৪৪৪	৬৪*	০/৮	৪১	৩/১০

গোলাপি বলের দেড়শো বছর পূর্তি

১২ মার্চ ১৮৭৭ মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের যাত্রা শুরু হয়। বনেদি এ সংস্করণ ২০২৭ সালে দেড়শো বছরের মাইলফলক স্পর্শ করবে। দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আগেই ঘোষণা দেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (CA)। ১১ মার্চ ২০২৫ এক সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে জানায়, ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গোলাপি বলে দিবা-রাত্রির টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ১১ মার্চ ২০২৭ শুরু হবে এই লড়াই।

পেলে-ম্যারাডোনার স্মৃতিবিজড়িত স্টেডিয়াম

মেক্সিকোর আজতেকা প্রথম স্টেডিয়াম, যেখানে অনুষ্ঠিত হয় ফিফা বিশ্বকাপের দুটি ফাইনাল। আজতেকাই প্রথম এবং একমাত্র স্টেডিয়াম, যেখান থেকে পেলে ও ম্যারাডোনা— দুজনেই জিতেন ফিফা বিশ্বকাপ। এই দুই ফুটবল কিংবদন্তির স্মৃতিবিজড়িত স্টেডিয়ামটি আগের নাম মুছে ফেলে এখন বানোর্তে স্টেডিয়াম নামকরণ করা হয়।

বিশ্বের সেরা স্টেডিয়াম

সম্প্রতি নতুন একটি স্টেডিয়াম বানানোর পরিকল্পনার কথা জানায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, যা 'বিশ্বের সেরা' স্টেডিয়াম হবে বলে দাবি করেন ক্লাবটির সহমালিক জিম র‍্যাটক্লিফ। এ স্টেডিয়ামের প্রাক্কলিত ব্যয় ধারা হয় ২০০ কোটি পাউন্ড।

এশিয়ান কাপ বাছাই

২৪টি দল ৬টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে। প্রতি গ্রুপে চারটি দল। বাংলাদেশ পড়েছে 'সি' গ্রুপে, যেখানে অন্য তিনটি দল ভারত, সিঙ্গাপুর ও হংকং। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল সুযোগ পাবে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপের মূল পর্বে। স্বাগতিক সৌদি আরবসহ অন্য ১৮টি দল এরই মধ্যে সেই টুর্নামেন্টে জায়গা নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশের ৬ ম্যাচ		
২৫ মার্চ	ভারত-বাংলাদেশ	প্রতিপক্ষের মাঠে
১০ জুন	বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর	দেশের মাঠে
৯ অক্টোবর	বাংলাদেশ-হংকং	দেশের মাঠে
১৪ অক্টোবর	হংকং-বাংলাদেশ	প্রতিপক্ষের মাঠে
১৮ নভেম্বর	বাংলাদেশ-ভারত	দেশের মাঠে
৩১ মার্চ '২৬	সিঙ্গাপুর-বাংলাদেশ	প্রতিপক্ষের মাঠে

রেকর্ডস

৯ ছক্কায় রেকর্ড সেঞ্চুরি

৮ এপ্রিল ২০২৫ চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ৯টি ছক্কা ও মাত্র ৩৯ বলে সেঞ্চুরি করেন পাঞ্জাবের প্রিয়াংশ আর্য, যা বলের হিসাবে আইপিএল চতুর্থ দ্রুততম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক না হওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে তার সেঞ্চুরিই এখন আইপিএলে দ্রুততম।

টি-২০তে প্রথম

১৪ মার্চ ২০২৫ মালয়েশিয়ায় ত্রিদেশীয় সিরিজে হংকংয়ের বিপক্ষে সুপার ওভারে কোনো রান করতে পারেনি বাহরাইন। আন্তর্জাতিক টি-২০তে যা ঘটল প্রথমবার। জবাবে ১ রানের লক্ষ্য ছুঁতেও ৩ বল খেলতে হয় হংকংয়ের। নির্ধারিত ২০ ওভারে হংকংয়ের ১২৯ রানের জবাবে ১২৯ রানে থেমে ছিল বাহরাইন।

টি-২০ ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস

৭ এপ্রিল ২০২৫ প্রায় ১০ বছর পর ঘরের মাঠে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স হারে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে। ম্যাচের পর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি টি-২০ ম্যাচ খেলা দল এখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জন্য ২৮৮তম ম্যাচ। দলটি পেছনে ফেলে ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের ক্লাব সমারসেটকে। জাতীয় দল বিবেচনায় এই তালিকায় সবার ওপরে পাকিস্তানের নাম। ২০০৯ এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা খেলে ২৫৮ টি-২০ ম্যাচ। দুইয়ে থাকা ভারত খেলে ২৪৭ টি-২০ ম্যাচ।

সুপার লিগে রেকর্ড ফিফটি

৬ এপ্রিল ২০২৫ লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান হিসেবে আবাহনীর ওপেনার পারভেজ হোসেন দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েন। মাত্র ২৩ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন। যার প্রথম ১৫ বলেই ফিফটি হয়। বাংলাদেশের মাটিতেই লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম ফিফটি এটি। প্রথম শ্রেণি, লিস্ট 'এ' ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি-এই তিন সংস্করণ মিলিয়েও যা বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের দ্রুততম ফিফটি। আগের রেকর্ডটি ছিল ১৬ বলের।

টুকিটাকি

- দীর্ঘদিনের বোলিং অ্যাকশনের নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হন সাকিব আল হাসান।
- ১৪ এপ্রিল ২০২৫ জাস্টিন রোজকে পেছনে ফেলে প্রথমবারের মতো মাস্টার্স জেতেন এ সময়ের অন্যতম সেরা গলফার উত্তর আয়ারল্যান্ডের ররি ম্যাকইলরয়। আর তাতে গলফের চারটি মেজরই জেতা হয়ে গেল ম্যাকইলরয়ের।

G7 একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম বা জোট। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল খনিজ তেলের সংকট। সেই প্রেক্ষাপটে G7 গড়ে উঠে। তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশগুলো একটি সংগঠনের আওতায় এসে বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে এ জোট বিশ্বের বড় চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করছে। ১৯৭৩ সালে প্যারিসে G7 এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় এবং প্রথম বৈঠক হয় ১৯৭৫ সালে। G7 জোট প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোক্তা ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরি জিসকার দেস্তাঁ। ১৯৭৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যু বিশেষ করে তেল সংকট নিয়ে প্রথম অনানুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য জার্মানি, জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইতালির নেতাদের ভ্যালেরি প্যারিসের রামবুঁইলেতে আমন্ত্রণ জানান। এরপরই আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নেতারা এ সম্মেলনকে বার্ষিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চীন একটি বড় অর্থনীতি এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনও এই জোটের সদস্য ছিল না। কোনো দেশের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকলে ঐ দেশকে G7 ভুক্ত দেশগুলোর মতো উন্নত অর্থনীতি হিসেবে দেখা হয় না।

নামকরণ

১৯৭৫ সালে এটির নাম ছিল G6। ১৯৭৬ সালে কানাডা যোগ দিলে নামকরণ করা হয় G7। ১৯৯৮ সালে রাশিয়ার যোগদানে G7 পরিণত হয় G8 এ। কিন্তু ২০14 সালে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া এবং ক্রিমিয়া দখলের পর G8 থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ জোটের পুনরায় নাম হয় G7। ১৯৭৭ সালের G7 বৈঠকে যোগ দিয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নও। তাদের সদস্য এখনও প্রত্যেক বৈঠকে উপস্থিত থাকে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আলাদা করে G7 এর সদস্য হয়নি।

জোটের কার্যক্রম

সারা বছর ধরে সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী এবং কর্মকর্তারা বৈঠক করেন, চুক্তি করেন এবং বৈশ্বিক ইভেন্টগুলোতে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই জোট কোনো আইন পাস করতে পারে না, কারণ এই জোট আলাদা জাতি নিয়ে গঠিত যাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে তাদের একমত হওয়া সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে।

FactFile : G7

পূর্ণরূপ : Group of Seven • প্রতিষ্ঠা : ২৫ মার্চ ১৯৭৩ • সদর দপ্তর : নেই • বর্তমান সদস্য দেশ : ৭টি— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ইতালি, কানাডা, জার্মানি ও ফ্রান্স • প্রথম চেয়ারম্যান : ভ্যালেরি জিসকার দেস্তাঁ (ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট) • বর্তমান চেয়ারম্যান : মার্ক কার্নি (কানাডা) • শীর্ষ সম্মেলন : প্রথম ১৫-১৭ নভেম্বর ১৯৭৫ (রামবুঁইলে, ফ্রান্স) • সর্বশেষ বা ৫০তম : ১৩-১৫ জুন ২০২৪ (আপুলিয়া, ইতালি) • পরবর্তী বা ৫১তম : ১৫-১৭ জুন ২০২৫ (আলবার্টা, কানাডা)।

মার্ক কার্নি

- এশিয়ার একমাত্র সদস্য দেশ জাপান।
- রাশিয়া পূর্বে সদস্য ছিল বর্তমানে নেই।
- সাধারণত প্রতি বছর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে ৪৬তম সম্মেলন বাতিল করা হয়; ১০-১২ জুন ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রে ৪৬তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

পরীক্ষার প্রশ্নে G7

১. জি-৭ ভুক্ত একমাত্র এশীয় রাষ্ট্র হলো— [ঢাবি খ ইউনিট ২০২১-২২]
ⓚ ভারত ⓛ চীন ⓜ রাশিয়া ⓝ জাপান

২. নিচের কোন দেশটির জি-৭-এর সদস্য নয়? [চবি 'ডি-১' ইউনিট ২০২০-২১]
ⓚ কানাডা ⓛ ইতালি ⓜ জার্মানি ⓝ অস্ট্রেলিয়া

৩. নিচের কোন দেশটি G-7-এর সদস্য নয়? [৩০তম; ২৪তম; ১৫তম বিসিএস]
ⓚ জাপান ⓛ যুক্তরাজ্য ⓜ ফ্রান্স ⓝ সুইডেন

৪. G-7-এর সদস্য নয় নিচের কোন দেশ? [সমবায় অধিদপ্তরের পরিদর্শক ২০২৩]
ⓚ জাপান ⓛ চীন
ⓜ যুক্তরাজ্য ⓝ যুক্তরাষ্ট্র

৫. জি-৭-এ কোন দেশটি একবার যোগদান করে পরে পুনরায় বের হয়ে গেছে? [NSI'র সহকারী পরিচালক ২০১৯]
ⓚ কানাডা ⓛ জাপান ⓜ জার্মানি
ⓝ রাশিয়া ⓞ কোনোটিই নয়

৬. নিচের কোন দেশটি জি-৭-এর সদস্য নয়? [DESCO-এর অ্যাসিসটেন্ট কমপ্লেইন্ট সুপারভাইজার ২০১৯]
ⓚ ইতালি ⓛ জার্মানি
ⓜ রাশিয়া ⓝ ফ্রান্স ⓞ কোনোটিই নয়

৭. এশিয়া মহাদেশের কোন দেশ জি-৭-এর সদস্য? [চবি 'বি' ইউনিট ২০২০-২১]
ⓚ চীন ⓛ ইন্দোনেশিয়া
ⓜ দক্ষিণ কোরিয়া ⓝ জাপান

উত্তর

১.	ঘ
২.	ঘ
৩.	ঘ
৪.	খ
৫.	ঘ
৬.	গ
৭.	ঘ

হাঙ্গেরির অফিসিয়াল মুদ্রা ফরিন্ট

সভ্যতার অন্যতম বাহন রেলগাড়ি

আবিষ্কার
পর্ব ১০

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম 'রেলগাড়ি'। বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবনের সূত্র ধরে আধুনিক রেলগাড়ির জন্ম। বর্তমান বিশ্বে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের কাজে এই গাড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয়। রেলগাড়িতে ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও নিরাপদ।

পরিচিতি

রেলগাড়ির ইংরেজি প্রতিশব্দ Train। ট্রেন শব্দটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ ট্রাহিনার থেকে এসেছে, যা ল্যাটিন শব্দ ট্রাহিয়ার (টেনে আনা) থেকে উদ্ভূত। সমান্তরাল ধাতব পাতের ওপরে চলা গাড়িকে রেলগাড়ি বলে। রেলপথ বলতে সমান্তরালভাবে পাতা ইস্পাতের মোটা পাত দিয়ে তৈরি পথের ওপর দিয়ে বিশেষ ধাতব চাকাযুক্ত গাড়ি চালনার মাধ্যমে যাত্রী ও মালপত্র পরিবহনের উপায়কে বোঝায়।

ইতিহাস

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন গ্রিসে রেল চলাচলের ইতিহাসের সূচনা হয়। সে সময় গ্রিসের কোরিন্থের ইসথমাস প্রদেশ জুড়ে ৬ - ৮.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ডিওলকস নামক পাকা ট্রাকের রাস্তা ছিল। মানুষ অথবা পশুচালিত চাকাওয়ালা যানবাহন চুনাপাথরের খাঁজের ওপর দিয়ে চলাচল করত। জার্মানিতে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি ঘোড়ায় চালিত রেলগাড়ির প্রচলন ছিল। অবশ্য যুক্তরাজ্যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের উদ্ভাবনের পরে ১৯শ শতকের শুরুতে আধুনিক রেল পরিবহনের পথ চলা শুরু হয় এবং আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৮০৪ সালে আধুনিক ইতিহাসে প্রথম রেলপথ আবিষ্কৃত হয়। স্টিম পাওয়ার চালিত এই রেলপথ আবিষ্কার করেন রিচার্ড ট্রেভিথিক। বিশ্বের সর্বপ্রথম স্টিম রেল ইঞ্জিন তৈরি হয় ইংল্যান্ডে। জর্জ স্টিফেনসন এবং তার ছেলে রবার্ট স্টিফেনসনের এক যুগান্তকারী প্রচেষ্টায় ১৮২৫ সালে আবিষ্কৃত হয় বিশ্বের প্রথম ট্রেন। সে বছরই ইংল্যান্ডের স্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত ২৬ কিমি রেলপথ নির্মিত হয় এবং ট্রেন চলতে শুরু করে। ১৮৬৩ সালে লন্ডনে বিশ্বের সর্বপ্রথম পাতালরেল (মেট্রোপলিটন রেলওয়ে) জনসাধারণের জন্য চালু করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় রেলের নানা বিবর্তন এগিয়ে যেতে থাকে।

ভারতবর্ষে রেলগাড়ি

আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে ভারতবর্ষে প্রথম পশ্চিম বাংলার হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ শহর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি। নির্মাণ শেষে ১৮৬২ সালে দর্শনা টু জগতী ৫৩.১১ কিমি রেললাইন উদ্বোধন করা হয়। ১৫ নভেম্বর ১৮৬২ চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলযুগে প্রবেশ করে। কুষ্টিয়ার 'জগতী'তে নির্মাণ করা স্টেশন বাংলাদেশের প্রথম রেলস্টেশন।

জর্জ স্টিফেনসন

(৯ জুন ১৭৮১-১২ আগস্ট ১৮৪৮)

রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক স্টিফেনসন। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এছাড়াও তিনিই বিশ্বে প্রথম আন্তঃনগর রেলওয়ে লাইন তৈরি করেন। সেকারণে তাকে ফাদার অব রেলওয়ে বলা হয়ে থাকে।

জানেন কি

- ১৪ মে বিশ্ব ট্রেন দিবস। মানবসভ্যতায় এই বাহনের অবদানকে স্মরণ করে পালিত হয় দিবসটি। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আন্তঃনগর রেল পরিষেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমট্রাকের উদ্যোগে ২০০৮ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।
- রেলপথের দুটি স্টিল ট্র্যাকের মধ্যকার দূরত্বকে গেজ বলা হয়। বাংলাদেশে গেজের দৈর্ঘ্য দুই রকম হয়। মিটার গেজ, যার দৈর্ঘ্য ১ মিটার এবং ব্রড গেজ, যার দৈর্ঘ্য ১.৬৮ মিটার। আগে ন্যারোগেজ (২ ফুট ৬ ইঞ্চি বা ৭৬২ মিমি) রেলপথ চালু থাকলেও এখন আর তা ব্যবহার হয় না।
- রেলের ইঞ্জিনকে 'লোকোমোটিভ' বলে।

নানা ধরনের ট্রেন

ট্রেনের ধরন	পরিচিতি	প্রথম চালু	দেশ
ইলেকট্রিক ট্রেন	বিদ্যুত চালিত ট্রেন	১২ মে ১৮৮১	জার্মানি
ঝুলন্ত ট্রেন	এই রেল গাড়ি একটি নির্দিষ্ট ট্র্যাক থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে	১ মার্চ ১৯০১	জার্মানি
হাই স্পিড ম্যাগলেভ ট্রেন	এই ট্রেন মূলত চৌম্বক শক্তির উপর নির্ভর করে খুবই দ্রুত গতিতে চলে	১০ অক্টোবর ২০০৩	চীন
অটোনোমাস রেল র‍্যাপিড ট্রানজিট	রেললাইন ও চালকবিহীন ট্রেন, যা ভার্চুয়াল ট্র্যাকের মাধ্যমে চলাচল করে।	মে ২০১৮	চীন
চালকবিহীন হাইস্পিড বুলেট ট্রেন	চালকের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া 'স্বয়ংক্রিয় মোডে' চলে এ ট্রেন	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯	চীন

হাঙ্গেরির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম Magyar Nemzeti Bank

বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চাকমা

পরিচিতি

চাকমাদের নাম বাংলায় চাকমা হলেও তারা নিজেদেরকে বলেন 'চাঙমা' (Changma)। আর বর্মী এবং রাখাইন বা আরাকানি লেখকেরা চাকমাদেরকে 'সাক' (Sak) বা 'থাক' (Thak) কিংবা 'থেক' (Thek) বলেন। নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। চাকমাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, ওষ্ঠাধর পাতলা, চুল সোজা, চোখের মণি ও চুলের রং কালো, দাঁড়িগোঁফ কম, দেহ প্রায় কেশহীন এবং উচ্চতা মাঝারি ধরনের।

ইতিহাস

পনেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে মাণিক্য উপাধিধারী রাজারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন। উক্ত রাজ বংশের শক্তিশালী রাজা ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫১৪ সাল) বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী সিলেট, চট্টগ্রাম এবং আরাকানের কিয়দাংশ জয় করে স্বনামে মুদ্রাও প্রচার করেন। তার সময়ে 'চাকমা' তার অধীনে ছিল। ১৬৫৯ সালে রাজা গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তার সৎভাই নক্ষত্র রায় ওরফে ছত্র মাণিক্য বাংলার সৈন্যদের সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করে। ১৬৬৬ সালে মুঘল শক্তি আরাকানি শক্তিকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করে তাদেরকে কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীরে তাড়িয়ে দেয়। সতেরো শতকের শেষাংশে কিংবা আঠারো শতকের শুরুতে চাকমাদের রাজা ছিলেন সাগুয়া বরুয়া। তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। দুই পুত্র ছিলেন চন্দন খান ও রত্তন খান। ১৭১১ সালে চন্দন খান পার্বত্যবাসী প্রজাদের দ্বারা প্রথম রাজা নির্বাচিত হন। তার নিযুক্তি আরাকান রাজা কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ১৭১৫ সালে রাজা জালাল খান (মতান্তরে জলীল খান) চাকমাদের রাজা হন। ১৭৩৭ সালে চাকমা রাজা সেরমুস্ত খান মুঘলদের কাছে অধীনতা স্বীকার করেন। ১৭৮২ সালে জানবক্স খান চাকমাদের রাজা হন। রাজা জানবক্স খানের সময় ইংরেজদের সাথে চাকমাদের সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠে। পরবর্তীকালে ইংরেজরা পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা রাজার সাথে বিরোধপূর্ণ অবস্থা অলাভজনক মনে করে তার সাথে ১৭৮৭ সালে সমঝোতায় আসে। ১৭৯১ সাল থেকে রাজা জানবক্স খানের কাছ থেকে কার্পাসের পরিবর্তে টাকায় (তঙ্কায়) রাজস্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

১ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিন সার্কেলে বিভক্ত করার ঘোষণা করেন। এ তিনটি সার্কেল হলো— চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল। ঐ সময় উক্ত তিনটি সার্কেলের সাথে দুটি সরকারি খাসমহল এলাকাও সৃষ্টি করা হয়। ১৯২০ সালে কামিনী মোহন দেওয়ান 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি' নামে সর্বপ্রথম এতদাঞ্চলে একটি সংগঠন গঠন করেন। ২ মার্চ ১৯৫৩ রাজা ত্রিদিব রায় চাকমাদের রাজা হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেন। ত্রিদিব রায় এরপর আর বাংলাদেশে আসেননি। ত্রিদিব রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাশীষ রায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় ত্রিদিবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার সমিত রায় রাজকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৭৭ সাল হতে দেবাশীষ রায় চাকমা রাজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৪ জুন ১৯৭২ চাকমা রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাঙ্গামাটিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' নামক একটি সংগঠন গঠন করেন। ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সামাজিক কাঠামো

১৭ জানুয়ারি ১৯০০ The Chittagong Hill-tracts Regulation, 1900-এর মাধ্যমে তিনটি সার্কেল আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। সার্কেল চীফগণ স্থানীয়ভাবে রাজা হিসেবে পরিচিত। ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে কতকগুলো মৌজায় বিভক্ত করে প্রত্যেক মৌজায় স্ব স্ব সার্কেলের রাজার সুপারিশ ক্রমে এক একজন করে 'হেডম্যান' (Headman) নিয়োগ দেন। হেডম্যান তার মৌজার লোকদের কাছ থেকে জমির খাজনাও সংগ্রহ করে থাকেন। তিনি জুমচাষীদের কাছ থেকেও পরিবার পিছু কর আদায় করে থাকেন।

চীফ (সার্কেল প্রধান)→ হেডম্যান (মৌজা প্রধান)→ কার্বারি (গ্রামের প্রধান)

গোত্র

বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আলাদা জাতি হিসেবে গণনা করা হলেও ইংরেজ লেখকেরা চাকমাদেরকে তিনটি গোত্রে বিভক্ত করে— চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা এবং দৈন্নাক। চাকমারা তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে 'তোংতোংগ্যা' বলে। পূর্বে তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমাদেরকে 'আনক্যা-চাঙমা' বলত। ১৫৯৯-১৬০০ সালের মধ্যে চাকমা রাজার নেতৃত্বে যে সকল সৈন্যেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের পক্ষ হয়ে পেগু অভিযানে অংশ নেয় তাদের মধ্যে দৈন্নাকও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পারিবারিক কাঠামো

চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী এবং পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। সমাজে পিতার সূত্র ধরেই সন্তানদের 'গঝা' (দল) এবং 'গুথি' (গোষ্ঠী বা বংশ) নির্ণয় করা হয়। সমাজে সকল অবস্থাতেই একজন পুত্র সন্তানের বংশ পরিচয় অপরিবর্তিত থাকে।

হাঙ্গেরির কেন্দ্রীয় ব্যাংক European System of Central Banks (ESCB)-এর সদস্য

ধর্ম

সুদূর অতীত থেকে চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় প্রত্যেক চাকমা গ্রামে ধর্মানুষ্ঠানাদি করার জন্য 'ক্যাং' (বৌদ্ধমন্দির) রয়েছে। বৌদ্ধমন্দিরগুলোতে গৌতমবুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। আর গৌতমবুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং পূজা অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করার জন্য 'ভন্তে' (বৌদ্ধভিক্ষু) গণ রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমারা গৌতমবুদ্ধের জন্মকে স্মরণ করে বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করেন। তাছাড়া কার্তিকী–পূর্ণিমা দিবস উদ্‌যাপনকালে 'কঠিন চীবর দানোৎসব' উদ্‌যাপন করে থাকে। আঠারো শতকে চাকমাদের উপর কিছু কিছু হিন্দুদের প্রভাব পড়ে।

লিপি ও বর্ণমালা

চাকমা লিপিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত নানা ধরনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এ সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'আঘরতারা', ওষুধ এবং চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'তাল্লিক শাস্ত্র', চাকমা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'বিজগ' উল্লেখযোগ্য। চাকমাদের ধর্মীয়গ্রন্থ আঘরতারা তালপাতার উপর লেখা হয়। বর্তমানে চাকমা ভাষায় ৩৩টি বর্ণমালা ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৬৬ সালে প্রথম খ্রিষ্টান মিশনারিরা এলাহাবাদেও একটি প্রেস থেকে সর্বপ্রথম বাইবেলের একটি চাকমা অনুবাদ চাকমা বর্ণে প্রকাশ করে। নোয়ারাম চাকমা ১৯৫৯ সালে চাকমা এবং বাংলা বর্ণে 'চাকমার প্রথম শিক্ষা' নামে শিশুপাঠ্য বই রচনা করেন। ২০০১ সালে ঢাকাস্থ আনন্দ আইটি এবং রাঙ্গামাটিস্থ জুম ইসথেটিক্স কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে কম্পিউটারের ব্যবহার উপযোগী চাকমা বর্ণগুলো নিয়ে সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। ২০১৭ সালে প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের চাকমা মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী চাকমাদের মোট জনসংখ্যা ৪,৮৩,৩৬৫ জন। এর মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় চাকমাদের মোট জনসংখ্যা ৪,৫৪,৯২৫ জন।

চাকমা বসবাসে শীর্ষ ১০ উপজেলা ও জেলা

অবস্থান	উপজেলা	জনসংখ্যা	জেলা	জনসংখ্যা
প্রথম	বাঘাইছড়ি (রাঙ্গামাটি)	৭৬,২৮৯	রাঙ্গামাটি	২,৭৬,০৪৮
দ্বিতীয়	দীঘিনালা (খাগড়াছড়ি)	৬১,৬১৮	খাগড়াছড়ি	১,৭৫,১৬৫
তৃতীয়	রাঙ্গামাটি সদর (রাঙ্গামাটি)	৬০,৪৪৯	চট্টগ্রাম	১৫,৬১৩
চতুর্থ	নানিয়ারচর (রাঙ্গামাটি)	৩৮,৭৬৬	ঢাকা	৫,৪২২
পঞ্চম	খাগড়াছড়ি সদর (খাগড়াছড়ি)	৩৬,৯৩৭	কক্সবাজার	৩,৮১৪
ষষ্ঠ	বরকল (রাঙ্গামাটি)	৩৪,৪৬২	বান্দরবান	৩,৭১২
সপ্তম	পানছড়ি (খাগড়াছড়ি)	৩০,২৭০	গাজীপুর	৫৯৮
অষ্টম	জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি)	২৪,৫৪৮	কুমিল্লা	৫১০
নবম	মহালছড়ি (খাগড়াছড়ি)	২১,৩৫৭	ফেনী	২৮৮
দশম	লংগদু (রাঙ্গামাটি)	২০,৮৮৮	নোয়াখালী	১৯৩

FactFile : চাকমা

- ইংরেজি নাম : Chakma
- বসবাসে শীর্ষ জেলা : রাঙ্গামাটি
- বসবাসে শীর্ষ উপজেলা : বাঘাইছড়ি
- ভাষা : চাকমা বা চাঙমা
- ধর্ম : বৌদ্ধ ♦ পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক
- জনসংখ্যা : ৪,৮৩,৩৬৫ জন
- প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ : আঘরতারা
- বর্ষবরণ অনুষ্ঠান : বিজু
- প্রথম নারী জেলা প্রশাসক : শ্রাবন্তী রায়
- প্রথম ব্যারিস্টার : দেবাশিষ রায়
- প্রথম নারী ব্যারিস্টার : ভালি চাকমা
- প্রথম উপন্যাস : ফেবো (লেখক দেবপ্রিয় চাকমা)
- প্রথম রাষ্ট্রদূত : শরদিন্দু শেখর চাকমা (১৯৯৮ সালে, ভুটানে)
- প্রথম চলচ্চিত্র : মর থেঙ্গারি (পরিচালক অং রাখাইন)
- নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম : পিনন-খাদি
- চাকমা সমাজের প্রধান : চাকমা রাজা
- চাকমা সার্কেলের বর্তমান রাজা : দেবাশীষ রায়
- চাকমারা গ্রামকে বলে : আদাম
- গ্রামের প্রধানকে বলে : কার্বারি

বিজু উৎসব

চাকমাদের প্রধান উৎসবের নাম 'বিজু' উৎসব। চৈত্র মাসের শেষ দুদিন এবং নববর্ষের প্রথম দিনটিকে নিয়ে মোট তিন দিন ধরে চাকমারা বিজু উৎসব উদযাপন করে। বর্ষের শেষ দিনটিতে উদ্‌যাপিত হয় চাকমাদের 'মূল-বিজু' উৎসব। তার আগের দিনটি হলো 'ফুল-বিজু' দিন। নববর্ষে প্রথম দিনের উৎসব হলো 'গোর্জ্যাপোজা'। নববর্ষকে চাকমারা 'নুয়াবঝর'ও বলে।

পরীক্ষার প্রশ্নে চাকমা

১. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক— [৩৮তম বিসিএস]
ক রাঙ্গামাটি জেলায় খ খাগড়াছড়ি জেলায়
গ বান্দরবান জেলায় ঘ সিলেট জেলায়

২. Which is the largest ethnic group of Bangladesh? [Janata Bank Ltd. Executive Officer 2017]
ক Rakhain খ Garo
গ Chakma ঘ Marma

৩. 'হাদি' যে নৃ-গোষ্ঠীর মেয়েদের পোশাক— [রাবি ইউনিট এ (গ্রুপ-১) ২০২২-২৩]
ক চাকমা খ মারমা গ গারো ঘ রাখাইন

৪. চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলা হয়— [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১৯]
ক সাংগ্রেন খ বিজু গ তনচংগা ঘ নও উৎসব

৫. চাকমা উপজাতিরা প্রধানত কোন ধর্মাবলম্বী— [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সি১ ইউনিট) ২০১৮-১৯]
ক হিন্দু খ প্রকৃতি পূজারী
গ বৌদ্ধ ধর্ম ঘ খ্রিস্টান

উত্তর

১.	ক
২.	গ
৩.	ক
৪.	খ
৫.	গ

ধর্ম

সুদূর অতীত থেকে চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় প্রত্যেক চাকমা গ্রামে ধর্মানুষ্ঠানাদি করার জন্য 'ক্যাং' (বৌদ্ধমন্দির) রয়েছে। বৌদ্ধমন্দিরগুলোতে গৌতমবুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। আর গৌতমবুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং পূজা অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করার জন্য 'ভন্তে' (বৌদ্ধভিক্ষু) গণ রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমারা গৌতমবুদ্ধের জন্মকে স্মরণ করে বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করেন। তাছাড়া কার্তিকী– পূর্ণিমা দিবস উদ্‌যাপনকালে 'কঠিন চীবর দানোৎসব' উদ্‌যাপন করে থাকে। আঠারো শতকে চাকমাদের উপর কিছু কিছু হিন্দুদের প্রভাব পড়ে।

লিপি ও বর্ণমালা

চাকমা লিপিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত নানা ধরনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এ সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'আঘরতারা', ওষুধ এবং চিকিৎসা বিষয়কগ্রন্থ 'তান্ত্রিক শাস্ত্র', চাকমা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'বিজগ' উল্লেখযোগ্য। চাকমাদের ধর্মীয়গ্রন্থ আঘরতারা তালপাতার উপর লেখা হয়। বর্তমানে চাকমা ভাষায় ৩৩টি বর্ণমালা ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৬৬ সালে প্রথম খ্রিষ্টান মিশনারিরা এলাহাবাদেও একটি প্রেস থেকে সর্বপ্রথম বাইবেলের একটি চাকমা অনুবাদ চাকমা বর্ণে প্রকাশ করে। নোয়ারাম চাকমা ১৯৫৯ সালে চাকমা এবং বাংলা বর্ণে 'চাকমার প্রথম শিক্ষা' নামে শিশুপাঠ্য বই রচনা করেন। ২০০১ সালে ঢাকাস্থ আনন্দ আইটি এবং রাঙ্গামাটিস্থ জুম ইসথেটিক্স কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে কম্পিউটারের ব্যবহার উপযোগী চাকমা বর্ণগুলো নিয়ে সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। ২০১৭ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের চাকমা মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী চাকমাদের মোট জনসংখ্যা ৪,৮৩,৩৬৫ জন। এর মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় চাকমাদের মোট জনসংখ্যা ৪,৫৪,৯২৫ জন।

চাকমা বসবাসে শীর্ষ ১০ উপজেলা ও জেলা

অবস্থান	উপজেলা	জনসংখ্যা	জেলা	জনসংখ্যা
প্রথম	বাঘাইছড়ি (রাঙ্গামাটি)	৭৬,২৮৯	রাঙ্গামাটি	২,৭৬,০৪৮
দ্বিতীয়	দীঘিনালা (খাগড়াছড়ি)	৬১,৬১৮	খাগড়াছড়ি	১,৭৫,১৬৫
তৃতীয়	রাঙ্গামাটি সদর (রাঙ্গামাটি)	৬০,৪৪৯	চট্টগ্রাম	১৫,৬১৩
চতুর্থ	নানিয়ারচর (রাঙ্গামাটি)	৩৮,৭৬৬	ঢাকা	৫,৪২২
পঞ্চম	খাগড়াছড়ি সদর (খাগড়াছড়ি)	৩৬,৯৩৭	কক্সবাজার	৩,৮১৪
ষষ্ঠ	বরকল (রাঙ্গামাটি)	৩৪,৪৬২	বান্দরবান	৩,৭১২
সপ্তম	পানছড়ি (খাগড়াছড়ি)	৩০,২৭০	গাজীপুর	৫৯৮
অষ্টম	জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি)	২৪,৫৪৮	কুমিল্লা	৫১০
নবম	মহালছড়ি (খাগড়াছড়ি)	২১,৩৫৭	ফেনী	২৮৮
দশম	লংগদু (রাঙ্গামাটি)	২০,৮৮৮	নোয়াখালী	১৯৩

FactFile : চাকমা

- ইংরেজি নাম : Chakma
- বসবাসে শীর্ষ জেলা : রাঙ্গামাটি
- বসবাসে শীর্ষ উপজেলা : বাঘাইছড়ি
- ভাষা : চাকমা বা চাঙমা
- ধর্ম : বৌদ্ধ ♦ পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক
- জনসংখ্যা : ৪,৮৩,৩৬৫ জন
- প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ : আঘরতারা
- বর্ষবরণ অনুষ্ঠান : বিজু
- প্রথম নারী জেলা প্রশাসক : শ্রাবন্তী রায়
- প্রথম ব্যারিস্টার : দেবাশিষ রায়
- প্রথম নারী ব্যারিস্টার : ভ্যালি চাকমা
- প্রথম উপন্যাস : ফেবো (লেখক দেবপ্রিয় চাকমা)
- প্রথম রাষ্ট্রদূত : শরদিন্দু শেখর চাকমা (১৯৯৮ সালে, ভুটানে)
- প্রথম চলচ্চিত্র : মর থেঙ্গারি (পরিচালক অং রাখাইন)
- নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম : পিনন-খাদি
- চাকমা সমাজের প্রধান : চাকমা রাজা
- চাকমা সার্কেলের বর্তমান রাজা : দেবাশীষ রায়
- চাকমারা গ্রামকে বলে : আদাম
- গ্রামের প্রধানকে বলে : কার্বারি

বিজু উৎসব

চাকমাদের প্রধান উৎসবের নাম 'বিজু' উৎসব। চৈত্র মাসের শেষ দুদিন এবং নববর্ষের প্রথম দিনটিকে নিয়ে মোট তিন দিন ধরে চাকমারা বিজু উৎসব উদযাপন করে। বর্ষের শেষ দিনটিতে উদ্‌যাপিত হয় চাকমাদের 'মূল-বিজু' উৎসব। তার আগের দিনটি হলো 'ফুল-বিজু' দিন। নববর্ষে প্রথম দিনের উৎসব হলো 'গোর্জ্যাপোজা'। নববর্ষকে চাকমারা 'নুয়াবঝর'ও বলে।

পরীক্ষার প্রশ্নে চাকমা

১. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক— [৩৮তম বিসিএস]
ক) রাঙ্গামাটি জেলায় খ) খাগড়াছড়ি জেলায় গ) বান্দরবান জেলায় ঘ) সিলেট জেলায়

২. Which is the largest ethnic group of Bangladesh? [Janata Bank Ltd. Executive Officer 2017]
ক) Rakhain খ) Garo গ) Chakma ঘ) Marma

৩. 'হাদি' যে নৃ-গোষ্ঠীর মেয়েদের পোশাক— [রাবি ইউনিট এ (গ্রুপ-১) ২০২২-২৩]
ক) চাকমা খ) মারমা গ) গারো ঘ) রাখাইন

৪. চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলা হয়— [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১৯]
ক) সাংগ্রেন খ) বিজু গ) তনচংগা ঘ) নও উৎসব

৫. চাকমা উপজাতিরা প্রধানত কোন ধর্মাবলম্বী— [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সি১ ইউনিট) ২০১৮-১৯]
ক) হিন্দু খ) প্রকৃতি পূজারী গ) বৌদ্ধ ধর্ম ঘ) খ্রিস্টান

উত্তর

১.	ক
২.	গ
৩.	ক
৪.	খ
৫.	গ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন সমাধান

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪-২৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট : ডি

১. নিচের কোন দেশটি 'আসিয়ান'-এর সদস্যভুক্ত নয়?
ক) ফিলিপাইন খ) চীন
গ) ব্রুনাই ঘ) সিঙ্গাপুর

২. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?
ক) নির্বাচন কমিশন
খ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
গ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন
ঘ) অডিটর-জেনারেল-এর কার্যালয়

৩. 'আমলাতন্ত্র'-এর প্রধান প্রবক্তা কে?
ক) এফ এম মার্কস খ) ম্যাক্স ওয়েবার
গ) রবার্ট প্রেসথাস ঘ) কার্ল মার্কস

৪. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন?
ক) লর্ড ক্লাইভ খ) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
গ) লর্ড মিন্টো ঘ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন

৫. CPD-এর পূর্ণরূপ কী?
ক) Central Police Department
খ) Central Publicity Department
গ) Centre for Policy Dialogue
ঘ) Cyber Police Department

৬. 'দি স্পিরিট অব ল' বইটি কার লেখা?
ক) মন্টেস্কু খ) হবস গ) জন লক ঘ) প্লেটো

৭. নিচের কোন দেশটি ভূ-মধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত?
ক) রোমানিয়া খ) চেক প্রজাতন্ত্র
গ) মিসর ঘ) পোল্যান্ড

৮. SANA কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?
ক) ইয়েমেন খ) সিরিয়া
গ) সৌদি আরব ঘ) ইরাক

৯. ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় কাকে?
ক) হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)
খ) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)
গ) খলিফা আব্দুল মালিক ঘ) খলিফা হারুন অর রশীদ

১০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কী?
ক) সিনেট খ) কংগ্রেস
গ) পার্লামেন্ট ঘ) ডায়েট

১১. ভাষা আন্দোলনের উপরে আঁকা প্রথম ছবি 'রক্তাক্ত ২১'-এর চিত্রশিল্পী কে?
ক) শাহাবুদ্দিন আহমেদ খ) আমিনুল ইসলাম
গ) মনিরুল ইসলাম ঘ) মুর্তজা বশীর

১২. বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য কতজন ছিলেন?
ক) ৩২ জন খ) ৩০ জন গ) ৩৪ জন ঘ) ৩৬ জন

১৩. ইউনেস্কো (UNESCO) কত খ্রিস্টাব্দে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয়?
ক) ১৯৯৯ খ) ২০০০ গ) ২০০১ ঘ) ১৯৯৭

১৪. 'গ্লোবাল ভিলেজ' ধারণাটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?
ক) মার্শাল স্মিথ খ) মার্শাল টিটো
গ) মার্শাল ম্যাকলোহান ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল

১৫. দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানের জন্য কে 'নাইট' উপাধি পেয়েছেন?
ক) স্যার ফজলে হাসান আবেদ খ) ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ) ডাঃ জাফরুল্লাহ ঘ) শাইখ সিরাজ

১৬. 'আমাকে স্বাধীনতা দাও অথবা মৃত্যু'-উক্তিটি কার?
ক) মার্টিন লুথার কিং খ) নেলসন ম্যান্ডেলা
গ) প্যাট্রিক হেনরি ঘ) জন এফ কেনেডি

১৭. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় কোন খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৭০ গ) ১৭৯৩ ঘ) ১৮৫৭

১৮. সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশ কোনটি?
ক) চীন খ) ব্রাজিল গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ভারত

১৯. আলেকজান্দ্রিয়া জাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে খ) খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে
গ) খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতকে ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে

২০. সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ এন্থনি ফাউসি কোন দেশের নাগরিক?
ক) জার্মানি খ) ফ্রান্স
গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) বেলজিয়াম

B1-ইউনিট
চারুকলা, নাট্যকলা ও সংগীত অনুষদ

১. গ্রিনপিস কী?
ক) সাংস্কৃতিক সংগঠন খ) পরিবেশবাদী সংগঠন
গ) সামাজিক সংগঠন ঘ) নাট্য আন্দোলন

২. মুনীর চৌধুরীর মুখরা রমনী বশীকরণ কার লেখার অনুবাদ?
ক) William Wordsworth খ) W. Somerset Maugham
গ) William Shakespeare ঘ) Charless Dickens

ইউনিট-ডি	
১.	খ
২.	খ
৩.	খ
৪.	ঘ
৫.	গ
৬.	ক
৭.	গ
৮.	খ
৯.	ক
১০.	খ
১১.	ঘ
১২.	গ
১৩.	ক
১৪.	গ
১৫.	ক
১৬.	গ
১৭.	গ
১৮.	ক
১৯.	ঘ
২০.	গ
B1-ইউনিট	
১.	খ
২.	গ

হাঙ্গেরির আইনসভার নাম National Assembly

৩. কোন দেশ আমেরিকাকে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উপহার দিয়েছিল?
ক) ইংল্যান্ড খ) ফ্রান্স গ) কানাডা ঘ) ব্রাজিল

৪. বিখ্যাত চিত্রকর্ম তিনকন্যার চিত্রকর কে?
ক) শাহাবুদ্দিন আহমদ খ) জয়নুল আবেদিন
গ) এস.এম. সুলতান ঘ) কামরুল হাসান

৫. 'দেশ ভাল হয় যদি দেশের বিশ্ববিদ্যালগুলো ভালো হয়'-বলেছিলেন—
ক) আব্রাহাম লিংকন খ) পণ্ডিত নেহেরু
গ) আল্লামা ইকবাল ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল

৬. বিশ্ব সংগীত দিবস কোন তারিখে পালন করা হয়?
ক) ২২ শে জুন খ) ২১ শে জুন
গ) ২১ শে জুলাই ঘ) ২২ জুলাই

৭. কোন অঞ্চলের নকশিকাঁথা শীর্ষস্থানীয়?
ক) রাজশাহী খ) ফরিদপুর গ) যশোর ঘ) চট্টগ্রাম

৮. 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'—গানটির রচয়িতা কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) মনিরুজ্জামান ঘ) দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

৯. 'সুর সম্রাট' কাকে বলা হয়?
ক) ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ খ) ওস্তাদ আকবর আলী খাঁ
গ) ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ঘ) ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ

১০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা কোনটি?
ক) ফরিদপুর খ) কুষ্টিয়া
গ) যশোর ঘ) রাঙ্গামাটি

১১. বর্তমানে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের—প্রেসিডেন্ট?
ক) ৪২তম খ) ৪৭তম গ) ৪৫তম ঘ) ৪৪তম

১২. 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা' কোথায় অবস্থিত?
ক) বনানী, ঢাকা খ) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
গ) পরিবাগ, ঢাকা ঘ) লালপুর, নাটোর

১৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোন ছবিতে অভিনয় করেন?
ক) ধ্রুব খ) আলালের ঘরের দুলাল
গ) নীল পদ্ম ঘ) দেবদাস

১৪. বর্তমান বিশ্বের কোন দেশটির সংবিধানকে 'শান্তি সংবিধান' বলা হয়?
ক) সুইজারল্যান্ড খ) পেরু
গ) কোস্টারিকা ঘ) জাপান

১৫. মানচিত্র নাটকের রচয়িতা কে?
ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ খ) আনিস চৌধুরী
গ) শাহেদ আলী ঘ) সেলিম চৌধুরী

১৬. ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন কে?
ক) কামরুল হাসান খ) আনিস চৌধুরী
গ) জয়নুল আবেদীন ঘ) শাহেদ আলী

১৭. 'সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?
ক) যমুনা নদীতে খ) মেঘনার মোহনায়
গ) বঙ্গোপসাগরে ঘ) সন্দ্বীপ চ্যানেলে

১৮. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য বিজয় গাঁথা কোথায় অবস্থিত?
ক) যশোর সেনানিবাসে খ) রংপুর সেনানিবাসে
গ) সিলেট সেনানিবাসে ঘ) ঢাকা সেনানিবাসে

১৯. বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রচারিত প্রথম নাটক কোনটি?
ক) পদ্মাবতী খ) কাঠঠোকরা
গ) কবর ঘ) একতলা দোতলা

২০. কঠিন পদার্থ যেমন পাথর, ধাতু ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মকে কী বলে?
ক) ভাস্কর্য খ) চিত্রকলা
গ) গ্রাফিক আর্টস ঘ) কোনোটিই নয়

২১. সুচিত্রা সেন ছিলেন—
ক) নারীনেত্রী খ) সমাজকর্মী
গ) গায়িকা ঘ) অভিনেত্রী

২২. বাংলাদেশের একমাত্র জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম গ) রাজশাহী ঘ) খুলনা

২৩. 'সিন্ধু সভ্যতা' কোন জাতির সভ্যতা?
ক) হুন খ) দ্রাবিড় গ) আর্য ঘ) গ্রীক

২৪. রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট নাটকের রচয়িতা হলেন—
ক) গ্যাটে খ) শেলী গ) বায়রন ঘ) শেক্সপিয়ার

২৫. ড. মুহাম্মদ ইউনূস কত সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জন করেন?
ক) ২০০৪ খ) ২০০৫ গ) ২০০৬ ঘ) ২০০৭

২৬. বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম কী?
ক) রূপবান খ) মুখ ও মুখোশ
গ) আসিয়া ঘ) রাজধানীর বুকে

২৭. আল মাহমুদের বিখ্যাত রচনা সোনালী কাবিন হলো—
ক) উপন্যাস খ) ছোট গল্প গ) কবিতা ঘ) মহাকাব্য

২৮. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কে বলেছেন?
ক) বিদ্যাপতি খ) চণ্ডীদাস
গ) বিবেকানন্দ ঘ) রামকৃষ্ণ পরমহংস

২৯. জসিম উদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) সোজন বাদিয়ার ঘাট খ) নকশী কাঁথার মাঠ
গ) বালুচর ঘ) রাখালী

৩০. 'বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না' কোন বিখ্যাত লেখকের উক্তি?
ক) ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ খ) সৈয়দ মুজতবা আলী
গ) ড. কাজী মোতাহার হোসেন ঘ) মীর মশাররফ হোসেন

৩১. মৌলিক রং কী কী?
ক) লাল, হলুদ ও নীল খ) লাল, হলুদ ও সবুজ
গ) কমলা, হলুদ ও সবুজ ঘ) লাল, হলুদ ও কমলা

৩২. বিখ্যাত সুরকার ও সংগীত পরিচালক ওস্তাদ জাকির হোসেন ছিলেন একজন—
ক) সেতার বাদক খ) সরোদ বাদক
গ) তবলা বাদক ঘ) বেহালা বাদক

৩৩. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে—
ক) সিলেট জেলায় খ) পঞ্চগড় জেলায়
গ) মৌলভীবাজার জেলায় ঘ) কক্সবাজার জেলায়

৩৪. 'ওয়ানগালা' উৎসব কাদের?
ক) গারো খ) চাকমা গ) মারমা ঘ) সাঁওতাল

৩৫. 'সব কটা জানালা খুলে দাও না'-এর গীতিকার কে?
ক) আলতাফ মাহমুদ খ) নজরুল ইসলাম বাবু
গ) মুনীর চৌধুরী ঘ) ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

B1-ইউনিট	
৩.	খ
৪.	ঘ
৫.	খ
৬.	খ
৭.	গ
৮.	ঘ
৯.	গ
১০.	গ
১১.	খ
১২.	গ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	খ
১৬.	গ
১৭.	গ
১৮.	খ
১৯.	ঘ
২০.	ক
২১.	ঘ
২২.	খ
২৩.	খ
২৪.	ঘ
২৫.	গ
২৬.	খ
২৭.	গ
২৮.	খ
২৯.	ঘ
৩০.	খ
৩১.	ক
৩২.	গ
৩৩.	গ
৩৪.	ক
৩৫.	খ

হাঙ্গেরির আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট

৩৬. নিচের কোনটি জয়নুল আবেদীনের চিত্রকর্ম?
ক) দুর্ভিক্ষ খ) সংগ্রাম গ) মাইটানা ঘ) সবগুলোই

৩৭. বাংলা চলচ্চিত্রের জনক কে?
ক) আমজাদ হোসেন খ) খান আতাউর রহমান
গ) সত্যজিৎ রায় ঘ) হীরালাল সেন

৩৮. ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক) যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কিউবা
খ) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কিউবা
গ) মেক্সিকো, কিউবা, কানাডা
ঘ) যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা

৩৯. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষা পৃথিবীর কততম ভাষা?
ক) ৫ম খ) ৬ষ্ঠ গ) ৭ম ঘ) ৮ম

৪০. চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী প্রধান মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম কী?
ক) উইঘুর খ) তুর্কমেন গ) তাজিক ঘ) কাজাখ

৪১. বৃষ্টির পানিতে থাকে—
ক) ভিটামিন-এ খ) ভিটামিন-বি
গ) ভিটামিন-সি ঘ) ভিটামিন-ডি

৪২. অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটির শিল্পী হলেন—
ক) আব্দুর রাজ্জাক খ) হামিদুজ্জামান
গ) নভেরা আহমদ ঘ) সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ

৪৩. সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়—
ক) ১৯৮২ সালে খ) ১৯৮৫ সালে
গ) ১৯৮৪ সালে ঘ) ১৯৮৩ সালে

৪৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়?
ক) ১২তম খ) ১৩তম গ) ১৪তম ঘ) ১৫তম

৪৫. বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ চর্যাপদ রচনা শুরু হয় কোন সময়ে?
ক) শশাংকের আমলে খ) পাল আমলে
গ) সেন আমলে ঘ) সুলতানী আমলে

৪৬. 'গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না' গানটির রচয়িতা—
ক) শাহ্ আব্দুল করিম খ) হাসন রাজা
গ) লালন শাহ ঘ) সিরাজ শাহ

৪৭. FIFA প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক) ১৯২০ খ) ১৯২৫ গ) ১৯৩০ ঘ) ১৯৩৫
[Note: সঠিক উত্তর, ২১ মে ১৯০৪ প্রতিষ্ঠিত হয়]

৪৮. কোন নেতা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
ক) তিতুমীর খ) সৈয়দ আহমদ
গ) দুদু মিয়া ঘ) হাজী শরিয়তউল্লাহ

৪৯. দূষিত বাতাসের কোন গ্যাসটি মানবদেহে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা খর্ব করে?
ক) কার্বন ডাইঅক্সাইড খ) কার্বন মনোক্সাইড
গ) নাইট্রিক অক্সাইড ঘ) সালফার ডাইঅক্সাইড

৫০. গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বাংলাদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে কোন ক্ষেত্রে?
ক) বৃষ্টিপাত খ) তাপমাত্রা
গ) নদীর গতিপথ ঘ) নিম্নভূমি

B2-ইউনিট
আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ ও পালি অনুষদ

১. জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা কয়টি?
ক) ৬ খ) ৮ গ) ১০ ঘ) ১২

২. মৌমাছির চাষ হলো—
ক) এপিকালচার খ) সেরিকালচার
গ) হর্টিকালচার ঘ) পিসিকালচার

৩. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (www) জনক বলা হয় কাকে?
ক) টমলিনসন খ) ফ্রেড কোহেন
গ) টিমোথি জন বার্নার্স লি ঘ) গুগলিয়েলমো মার্কোনি

৪. জাতীয় পতাকা ১৯৭১ সালে কোন তারিখে প্রথম উত্তোলিত হয়?
ক) ২ মার্চ খ) ৩ মার্চ গ) ৭ মার্চ ঘ) ২৬ মার্চ

৫. আধুনিক ফুটবল খেলার উৎপত্তি কোথায়?
ক) ফ্রান্সে খ) ব্রাজিলে
গ) ইংল্যান্ডে ঘ) হল্যান্ডে

৬. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'-এ গানের গীতিকার কে?
ক) আবদুল লতিফ খ) আসাদ চৌধুরী
গ) আবদুল গাফফার চৌধুরী ঘ) আলতাফ মাহমুদ

৭. 'চট্টগ্রাম' প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) গৌড় খ) হরিকেল গ) পুণ্ড্র ঘ) তাম্রলিপ্ত

৮. 'প্রান্তিক হ্রদ' কোন জেলায় অবস্থিত?
ক) রাঙ্গামাটি খ) বান্দরবান
গ) কক্সবাজার ঘ) সিলেটে

৯. কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশিত হয়—
ক) ৪ মে ১৯৭২ খ) ৫ ডিসেম্বর ২০২৪
গ) ১ জানুয়ারি ২০২৫ ঘ) ২ জানুয়ারি ২০২৫
[Note : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ জাতীয় কবি ঘোষণার গেজেট প্রকাশিত হয়।]

১০. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয়—
ক) ১৯৭৩ সালে খ) ১৯৭৪ সালে
গ) ১৯৭৬ সালে ঘ) ১৯৭৭ সালে

১১. মরমী কবি বলা হয় কাকে?
ক) হাসন রাজা খ) লালন শাহ
গ) জসিমউদ্দীন ঘ) নজরুল ইসলাম

১২. ডেঙ্গুজ্বরের বাহক কোন মশা?
ক) অ্যাডিস মশা খ) কিউলেক্স মশা
গ) আনোফিলিস মশা ঘ) সব ধরনের মশা

১৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোন জেলায়?
ক) ভোলা খ) খুলনা গ) বরিশাল ঘ) চট্টগ্রাম

১৪. ই-মেইল পদ্ধতি চালু করেন কে?
ক) টিমোথি জন বার্নার্স-লি খ) রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন
গ) স্টিভ জবস ঘ) জন ভন নিউম্যান

১৫. বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় কোন সালে?
ক) ১৯১১ সালে খ) ১৯১২ সালে
গ) ১৯১৪ সালে ঘ) ১৯১৭ সালে

B1-ইউনিট	
৩৬.	ঘ
৩৭.	ঘ
৩৮.	ঘ
৩৯.	গ
৪০.	ক
৪১.	খ
৪২.	ঘ
৪৩.	খ
৪৪.	ঘ
৪৫.	খ
৪৬.	ক
৪৭.	Note
৪৮.	ঘ
৪৯.	খ
৫০.	ঘ
B2-ইউনিট	
১.	ক
২.	ক
৩.	গ
৪.	ক
৫.	গ
৬.	গ
৭.	খ
৮.	খ
৯.	Note
১০.	খ
১১.	ক
১২.	ক
১৩.	ক
১৪.	খ
১৫.	ক

হাঙ্গেরির আইনসভার সদস্য সংখ্যা ১৯৯ জন

www.abswer.com

১৬. যকৃতের রোগ কোনটি?
ক) হাম খ) কলেরা গ) টাইফয়েড ঘ) জন্ডিস

১৭. বেলফোর ঘোষণা কোন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত?
ক) ফিলিস্তিন খ) তুরস্ক
গ) ইসরায়েল ঘ) আজারবাইজান

১৮. ফুটবলের রাজপুত্র কাকে বলা হয়?
ক) ম্যারাডোনা খ) মেসি গ) পেলে ঘ) রোমারিও

১৯. অর্থনীতিতে জনসংখ্যা তত্ত্বটির প্রবক্তা কে?
ক) এডাম স্মিথ খ) অমর্ত্য সেন
গ) কার্ল মার্কস ঘ) রবার্ট ম্যালথাস

২০. কোন দেশটি জি-৭ সদস্য?
ক) চীন খ) জাপান
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) তুরস্ক

B2-ইউনিট	
১৬.	ঘ
১৭.	গ
১৮.	ক
১৯.	ঘ
২০.	ঘ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট : সি (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও আইবিএ)

১. নিচের কোন সংস্থাটি পরিবেশ ইস্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক) IPCC খ) MIGA গ) WMO ঘ) OIC

২. মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায়—
ক) ১৯৭৮ খ) ১৯৬২ গ) ১৯৮৬ ঘ) ১৯৮২

৩. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে করমুক্ত আয়ের সীমা কত (সাধারণ পুরুষ)?
ক) ২৫,০০০ খ) ৩,০০,০০০
গ) ৩,৫০,০০০ ঘ) ৪,০০,০০০

৪. রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস—
ক) খাজনা খ) ভ্যাট গ) শুল্ক ঘ) কর

৫. ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের প্রভাব—
ক) আমদানি-রপ্তানি উভয়ই কমবে খ) আমদানি কমবে
গ) রপ্তানি কমবে ঘ) কোনটিই নয়

৬. জীবন রক্ষাকারী ঔষধের চাহিদা (মূল্য ভিত্তিক)—
ক) স্থিতিস্থাপক খ) চরম স্থিতিস্থাপক
গ) চরম অস্থিতিস্থাপক ঘ) অস্থিতিস্থাপক

৭. গ্রিন ফাইনান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকল্প কোনটি?
ক) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প
খ) ভবনের দেয়াল ও ছাদ গ্লাস দিয়ে নির্মিত
গ) প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প
ঘ) বায়ু টারবাইন প্রকল্প

৮. Compiler এর কয়টি অংশ?
ক) ৮ খ) ৪ গ) ২ ঘ) ৬

৯. কোন দেশ অতীতে কখনই অন্য দেশের উপনিবেশ ছিল না?
ক) মায়ানমার খ) মালয়েশিয়া
গ) ইন্দোনেশিয়া ঘ) থাইল্যান্ড

১০. কোন অতি বেগুনি রশ্মি বেশি ক্ষতিকর?
ক) ইউভি-বি খ) ইউভি-সি
গ) ইউভি-এ ঘ) ইউভি-ডি

১১. লেবানন এবং ইসরাইলের মধ্যে সীমান্ত রেখার নাম—
ক) র‍্যাডক্লিফ লাইন খ) গ্রিন লাইন
গ) ডুরান্ড লাইন ঘ) ব্লু লাইন

১২. একটি ভলিবল টীমে কতজন খেলোয়াড় থাকে?
ক) ৯ জন খ) ৬ জন গ) ৮ জন ঘ) ৭ জন

১৩. ফুলকপিতে কোন ধরনের ভিটামিন থাকে?
ক) ভিটামিন-ডি খ) ভিটামিন-এ
গ) ভিটামিন-সি ঘ) ভিটামিন-বি

[Note: ফুলকপিতে 'ভিটামিন সি' সর্বাধিক পরিমাণ থাকে। এছাড়া সামান্য পরিমাণ 'ভিটামিন বি' এবং 'ভিটামিন কে' থাকে।]

১৪. কোন ঋতুতে বাতাসে শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে?
ক) বসন্তকালে খ) গ্রীষ্মকালে
গ) শীতকালে ঘ) বর্ষাকালে

১৫. FDDI কোন ধরনের টপোলজি ব্যবহার করে?
ক) Ring খ) Star গ) Bus ঘ) Tree

১৬. DMA-এর পূর্ণরূপ—
ক) Direct Module Access
খ) Direct Memory Access
গ) Detect Memory Access
ঘ) Direct Memory Allocation

১৭. কম্পিউটার সফটওয়্যার হলো—
ক) Application Program খ) Operating System
গ) Packaged Program ঘ) সবগুলো

১৮. বেশিরভাগ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন 'Ctrl+Z' কি করে?
ক) Undo খ) Copy গ) Paste ঘ) Redo

১৯. একটি ডোমেইনের নামের এক্সটেনশন কোনটি?
ক) exe খ) doc গ) com ঘ) pdf

২০. ইমেইল পাঠানোর জন্য কোন প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়?
ক) SMTP খ) HTTP গ) FTP ঘ) IP

২১. প্রোগ্রামের ভুলকে বলা হয়—
ক) Bugs খ) Wrong গ) Errors ঘ) Mistake

২২. নেটওয়ার্ক কার্ডের ৪৮ বিটের ক্রমিক নম্বর হলো—
ক) NIC খ) MAC গ) Modem ঘ) USB

২৩. New Collegiate একটি—
ক) Institution খ) Television
গ) Robot ঘ) Dictionary

২৪. ফিশিং (Phishing) কী?
ক) ডাটা পুনরুদ্ধারের প্রযুক্তি
খ) সফটওয়্যার সিকিউরিটি পরীক্ষা করার পদ্ধতি
গ) ইন্টারনেট গতি বাড়ানোর উপায়
ঘ) ব্যক্তিগত তথ্য চুরির জন্য সাইবার আক্রমণ

২৫. 'গ্রোক ৩' এর প্রবর্তক—
ক) স্টিভ জবস্ খ) ইলন মাস্ক
গ) বিল গেটস ঘ) গুগল

২৬. কোন মহাকাশযান সুনিতা উইলিয়ামসকে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে নিয়ে যায়?
ক) এপোলো খ) স্পেস সাটল
গ) ড্রাগন ঘ) স্যায়জ

রাজশাহী বি. ইউনিট-সি	
১.	ক
২.	ঘ
৩.	গ
৪.	ঘ
৫.	খ
৬.	ঘ
৭.	ঘ
৮.	ঘ
৯.	ঘ
১০.	খ
১১.	ঘ
১২.	খ
১৩.	Note
১৪.	ঘ
১৫.	ক
১৬.	খ
১৭.	ঘ
১৮.	ক
১৯.	গ
২০.	ক
২১.	ক
২২.	খ
২৩.	ক
২৪.	ঘ
২৫.	খ
২৬.	খ

হাঙ্গেরির প্রথম প্রেসিডেন্ট Matyas Szuros

www.abswer.com

সৃষ্টিতে দীপ্তিমান রবীন্দ্রনাথ-নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

(জন্ম : ইংরেজি ২৪ মে ১৮৯৯, বাংলা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)

৬ জানুয়ারি ১৯২২ 'বিজলী পত্রিকায়' ছাপা হয়েছিল একটি অসামান্য কবিতা। কবিতাটি প্রকাশনার ওইদিন বিজলী পত্রিকা পরপর দুইবার ছাপতে হয়েছিল, যার সংখ্যা ছিল ২৯,০০০। মুজাফফর আহমদের কাছ থেকে জানা যায়, সেদিন কমপক্ষে দুই লাখ মানুষ কবিতাটি পড়েছিল, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। এই কবিতার বদৌলতে নজরুল পরিণত হয় 'বিদ্রোহী কবি'তে। 'বিদ্রোহী কবি' উপাধি দেন প্রমথ চৌধুরী। ২২ অক্টোবর ১৯২২ ধূমকেতু পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের পর প্রমথ চৌধুরী এই উপাধি দেন।

জাতীয় কবির মর্যাদা

১০ ডিসেম্বর ১৯২৯ অবিভক্ত ভারতের কলকাতার এলবার্ট হলে সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, এস. ওয়াজেদ আলী, দীনেশ চন্দ্র দাশসহ বহু বরেণ্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে 'জাতীয় কাণ্ডারী' এবং 'জাতীয় কবি' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২৪ মে ১৯৭২ কলকাতা থেকে সরকারি উদ্যোগে কবিকে সপরিবারে ঢাকায় আনা হয় এবং বঙ্গভবনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি তাকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে অভিহিত করেন। এরপর ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ কাজী নজরুলকে 'জাতীয় কবি' স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ কবি নজরুলকে জাতীয় কবি হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ গেজেট আকারে প্রকাশ পায়।

নজরুল সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম-এর রচিত গানের সমগ্র সংকলনকে সাধারণভাবে নজরুল সংগীত নামে অভিহিত করা হয়। ১৯২৪-১৯২৬ সালের মধ্যে নজরুল বেশ কিছু উদ্দীপনামূলক গান রচনা করেন। নজরুলের প্রথম সংগীত সংকলন হিসেবে 'বুলবুল' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯২৬ সালের শেষ দিকে তিনি গজল রচনা শুরু করেন। ১৯৩১ সালে তার লেখা, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে, এলো খুশির ঈদ' গানটা উপমহাদেশের প্রতিটা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে সমর্থ হয়। নজরুলের রচিত গানের সন্ধান কালানুক্রমে সাজাতে গেলে বড় পরিসরে দুটি ভাগে পাওয়া যায়। ভাগ দুটি হলো— ক. লেটো পর্ব (১৯১০-১৯১২ সাল) খ. লেটোত্তর পর্ব (১৯২০-১৯৪২ সাল)।

রণ সংগীত

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬ নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' সংগীতকে বাংলাদেশ পদাতিক বাহিনীর রণসংগীত হিসেবে প্রচলন করা হয়। এই গানের সুরকার কবি নিজেই। সামরিক ব্যান্ডে কম্পোজ করেন সুবেদার মেজর বাশার।

বাংলায় আগমন

পূর্ব বাংলায় কাজী নজরুল ইসলাম বারবার এসেছেন। নজরুল ইসলাম প্রথম এদেশে আসেন ১৯১৪ সালে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নজরুল পূর্ববঙ্গ প্রথম সফর করেন ১৯২০ সালে। তার সফরসঙ্গী ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। নজরুল জীবদ্দশায় সফর করেন বর্তমান বাংলাদেশের সর্বমোট ২৬টি জেলায়। সর্বশেষ কবি নজরুল ২৪ মে ১৯৭২ বাংলাদেশে আসেন। সঙ্গী হিসেবে ছিলেন কবির বড় ছেলে কাজী সব্যসাচী ও তার স্ত্রী উমা কাজী, ছোট ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ ও তার স্ত্রী কল্যাণী কাজী এবং তাদের সন্তানেরা। ঢাকায় আসার পর কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় তার জন্য নির্ধারিত বাসা ধানমন্ডিতে এবং সেখানেই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বসবাস করেন তিনি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইনস্টিটিউট

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট হলো কবির স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ কবিভবনে সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান।

সমাধি

কাজী নজরুল ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ মৃত্যুবরণ করেন। তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

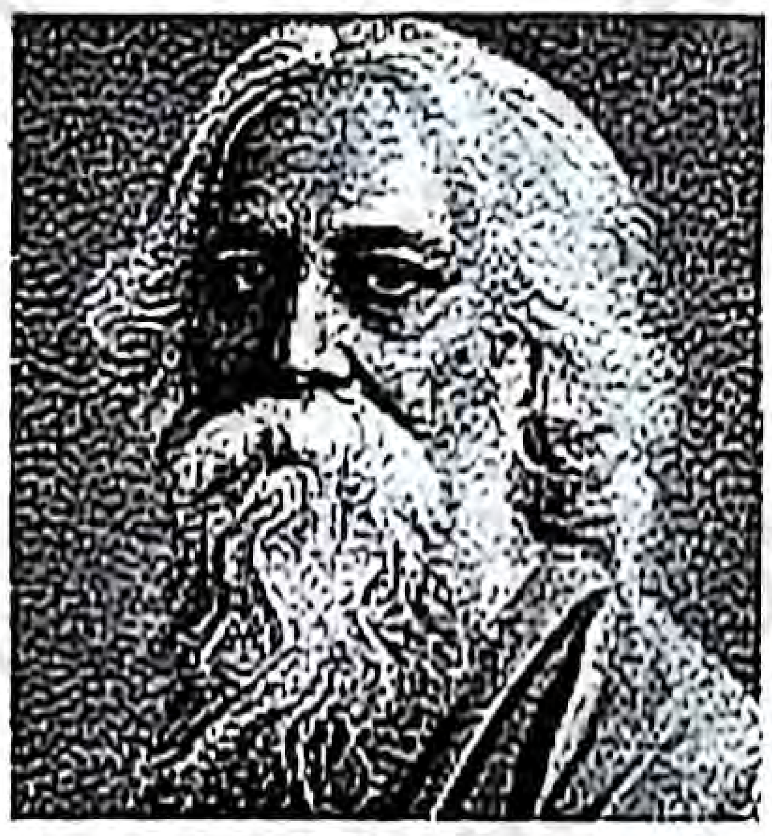

(জন্ম : ইংরেজি ৭ মে ১৮৬১, বাংলা ২৫ বৈশাখ ১২৬৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এইজন্য তাকে 'বিশ্বকবি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তার 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর থেকে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম 'বিশ্বকবি' অভিধায় অভিষিক্ত করেন পন্ডিত রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি নিজের সম্পাদিত পত্রিকা 'সোফিয়া'তে ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি সম্বোধন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

দুই দেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা

'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' এই গানটি (ভারতের জাতীয় সংগীত) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎসম বাংলা ভাষায় রচনা করেন। ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতের স্বীকৃতি লাভ করে এ রচনার প্রথম স্তবকটি। এছাড়াও শ্রীলংকার জাতীয় সংগীতের রচনা 'শ্রীলংকা মাতা' গানের রচয়িতা সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে শ্রীলংকার খ্যাতিমান সংগীত ব্যক্তিত্ব আনন্দ সামারাকুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়ে গানটি লেখেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত

'আমার সোনার বাংলা' গানটি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়। ৭ আগস্ট ১৯০৫ কলকাতা টাউন হলে একটি প্রতিবাদ সভায় এই গান প্রথম গাওয়া হয়। ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'জীবন থেকে নেওয়া'তে এই গান ব্যবহৃত হয়। প্রথম মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার এই গানকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় গানটির যন্ত্রসুর করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সুরকার অজিত রায়। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন হলে এর ৪.১ অনুচ্ছেদে 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম ১০ চরণ (মোট ২৫ চরণ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলাদেশে দিনগুলো

১৮৮৮ থেকে ১৯৩৭ এই সময়ে বহুবার পূর্ববঙ্গে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন ১৮৮৮ সালে। তাদের পরিবারের জমিদারির অঞ্চল ছিল পাবনার (বর্তমানের সিরাজগঞ্জ জেলা) শাহজাদপুর, নওগাঁর পতিসর ও কুষ্টিয়ার শিলাইদহ। তিনি ঢাকায় আসেন দুবার। প্রথমবার ২৯ মে ১৮৯৮ (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) আসেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ১০ম অধিবেশনে যোগ দিতে। দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন ১৯২৬ সালে ৯ দিনের সফরে। তার সফরসঙ্গী ছিলেন ছেলে রথীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সংগীতের প্রধান স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র সহযোগী কালীমোহন ঘোষ, ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্পে তুচ্চি। পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথ শেষ আসেন ১৯৩৭ সালে পুণ্যাহ উৎসব উপলক্ষে। এ বাংলায় বসেই তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি।

নোবেল জয়

গীতাঞ্জলির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯১২ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়ান সোসাইটির উদ্যোগে ছাপা হয় সাতশো পঞ্চাশ কপি, যার মধ্যে আড়াইশো কপি ছিল বিক্রির জন্য। বাকি পাঁচশত বিতরণ করা হয় বিশিষ্টজনদের মধ্যে। দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে ম্যাকমিলান কোম্পানি, সেটি ছিল বাণিজ্যিক প্রকাশনা। সেই সংস্করণের জন্য ডব্লু বি ইয়েটস একটি হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখে দেন। গীতাঞ্জলি খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির একটি গ্রন্থ, ১০৩টি কবিতার সংকলন। গীতাঞ্জলির ইংরেজি নাম Song Offerings। কবিতাগুলো অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ বেশ স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। আক্ষরিক নয় বরং ভাবানুবাদের ওপরই জোর দিয়েছেন বেশি। ১৩ নভেম্বর ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

রবীন্দ্র সংগীত

রবীন্দ্র সংগীত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল জীবনের এক বিশেষ দিক। কারো কারো মতে ১৮৭৫ সালে ১৪ বছর বয়সে তার গান রচনার সূচনা। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গান কোনটি তা নিয়ে অবশ্য নানা মত রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গান। জীবনের শেষ জন্মদিনের জন্য তিনি রচনা করেন 'হে নতুন, দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' গানটি। তার গানের সংখ্যা ২২৩২ এবং সেগুলি অখণ্ড গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর গবেষণার একটি আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০১৭ সালে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পতিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট।

সমাধি

৭ আগস্ট ১৯৪১ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হুগলি নদীর তীরে কলকাতার বিডন স্ট্রিট এলাকায় অবস্থিত নিমতলা মহাশ্মশান ঘাটে রক্ষিত তার দেহস্মৃতি।

তথ্যকোষে রূপক কথা

পর্ব-৬

রিং অব ফায়ার

রিং অব ফায়ার হলো প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্ত বরাবর ২৫,০০০ মাইল বিস্তৃত একটি ঘোড়ার নালের আকৃতির এলাকা যেখানে তীব্র আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্প কার্যকলাপ ঘটে। এটি একটি বৃত্ত যা নিউজিল্যান্ড থেকে এশিয়ার পূর্ব প্রান্ত বরাবর উত্তর দিকে, তারপর পূর্বে আলাস্কার আলেউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণে বিস্তৃত। রিং অফ ফায়ারে ৪৫২টি আগ্নেয়গিরির সমন্বয়ে এমন কিছু আগ্নেয়গিরি রয়েছে যা অন্যদের তুলনায় বেশি বিখ্যাত।

ডার্ক মানি

ডার্ক মানি (Dark Money) অর্থ কালো টাকা। অর্থাৎ কিছু গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব দাতাদের নাম প্রকাশ না করেই নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টায় অর্থ ব্যয় করে। এ অর্থকে ডার্ক মানি বলা হয়।

প্যারাডাইম শিফট

প্যারাডাইম শব্দটি এসেছে গ্রীক থেকে। 'প্যারাডাইম শিফট' শব্দটি প্রথম চালু করেন বিখ্যাত লেখক থমাস কুন তার কালজয়ী বই 'দি স্ট্রাকচার অব সায়েন্টিফিক রিভ্যুলুশনে'। এটি প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক শব্দ হিসেবে চালু হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি আমাদের প্রচলিত শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেখানে প্যারাডাইম বলতে কোনো ধরনের মডেল, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, ধারণা, দৃষ্টান্ত, কোনো রেফারেন্সের ফ্রেমওয়ার্ক ইত্যাদি বিষয় বোঝানো হয়। খুব সাদামাটাভাবে দেখলে আমরা নিজেদের যে চোখে বা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই পৃথিবীকে দেখি (চোখের দেখা নয়) সেটাই হলো আমাদের প্যারাডাইম। আর যখন আমাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির বা বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে প্যারাডাইম শিফট বলে।

ব্রেন রট

Brain Rot এ 'ব্রেন' অর্থ মস্তিষ্ক, 'রট' মানে পচন। যখন একটানা তুচ্ছ বা বুদ্ধিহীন কোনো কাজ করে, যেখানে আপনার মস্তিষ্কের ব্যবহার নেই বললেই চলে, তখন আপনার মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার অবনতি ঘটে। সেই অবস্থাকেই বলা হয় ব্রেন রট। মার্কিন লেখক হেনরি ডেভিড থরো শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

প্যানিক অ্যাটাক

প্যানিক অ্যাটাক (Panic Attack) হলো হঠাৎ তীব্র ভয় এবং অস্বস্তির সময়কাল যার মধ্যে বুক ধড়ফড়, অন্যথায় দ্রুত, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, ঘাম, বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট, কাঁপুনি, মাথা ঘোরা, অসাড়তা, বিভ্রান্তি অথবা আসন্ন ধ্বংসের অনুভূতি বা নিয়ন্ত্রণ হারানো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্যানিক অ্যাটাক যে কারো যেকোনো সময় হতে পারে। সেটি হলেই এটা ডিজঅর্ডার না। তবে ঘনঘন যখন প্যানিক অ্যাটাক হতে থাকে তখন সেটাকে প্যানিক ডিজঅর্ডার বলা হয়।

ডার্ক ওয়েব

ডার্ক ওয়েব (Dark web) হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের একটি অংশ, যা ডার্ক নেটে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ইন্টারনেটের ৫-৬ % জুড়ে ডার্ক নেটের ব্যাপ্তি। উন্মুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে এটি এক প্রকার লুকায়িত নেটওয়ার্ক। এতে প্রবেশ করতে নির্দিষ্ট সফটওয়্যার, কনফিগারেশন বা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এ নির্দিষ্ট সফটওয়্যারকেই ডার্ক ওয়েব বলা হয়। ডার্ক ওয়েব মূলত 'ডিপ ওয়েব'-এর একটি অংশ। ডার্ক ওয়েবে নির্দিষ্ট শর্তে সবাই প্রবেশ করতে পারলেও, 'ডিপ ওয়েব'-এ সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না।

ল্যান্ড জিহাদ

ল্যান্ড জিহাদ শব্দটি একটি বিতর্কিত ও রাজনীতিকরণকৃত পরিভাষা, যা মূলত ভারতে ব্যবহার হয়। এই ধারণা অনুসারে, কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী (সাধারণত মুসলিম সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করা হয়) পরিকল্পিতভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জমি ক্রয় করে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে- এই রকম একটি অভিযোগ বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

সেলিব্রাপিলস

ক্রিকেটে বোলার যখন বোলিংয়ের পর উদযাপন করার সাথে আউটের আবেদন করে তাকে 'সেলিব্রাপিলস' বলা হয়। '৭ নেটওয়ার্ক' এ ধরনের আচরণের নাম দেয় 'সেলিব্রাপিলস'। ব্যাটসম্যানের প্যাডে বল লাগলেই একই সঙ্গে উদ্‌যাপন ও আবেদন করতে করতে দৌড়াতে থাকেন বোলার। আম্পায়ারের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন মনে করেন না। তার 'ভাবখানা' দেখে মনে হয়, ব্যাটসম্যান নিশ্চিত আউট হয়েছে।

নোট ভার্বাল

নোট ভার্বাল (Note Verbale) হলো এক সরকারের কাছ থেকে অন্য সরকারের কাছে কূটনৈতিক যোগাযোগ, যা একে অপরের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পাঠানো হয়। অন্যান্য অনেক কূটনৈতিক শব্দের মতো, নোট ভার্বালও ফরাসি শব্দ এবং এর আক্ষরিক অর্থ হলো মৌখিক নোট, কারণ এটি প্রাপকের কাছে মৌখিকভাবে পৌছে দেওয়া হয়।

বাংলা শেখার পাঠশালা

বৃহত্তম কিন্তু দীর্ঘতম নয়

❖ বৃহত্তম = দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সব মিলিয়ে বড়। সংস্কৃত বৃহত্তম (বৃহৎ + তমট্) অর্থ (বিশেষণ) সবচেয়ে বড়ো, বিশালতম। যেমন— জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ সিঙ্গাপুর। অধিবাসীর মধ্যে ধনীর শতকরা হার বিবেচনায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ মোনাকো।

❖ দীর্ঘতম = শুধু দৈর্ঘ্যে বড়। দীর্ঘতম কথার অর্থ হচ্ছে— সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে দূর, সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে দীর্ঘ প্রভৃতি। কোনো কিছু দীর্ঘতম হলে বৃহত্তম হবে কিংবা বৃহত্তম হলে যে দীর্ঘতম হবে তা নয়। যেমন— পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়া, কিন্তু পৃথিবীর দীর্ঘতম দেশ চিলি। দীর্ঘ, লম্বা, উচ্চতা প্রভৃতি দৈর্ঘ্য শব্দের সমার্থক।

এককথায় প্রকাশের ব্যতিক্রম

ইতিহাস রচনা করেন যিনি— ঐতিহাসিক।
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি— ইতিহাসবেত্তা।

যে নারীর হাসি সুন্দর— সুস্মিতা।
যে নারীর হাসি কুটিলতা বর্জিত— শুচিস্মিতা।

যা পূর্বে ছিল এখন নেই— ভূতপূর্ব।
যা পূর্বে কখনো হয় নি— অভূতপূর্ব।

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে— বর্ধিষ্ণু
যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে— ক্রমবিস্তার্যমান।

ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি— ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি— জিতেন্দ্রীয়।

অনুসন্ধান করার ইচ্ছা— অনুসন্ধিৎসা।
অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক যে— অনুসন্ধিৎসু।

ফল পাকলে যে গাছ মারা যায়— ওষধি।
যেসব গাছে থেকে ঔষধ প্রস্তুতি হয়— ঔষধি।

শব্দ

ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে, শব্দ হলো এমন একটি ধ্বনি সমষ্টি যা অর্থবোধক এবং উচ্চারণ যোগ্য। অর্থাৎ, যদি কোনো ধ্বনি সমষ্টির অর্থবোধকতা থাকে এবং তা উচ্চারণ করা যায়, তাহলে তাকে শব্দ বলা হয়। বাংলা ব্যাকরণ গঠন অনুসারে শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

❖ **মৌলিক শব্দ :** যেসব শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না এবং যার সঙ্গে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি বা উপসর্গ যুক্ত থাকে না, তাদের মৌলিক শব্দ বলে। যেমন— হাত, মুখ, নাক, তিন, ভাই, বোন, বই, লাল, গোলাপ, ফুল, গোলাম, আকাশ, নন্দ, মাছ, মা, বাবা, কর ইত্যাদি।

মনে রাখার কৌশল : হাত মুখ নাক ধুয়ে তিন ভাই বোন বই নিয়ে লাল গোলাপ ফুল হাতে আকাশ পানে চেয়ে কবিতা পড়ছে, স্কুল ফাঁকি দিয়ে কিছু দূর গিয়ে নদে মাছ ধরল তারা, বাড়ি ফিরে দেখল মা বাবা কর দিতে চলে গেছে।

❖ **সাধিত শব্দ :** যেসব শব্দ অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে তাদেরকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন— হিমালয়, রামায়ণ, চলন্ত, উপবন, শিক্ষক, ছাত্র, ঘরবাড়ি, গাছপালা ইত্যাদি।

মনে রাখার কৌশল : শিক্ষক ছাত্রদের রামায়ণ পড়াচ্ছেন, উপবন ও হিমালয়ের কাহিনিতে চলন্ত গাছপালার বর্ণনা দিলেন যেখানে ঘড়বাড়ি, বিদ্যালয় পানিতে ভাসছে।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার। যেমন—

❖ **প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ :** যে শব্দ ভাঙলে দুটি অংশ পাওয়া যায়, যার একটি অংশ ধাতু বা নামশব্দ এবং অন্যটি প্রত্যয়, তাকে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বলে। উদাহরণ: ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা, দোকান + দার = দোকানদার।

❖ **সমাসবদ্ধ শব্দ :** যে শব্দ একাধিক মৌলিক বা সাধিত শব্দ সহযোগে সংক্ষিপ্তভাবে গঠিত হয়, সেগুলোকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। উদাহরণ: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা। *(চলবে)*

সাহিত্যিকদের পৈত্রিক বাড়ি ও আবাসস্থল

নাম	জন্ম ও জন্মস্থান	পৈত্রিক নিবাস	মৃত্যু ও সমাধি
শামসুর রাহমান	২৩ অক্টোবর ১৯২৯ ঢাকার মাহুতটুলি	নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার পাড়াতলী গ্রামে	১৭ আগস্ট ২০০৬ বনানী কবরস্থান, ঢাকা
জীবনানন্দ দাশ	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ বরিশাল শহরে	মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর গাওপারা গ্রামে	২২ অক্টোবর ১৯৫৪ কলকাতার কেওড়াতলা শ্মশানঘাট
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার গঠিয়া গ্রামে	বগুড়া শহরের নিকটবর্তী চেলোপাড়ায়	৪ জানুয়ারি ১৯৯৭ দক্ষিণ বগুড়া কবরস্থান, বগুড়া
কাজী মোতাহার হোসেন	৩০ জুলাই ১৮৯৭ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে	ফরিদপুর জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে	৯ অক্টোবর ১৯৮১ বনানী কবরস্থান, ঢাকা
সেলিনা হোসেন	১৪ জুন ১৯৪৭ রাজশাহী শহরে	লক্ষ্মীপুর সদরের হাজিরপাড়া গ্রামে	—

হাঙ্গেরি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫

English Erudition

Dissection of idioms and phrase

Barking up the wrong tree

অর্থ : ভুল ধারণা পোষণ করা।

উৎপত্তি : এটি সেই শিকারি কুকুরদের থেকে এসেছে, যারা শিকারের পিছনে ছুটে গিয়ে ভুল গাছে ঘেউ ঘেউ করত। কুকুরগুলো ভাবত শিকার এখনো সেই গাছে আছে, যদিও শিকার ইতিমধ্যে অন্য জায়গায় সরে গেছে।

Turn a blind eye

অর্থ : উপেক্ষা করা।

উৎপত্তি : ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বীর, অ্যাডমিরাল হোরেশিও নেলসনের এক চোখ অন্ধ ছিল। একবার, ব্রিটিশ বাহিনী তাকে ডেনিশ নৌবহরের ওপর আক্রমণ থামানোর সংকেত দেয়, তিনি নিজের অন্ধ চোখে দূরবীন ধরে বলেন, 'আমি কোনো সংকেত দেখছি না।' এরপরও তিনি আক্রমণ চালিয়ে যান এবং বিজয়ী হন।

Bury the hatchet

অর্থ : দ্বন্দ্ব মিটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

উৎপত্তি : এটি উত্তর আমেরিকার প্রাচীন সময় থেকে এসেছে, যখন পিউরিটানদের সঙ্গে নেটিভ আমেরিকানদের সংঘর্ষ চলছিল। শান্তি আলোচনার সময়, নেটিভ আমেরিকানরা তাদের কুঠার, ছুরি, গদা এবং টমাহক মাটিতে পুঁতে রাখত। প্রকৃত অর্থেই অস্ত্র মাটিচাপা দেওয়া হতো, যাতে সেগুলো ব্যবহার করা না যায়।

Caught red-handed

অর্থ : কোনো ভুল কাজ করার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়া।

উৎপত্তি : এটি একটি প্রাচীন ইংরেজি আইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যেখানে বলা হয় যে কেউ যদি অন্যের পশু জবাই করে, তবে তাকে তখনই শাস্তি দেওয়া যাবে যখন তাকে পশুটির রক্তে রঞ্জিত হাতে ধরা যাবে।

Give a cold shoulder

অর্থ : কারও প্রতি অমার্জিত বা অসামাজিক আচরণ করা।

উৎপত্তি : এই বাক্যটির প্রথম ব্যবহার ১৮০০-এর দশকে দেখা যায়। এটি একটি পুরানো রীতি নির্দেশ করে, যেখানে অনাহূত অতিথিকে ঠান্ডা মাংস (মাটন, পর্ক বা বিফের কাঁধের অংশ) পরিবেশন করা হতো, আর প্রিয় অতিথিকে দেওয়া হতো গরম পরিবেশনা। এটি ছিল ভদ্রভাবে বোঝানোর একটি পদ্ধতি— 'তোমার যাওয়ার সময় হয়েছে।'

শব্দের খেলা

■ অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ মিলিয়ে দেওয়া হলে অন্য একটি নতুন শব্দ তৈরি হয় যার সাথে পূর্ববর্তী শব্দগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো–

Butter - মাখন	Fly - মাছি	Butterfly - প্রজাপতি
Con - প্রতারণা	Text - লেখা	Context - প্রসঙ্গ
Do - করা	Main - প্রধান	Domain - রাজ্য
Extra - অতিরিক্ত	Ordinary - সাধারণ	Extraordinary - অসাধারণ
Fore - সামনে	Cast - নিক্ষেপ করা	Forecast - পূর্বাভাস
House - বাড়ি	Wife - স্ত্রী	Housewife - গৃহিণী
Leg - পা	End - শেষ	Legend - কিংবদন্তি
Over - উপর	Look - দেখা	Overlook - উপেক্ষা করা
Rain - বৃষ্টি	Bow - ধনুক	Rainbow – রংধনু
Re - পুনরায়	Act - কাজ করা	React - প্রতিক্রিয়া দেখানো
Sign - চিহ্ন	Nature - প্রকৃতি	Signature - স্বাক্ষর
Star - তারা	Fish - মাছ	Starfish - তারামাছ
Super - অতিরিক্ত/উন্নত	Vision - দৃষ্টি	Supervision - তত্ত্বাবধান
Trans - পরিবর্তন/অতিক্রম	Late - দেরি	Translate - অনুবাদ করা
Under - নিচে	Mine - আমার/খনি	Undermine - দুর্বল করা

■ অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলোর শেষে s প্রত্যয় যুক্ত করলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এমন কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো–

Arm (বাহু)	Arms (অস্ত্র)
Beside (পাশে/নিকটে)	Besides (অধিকন্তু/তাছাড়া)
Crop (শস্য)	Crops (শস্যের প্রকারভেদ)
Corps (সৈন্যদল)	Corpse (মৃতদেহ)
Colour (রঙ)	Colours (পতাকা)
Corn (ভুট্টা)	Corns (পায়ের শিকল)
Custom (প্রথা)	Customs (শুল্ক)
Good (ভাল)	Goods (পন্য)
Iron (লোহা)	Irons (লোহার শিকল)
Manner (পদ্ধতি)	Manners (আচার-আচরন)
Return (ফিরে দেখা)	Returns (বিবরণী)
Sand (বালু)	Sands (মরুভূমি)
Sometime (একদা)	Sometimes (কখনও কখনও)
Water (পানি)	Waters (জলাশয়)
Wood (কাঠ)	Woods (বন)
Air (বাতাস)	Airs (অহংকার/গর্ব)
Work (কাজ)	Works (কারখানা/সাহিত্যকর্ম)
Letter (চিঠি/অক্ষর)	Letters (শিক্ষাগত যোগ্যতা)
Force (বল/শক্তি)	Forces (সেনাবাহিনী/বাহিনী)
Ground (মাটি)	Grounds (যুক্তি/ভিত্তি)

ম্যাথ মেডিসিন

পাটিগণিত

যখন বানর তৈলাক্ত বাশের মাথায় নির্দিষ্ট সময় উঠে এবং নির্দিষ্ট সময়ে নামে তখন,

টেকনিক : প্রয়োজনীয় সময় =

$$\left(\frac{\text{মোট দৈর্ঘ্য} - \text{নির্দিষ্ট সময় যতটুকু উঠে}}{\text{নির্দিষ্ট সময় যতটুকু উঠে} - \text{পরবর্তী সময়ে যতটুকু নামে}}\right) \times ২ + ১$$

■ একটি বানর ৯২ ফুট উঁচু একটি তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। বানরটি প্রথম মিনিটে ১২ ফুট ওঠে, কিন্তু দ্বিতীয় মিনিটে ৮ ফুট নেমে যায়। বাঁশের মাথায় উঠতে বানরটির কত মিনিট সময় লাগে?

প্রয়োজনীয় সময় =

$$\left(\frac{\text{মোট দৈর্ঘ্য} - \text{নির্দিষ্ট সময় যতটুকু উঠে}}{\text{নির্দিষ্ট সময় যতটুকু উঠে} - \text{পরবর্তী সময়ে যতটুকু নামে}}\right) \times ২ + ১$$

$$= \left(\frac{৯২ - ১২}{১২ - ৮}\right) \times ২ + ১ = \left(\frac{৮০}{৪}\right) \times ২ + ১$$

$= ৪১$ মিনিট **(উত্তর)**

বীজগণিত

টেকনিক : যখন n সংখ্যক p থাকে,

$$\sqrt{p\sqrt{p\sqrt{p\sqrt{p \ldots\ldots\ldots\ldots n}}}} = p^{(2^n - 1) \div p^n}$$

■ $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2 \ldots\ldots\ldots\ldots}}}} = ?$

এখানে, $n = 5, p = 2$

$$p^{(2^n - 1) \div p^n} = 2^{(2^5 - 1) \div 2^5} = 2^{(32 - 1) \div 32} = 2^{\frac{31}{32}} \text{ (Ans.)}$$

শূন্য বৃত্তান্ত

■ শূন্য থেকে শূন্য

কোনো কিছুর অনুপস্থিতি বোঝাতে আমরা শূন্য সংখ্যাটি ব্যবহার করি। ইংরেজিতে জিরো (zero) শব্দটি এসেছে ভেনিশিয় শব্দ জিরো থেকে যা আবার ইতালিয় জিফাইরো (zefiro) থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসে। ইতালীয় জিফাইরো শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'সাফাইর' বা 'সাফাইরা' থেকে যার অর্থ 'সেখানে কিছু ছিল না'। এই শব্দটি প্রথমে ভারতীয় সংস্কৃত শ্যূন্যোয়া শব্দ হতে অনুদিত হয়। ১৫৯৮ সালে ইংরেজি শব্দ জিরোর প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায়। শূন্য আবিষ্কার বহুকাল পূর্বে হলেও, গণিতে 'শূন্য' আবিষ্কার হয় ভারতবর্ষে। ভারতীয় উপমহাদেশের আর্যভট্ট '০' (শূন্য)-এর প্রথম ধারণা দেন। ব্রহ্মগুপ্ত শূন্য আবিষ্কার না করলেও উল্লেখযোগ্য গাণিতিক ব্যবহার দেখান এবং এই শূন্যকে ব্যাপকভাবে আলোচনার শীর্ষে নিয়ে আসেন। এই শূন্য সংখ্যাটি গণিতশাস্ত্রে এক মহারহস্য।

■ রহস্যময়ী আচরণে শূন্য

- শূন্য একটি নিরপেক্ষ সংখ্যা এবং স্থানধারক হিসেবে কাজ করে।
- শূন্য হচ্ছে সংখ্যারেখার কেন্দ্রবিন্দু।
- শূন্য হচ্ছে একটি মূলদ সংখ্যা।
- শূন্যের সাথে শূন্য যোগ, বিয়োগ, গুণ করলে শূন্য হয়।
- যেকোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অসংজ্ঞায়িত বা ∞ হয়।
- শূন্য কে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণেয় হয়।
- শূন্য একটি জোড় সংখ্যা
- শূন্যের পাওয়ার বা ঘাত শূন্য হলে তার মান ১ হয়। [$0^0 = 1$]

মনে রাখা প্রয়োজন, অসীম কিন্তু কোনো সংখ্যা নয়। ইহা কেবল একটি ধারণা মাত্র। অসীম বলতে কোনো কিছুর আসলে অস্তিত্ব নেই। তাই হিসাবের ক্ষেত্রে যেই জিনিসগুলোর মান অসীম (∞), তারা সবাই আসলে অসংজ্ঞায়িত।

কোনো কিছুর অনুপস্থিতিতে ব্যবলীয়নরা এই প্রতীক ব্যবহার করতো।

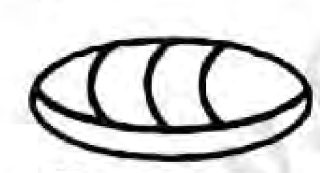

মায়ান সভ্যতায় কোন কিছুর অনুপস্থিতি বোঝাতে এই প্রতীক ব্যবহৃত হত।

■ শূন্যতার ধারণা থেকে 'শূন্য'

প্রায় ২,৩০০ বছর আগে সম্রাট অ্যালেকজান্ডার পারস্য জয় করার পর একদিন এসে পৌঁছুলেন সিন্ধু নদের তীরে। দেখলেন, জিমনোসোফিস্ট বলে ডাকা হয় এমন একজন নগ্ন সাধু একটি পাথরের ওপর বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'তুমি এখানে বসে কী করছো?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যালেকজান্ডার। 'শূন্যতাকে অনুভব করছি। কিন্তু তুমি কী করছো?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন জিমনোসফিস্ট।

'আমি বিশ্ব জয় করছি' জবাব দিলেন অ্যালেকজান্ডার। এরপর তারা দু'জনেই হেসে ফেললেন। দু'জনেই ভাবছিলেন, অন্য লোকটি কত বোকা এবং কীভাবে নিজের জীবনটাকে বরবাদ (শূন্য) করে দিচ্ছে।

পশ্চিমা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার জন্য এই গল্পটি বর্ণনা করেন খ্যাতিমান পৌরাণিক দেবদত্ত পট্টনায়ক।

দৈর্ঘ্যের এককসমূহ

১ কিলোমিটার (কিমি) = ১০০০ মিটার
১ হেক্টোমিটার (হেমি) = ১০০ মিটার
১ ডেকামিটার (ডেকামি) = ১০ মিটার

শব্দ কাহন | দেহঘড়ি

তথ্যপ্রযুক্তি

অনুপ্রেরণার কথা

রকমারি বিজ্ঞান

কৃষ্ণগহ্বর নামের উৎপত্তি

১৯৬৭ সালে মহাকর্ষীয় প্রবল আকর্ষণে নিজের ওপর পুরোপুরি চুপসে যাওয়া কোনো নক্ষত্র বোঝাতে মার্কিন পদার্থবিদ জন হুইলার ব্ল্যাক হোল শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপরই শব্দটি অন্যান্য বিজ্ঞানীর কাছেও জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এই শব্দের বাংলা করা হয় কৃষ্ণগহ্বর বা কৃষ্ণবিবর। তবে ইংরেজি ব্ল্যাক হোল শব্দটির উৎপত্তির সঙ্গে নবাব সিরাজউদদৌলার সম্পর্ক রয়েছে। কথিত আছে, ১৭৫৬ সালে ইংরেজদের সঙ্গে এক ঝামেলার কারণে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করে নেন নবাব সিরাজউদদৌলা। তারপর তার সেনার হাতে বন্দী ৬৪ জনকে একটি কুঠুরিতে আটকে রাখা হয়। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে সে রাতে ৪৩ জন মারা যায়। ইতিহাসে এ ঘটনাটি অন্ধকূপ হত্যা বা ব্ল্যাক হোল অব ক্যালকাটা নামে পরিচিত।

প্লাস্টিকের বোতল কতদিন ব্যবহার করবেন

দীর্ঘদিন একই প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তবে প্রতিটি প্লাস্টিকের বোতল বা পাত্রের নিচে তিনকোনা রিসাইক্লিং চিহ্নের মধ্যেই দেওয়া রয়েছে কোনো বোতল বা পাত্র কতবার ব্যবহার করা যাবে বা কতটা নিরাপদ হবে। যেমন— ১. ত্রিভুজের মধ্যে '১' লেখা থাকার অর্থ এ প্লাস্টিকের পাত্রগুলো মাত্র একবারই ব্যবহারযোগ্য। একবারের বেশি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যকর নয়। ২. ত্রিভুজের মধ্যে '২' থাকার অর্থ এগুলোতে খাবার বা কোনো রকম পানীয় রাখা একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। ৩. '৩' থাকার অর্থ খাবারের শক্ত মোড়ক এগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়। একবারের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। ৪. পাত্রের নিচে '৪' লেখা থাকার অর্থ এ ধরনের পাত্রে একাধিকবার পানীয় বা খাবার রাখা যেতে পারে। ৫. '৫' লেখা থাকার অর্থ এ ধরনের পাত্র ব্যবহার করা নিরাপদ। ৬. '৬' থাকার অর্থ এ জাতীয় তৈরি পাত্রে খাবার গরম করা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। ৭. ত্রিভুজের মধ্যে '৭' থাকার অর্থ এ ধরনের পাত্র ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা মানুষের সমস্যা সমাধানের মতো গুণাবলিকে কম্পিউটার বা মেশিনের মাধ্যমে অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

AI-এ প্রথম

বিশ্ব ➤ সিইও : মিকা (পোল্যান্ডের ডিকটেডর কোম্পানি)

- বিমান বালা : সামা ২.০ (কাতার এয়ারওয়েজ)
- শিশু : টং টং (চীন)
- সুন্দরী : কেনেজা লাইলি (মরক্কো)
- নারী সংবাদ পাঠিকা : জিন জিয়াওমেং (চীন)
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ছাপা পত্রিকা সংস্করণ : ইল ফোইও (ফ্রান্স)।

বাংলাদেশ ➤ সংবাদ উপস্থাপক : অপরাজিতা

- অনার্স কোর্স চালু করে : গ্রিন ইউনিভার্সিটি
- কমিক বুক : মানবজাতির গ্রহণ।

প্রযুক্তি শিল্পে মহিয়সী তিন নারী

বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার

অ্যাডা লাভলেস ছিলেন বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রন ও অ্যানা ইসাবেলা-বায়রনের কন্যা। যন্ত্রপাতির প্রতি তার দক্ষতা ও আগ্রহ অ্যাডাকে চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এনে দেয়। ব্যাবেজ ছিলেন 'অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন'-এর উদ্ভাবক। এ প্রকল্পে কাজ করার কারণে অ্যাডা লাভলেসকে 'বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার' হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইন্টারনেটের জননী

রেডিয়া পার্লম্যানকে 'ইন্টারনেটের জননী' বলে অভিহিত করা হয়। তিনি স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (STP) পেছনের অ্যালগরিদম উদ্ভাবন করেন। এ অ্যালগরিদম আজকের ইন্টারনেটকে সম্ভব করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রথম হোম কম্পিউটার ব্যবহারকারী

মেরি উইলকস একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার ছিলেন। ১৯৬৫ সালে নিজের বাড়িতে লিংক (ল্যাবরেটরি ইনস্ট্রুমেন্ট কম্পিউটার) কম্পিউটার ব্যবহারে বিশ্বের প্রথম হোম কম্পিউটার ব্যবহারকারী হিসেবে স্বীকৃতি পান।

Short Notes

Earthquake

An earthquake is a sudden and violent shaking of the ground caused by the movement of the Earth's crust. Earthquakes occur due to the movement of tectonic plates beneath the Earth's surface. The Earth's crust is divided into several large plates that constantly move. The movement sends out energy in the form of seismic waves, causing the ground to shake—this is an earthquake. The point inside the Earth where the earthquake starts is called the focus (or hypocenter). The point directly above it on the Earth's surface is known as the epicenter. Eartquakes can be classified into three types based on the depth of the sources : shallow (epicenter is within 70km of the earth's surface), intermediate (epicenter is 70-30 km) and deep earthquake (epicenter is boyound 300 km). Earthquakes are measured using a device called a seismograph. One of the most destructive earthquakes in history was the 2004 Indian Ocean earthquake, that occured on 26 December 2004 had a magnitude of 9.1–9.3. Another devastating example is the 2010 Haiti earthquake that occured on 13 January 2010. 28 March 2025 a powerful magnitude 7.7 earthquake struck near Mandalay, Myanmar's second-largest city, home to 1.2 million people. Bangladesh is highly vulnerable to major earthquakes due to its location at the juncture of tectonic plates and its proximity to active fault lines, with the capital Dhaka being particularly at risk.

Reciprocal Tariff

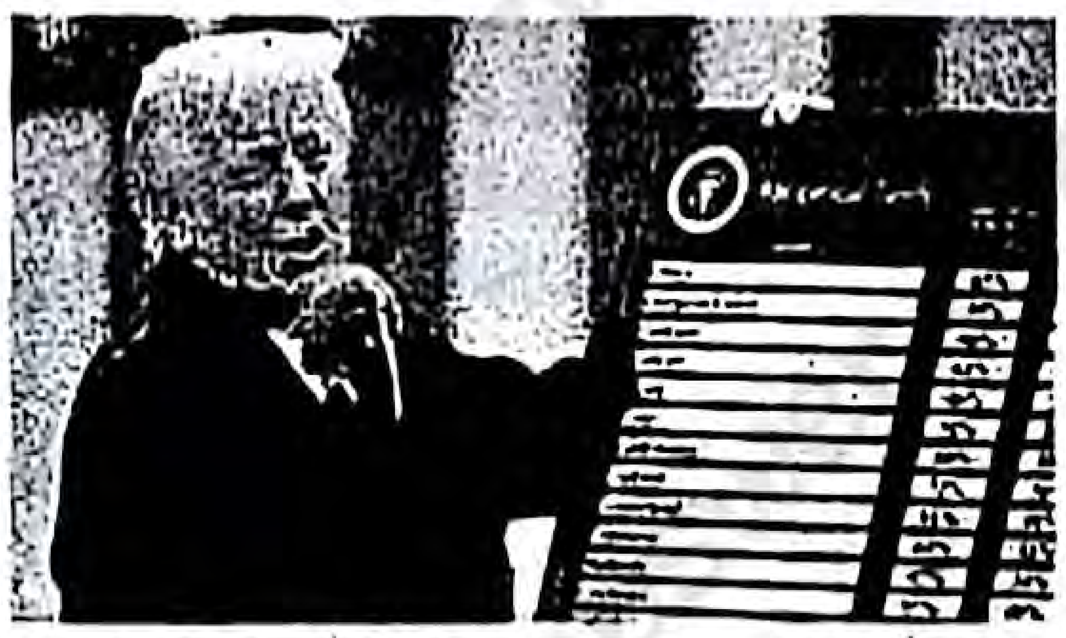

A reciprocal tariff is a trade policy approach where one country imposes tariffs (import taxes) on another country's goods at the same rate or level that the other country imposes on its exports. The principle behind reciprocal tariffs is to ensure fair and balanced trade, encouraging countries to reduce or match tariffs to maintain equal market access. The idea of reciprocal tariffs dates back to early bilateral trade agreements in the 18th and 19th centuries, particularly in Europe. During the 1930s, the U.S. Reciprocal Trade Agreements Act (RTAA) of 1934 under President Franklin D. Roosevelt institutionalized the concept, allowing the U.S. government to negotiate tariff reductions with other countries based on mutual concessions. Today, reciprocal tariffs play a central role in trade negotiations and disputes. They are often invoked when one country believes it is being treated unfairly or faces high tariffs from another nation. For example, On 2 April 2025 US President Donald Trump announced his long promised reciprocal tariffs declaring a 10 percent baseline tax on imports from all countries, as well as higher rates for dozens of nations that run trade surpluses with the US.

Chicken's Neck

The Siliguri Corridor, popularly known as the 'Chicken's Neck', for its a narrow stretch of land in the Indian state of West Bengal that connects mainland India to its northeastern states. Its relevance is not only vital to India but also holds significant implications for Bangladesh, particularly in terms of security, connectivity, trade and regional politics. The Siliguri Corridor is approximately 20 to 22 kilometers wide at its narrowest point. It lies between Nepal to the west, Bhutan to the north, Bangladesh to the south, and connects the rest of India to the seven northeastern states (Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, and Tripura). Historically, the area gained prominence after the partition of India in 1947, when East Pakistan (now Bangladesh) cut off India's direct access to the northeast, leaving only this narrow land strip as a connection. The strategic importance increased during the Sino-Indian War of 1962 and the Indo-Pak wars, where the vulnerability of the corridor was exposed, especially given its proximity to China and Bangladesh. From a strategic viewpoint, Bangladesh's geographic proximity gives it a crucial position in regional diplomacy and defense strategies.

হাঙ্গেরির জনগণ নিজেদেরকে 'মজর' (Magyar) নামে ডাকে

www.abswer.com

Feature

Grameen Bank
Pioneer of Microcredit

Microcredit is the provision of small loans (microloans) to individuals or groups, particularly those in low-income or developing countries, who lack access to traditional banking and credit services, often used to support entrepreneurship and income-generating activities. The Grameen Bank, founded by Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus in 1983 in Bangladesh, is globally recognized as the pioneer of the microcredit movement. By redefining traditional banking, it brought financial services to the doorstep of the rural poor—particularly women—who were long excluded from formal financial institutions. This revolutionary concept of microcredit not only reshaped the lives of millions but also sparked a global movement to combat poverty through financial inclusion.

Origins and Vision

The story of the Grameen Bank began in the village of Jobra, near Chittagong University, where Dr. Muhammad Yunus was a professor. His belief was rooted in the idea that even the poorest people have the capability to lift themselves out of poverty if given access to resources. In 1976, Yunus lent a total of $27 to 42 villagers, who repaid him in full. This small experiment laid the foundation for a larger movement. With support from the Bangladeshi government and international donors, Grameen Bank was officially established on 2 October 1983. Its core philosophy was radically different from that of traditional banks: it trusted the poor, did not require collateral and focused on social and economic development rather than profit.

The Microcredit Model

Grameen Bank's model of microcredit is based on group lending. Borrowers, usually women, form small groups of five, where each member is accountable to the others. Loans are given to individuals but the group is collectively responsible for repayment. This social pressure ensures high repayment rates, which remain above 95%—a figure that rivals and often surpasses, conventional banking systems. The bank provides small loans for income-generating activities such as livestock rearing, handicrafts, or small trade. Over time, the model expanded to offer other services like housing loans, education loans, and micro-savings.

Role of Microcredit in Rural Development

Microcredit creates numerous opportunities for impoverished and low-income households. It plays a significant role in improving the socioeconomic conditions of the country and enhancing the quality of life of its people. In addition to contributing to poverty alleviation, it helps foster women entrepreneurs, generate employment, increase productivity, strengthen the rural economy, facilitate capital investment, and accelerate national economic indicators.

Poverty Alleviation : Poverty is a fertile ground for multidimensional problems. Microfinance alone cannot fully overcome it. Progress requires a combination of education, healthcare and technology-based training. However, microfinance is considered a 'magic bullet' for poverty reduction. Poverty alleviation through microcredit is like a ladder with multiple steps, enabling individuals to emerge as entrepreneurs. Over time, the demand for credit increases, and poverty is gradually alleviated.

Women Entrepreneurs : Microcredit fosters entrepreneurship at the local level, especially among women. It creates opportunities for self-employment for women who, in addition to household duties, are now engaging in small to medium-sized businesses. Women are playing a leading role in producing various handicrafts and in poultry and livestock farming. Notably, about 90.54% of microcredit recipients are women.

Employment Generation : Although access to credit is a right, most banks in the country are reluctant to provide loans to the poor and extremely poor. In this context, Micro Finance Institutions (MFIs) provide loans to these marginalized groups, facilitating self-employment and job creation.

Strengthening Rural Economy : MFIs do more than just provide loans—they also motivate rural poor people to engage in productive activities. The microfinance sector has played a substantial role in Bangladesh's achievement of lower-middle-income status. The purchasing power of people has significantly increased. Through microcredit, numerous small entrepreneurs have emerged in rural areas.

Facilitating Capital Investment : Microcredit has opened new investment opportunities in agriculture-based industries such as raw jute, paper, silk, frozen foods (especially shrimp), tourism, agriculture and small-scale industries geared toward exports. As a result, the traditional moneylending system has almost disappeared, and domestic investors now find it easier to invest capital. Over 70% of the funds in the rural economy are supplied by these microcredit organizations.

Enhancing Productivity : Nationwide, over a hundred institutions have provided microloans to poor, ultra-poor and low-income individuals to alleviate poverty. These loan recipients have invested in production-related activities. These ventures have enabled them to become self-reliant and have also contributed to domestic production.

Overall Development : The economic advancement and employment opportunities created for the rural poor are leading not just to temporary gains, but to sustainable development. Microfinance institutions are also working in areas like education, health, environment, nutrition, social justice and promoting compassion and solidarity.

Global Impact and Recognition

The success of Grameen Bank has inspired the global microfinance movement. Variations of its model have been adopted in over 100 countries, including both developing and developed nations. Institutions like the Grameen Foundation USA, SKS Microfinance in India, and BancoSol in Bolivia trace their roots to the Grameen philosophy. In recognition of its contribution to poverty alleviation and economic empowerment, Grameen Bank and Muhammad Yunus were jointly awarded the Nobel Peace Prize in 2006. The Nobel Committee acknowledged that sustainable peace cannot be achieved unless large population groups find ways to break out of poverty.

Criticism and Challenges

Despite its acclaim, Grameen Bank has faced criticism. Some argue that microcredit can lead to debt cycles if not properly managed. Others question the effectiveness of microfinance in eliminating poverty on a large scale. Additionally, the bank faced political challenges in Bangladesh, particularly in the early 2010s, which led to the controversial removal of Yunus as managing director. However, despite these hurdles, the core idea of microcredit continues to evolve and adapt.

Future Prospects of Microcredit

The future of microcredit holds significant promise as it continues to evolve to meet the changing needs of low-income communities across the globe. While the model has already transformed millions of lives, particularly in developing countries, several emerging trends and innovations suggest that microcredit is poised for further growth, diversification and impact.

Grameen Bank stands as a beacon of innovation in the fight against poverty. Its pioneering role in microcredit has not only redefined the landscape of financial services for the poor but also ignited a global movement toward inclusive finance. By offering dignity, choice and opportunity to the marginalized, Grameen Bank has proven that banking can be a powerful tool for social transformation. Its legacy continues to inspire policymakers, development experts, and social entrepreneurs around the world.

FactFile

- Grameen Bank Project : 1976 (Jobra village in Chattogram)
- Officially Founded on : 2 October 1983 (Tangail)
- Founder : Dr. Muhammad Yunus
- Nobel Award : 2006
- Headquarter : Dhaka, Bangladesh.

প্রবন্ধ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আশীর্বাদ না অভিশাপ

বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিকে বলা হয় শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। আর শিল্পভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রতিটি শিল্পবিপ্লবের সময়ে। বর্তমানে আমরা নতুন আরেকটি শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যাকে বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। প্রযুক্তিনির্ভর এই ডিজিটাল বিপ্লবের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI)।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

Artificial Intelligence দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। এখানে Artificial মানে হলো 'মানুষের দ্বারা তৈরি করা' অর্থাৎ 'কৃত্তিম' এবং Intelligence মানে হলো চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধিমত্তা। তাই এর পূর্ণ অর্থ হলো মানুষ দ্বারা সৃষ্ট চিন্তাশক্তি বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা। Artificial Intelligence (AI) কে বাংলাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি নির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শব্দযুগল ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী জন ম্যাকার্থি। ১৯৫০ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ অ্যালান টুরিং কোনো যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার জন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা টুরিং টেস্ট নামে পরিচিত এবং তাকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক বলা হয়। প্রথম ইলেকট্রনিক পারসন 'শেইকি' তৈরি করা হয় ১৯৬৬-১৯৭২ সালের মধ্যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। এই রোবটকে বলা চলে প্রথম বুদ্ধিমান কর্মী রোবট।

ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে প্রকারভেদ

- Artificial Narrow Intelligence (ANI) কে দুর্বল AI বলা যেতে পারে। ন্যারো AI একটি সীমিত প্রেক্ষাপটে কাজ করে থাকে এবং এটি মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুকরণে তৈরি।
- Artificial General Intelligence (AGI) শক্তিশালী AI। এটি মানুষের মতো বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। এই ধরনের AI অনেকগুলো কাজ করতে সক্ষম এবং এটি মানুষের মতো চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে, এটি এখনো গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে এবং বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর নয়।
- Artificial Super Intelligent (ASI) এই ধরনের AI সাধারণ মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হতে পারে। এটি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে এবং জটিল সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। এটি এখনো তাত্ত্বিক পর্যায়ে রয়েছে এবং বাস্তবে বিদ্যমান নেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শাখাগুলো

AI অনেক শাখায় বিভক্ত এবং প্রতিটি শাখা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

- **মেশিন লার্নিং (Machine Learning) :** এটি একটি AI-এর শাখা যা কম্পিউটারকে ডেটার মাধ্যমে শেখানোর কাজ করে। মেশিন লার্নিং-এর মাধ্যমে মেশিন নিজেই ডেটা বিশ্লেষণ করে এবং নতুন নতুন প্যাটার্ন শনাক্ত করে। ১৯৫২ সালে মেশিন লার্নিং শব্দটি তৈরি করেন আর্থার স্যামুয়েল।
- **ডিপ লার্নিং (Deep Learning) :** এটি মেশিন লার্নিং-এর একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জটিল সমস্যা সমাধান করা হয়। ছবি বা শব্দ শনাক্তকরণ, ভাষা অনুবাদ, স্বয়ংক্রিয় গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে ডিপ লার্নিং ব্যবহৃত হয়।
- **ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP) :** এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা কম্পিউটারকে মানুষের ভাষা বোঝতে এবং ব্যবহার করতে সক্ষম করে। চ্যাটবট, ভাষা অনুবাদ, এবং ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টগুলো এই প্রযুক্তির উদাহরণ।
- **রোবোটিকস (Robotics) :** AI এবং রোবোটিকস একসাথে কাজ করে যাতে রোবটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। যেমন : উৎপাদন শিল্পে রোবটের ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

বর্তমানে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- **স্বাস্থ্যসেবায় :** স্বাস্থ্যখাতে AI এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পরামর্শ এবং রোগীর মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে AI প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন : ডিপ লার্নিং (Deep Learning) ব্যবহার করে ক্যানসারের মতো জটিল রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে, যা আগে ছিল অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ।
- **যানবাহন এবং ট্রান্সপোর্টে :** স্বয়ংক্রিয় গাড়ি (Self-driving vehicles) AI প্রযুক্তির এক যুগান্তকারী উদাহরণ। Tesla, Google-এর Waymo এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি AI ব্যবহার করে গাড়িকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানোর প্রযুক্তি তৈরি করেছে।
- **ব্যবসা-বাণিজ্যে :** AI এখন ব্যবসা এবং বাণিজ্যের নানা দিকেও প্রভাব ফেলছে। কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রে AI-চালিত চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল সহকারীরা গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং তাদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এটি গ্রাহক সেবা দ্রুত এবং আরও সুনির্দিষ্ট করতে সাহায্য করছে।

■ **শিক্ষা খাতে :** শিক্ষাক্ষেত্রেও AI প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এডটেক প্ল্যাটফর্মগুলো এখন AI ব্যবহার করে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার ধরন অনুযায়ী কাস্টমাইজড শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করছে। AI ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার পদ্ধতিকে আরও সহজ এবং দক্ষ করে তুলছে।

■ **কৃষিতে :** কৃষি ক্ষেত্রেও AI প্রযুক্তি সমৃদ্ধ হচ্ছে। ড্রোন এবং সেন্সর ব্যবহার করে কৃষকরা তাদের ফসলের মনিটরিং করতে পারে, যা তাদের ফলন বাড়াতে এবং ক্ষতিকর পোকা মাকড় ও রোগ সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ

AI-এর সুবিধা যেমন দক্ষতা বৃদ্ধি, সময় বাঁচানো এবং নির্ভুলতা অর্জন, তেমনি এর কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

■ সুবিধাসমূহ

♦ **কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি (Increased Efficiency) :** AI দ্রুত ও সঠিকভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারে, যা কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ায়। এটি সময় সাশ্রয় করে এবং ম্যানুয়াল কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করে। অ্যামাজনের পাঁচ লক্ষেরও বেশি Roaming Warehouse Robots থাকা সত্ত্বেও, Macrotrends একটি রিপোর্ট অনুসারে, ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে তাদের মানবশক্তি নিয়োগের হার ২৩% বেড়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, AI শুধুমাত্র কর্মীদের কর্মের পরিমাণ কমিয়ে উৎপাদনশীলতা আরও বেশি করতে সাহায্য করে।

♦ **নির্ভুলতা বৃদ্ধি (Improved Accuracy) :** AI মানুষ থেকে আলাদা হয়ে নির্ভুল নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজ করে, ফলে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্যসেবায় রেডিওলজি ইমেজ বিশ্লেষণে AI নির্ভুলভাবে রোগ শনাক্ত করতে পারে, যা চিকিৎসার গুণমান বাড়ায়।

♦ **খরচ কমানো (Cost Reduction) :** AI স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া তৈরি করে শ্রম খরচ কমায় এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, শিল্পখাতে রোবোটিক্স ব্যবহার ম্যানুয়াল কাজের চেয়ে কম খরচে দ্রুত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

♦ **বিভিন্ন দেশে পদক্ষেপ :** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২৪ সালের মার্চে AI আইন অনুমোদন করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ২০২৪ সালের অক্টোবরে AI নিয়ে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেন। কানাডায় AI ও ডেটা অ্যাক্ট রয়েছে। ব্রাজিল, চীন আইন নিয়ে কাজ করছে। ভারতও AI আইন নিয়ে কাজ শুরু করছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ২০৩১ সাল পর্যন্ত AI নিয়ে কৌশলগত-নীতি গ্রহণ করেছে।

■ চ্যালেঞ্জসমূহ

♦ **বেকারত্ব বৃদ্ধি (Job Displacement) :** AI স্বয়ংক্রিয়তার কারণে অনেক মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে, বিশেষত স্বল্পদক্ষ কাজের ক্ষেত্রে। ২০১৯ সালে CNBC এবং SurveyMonkey একটি রিপোর্ট করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম ক্ষেত্রে থাকা মানুষদের ৭০% উদ্বিগ্ন যে, AI প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে রিপ্লেস করবে। অর্থাৎ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কর্মক্ষেত্রে তাদের জায়গা দখল করবে।

♦ **গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি (Privacy & Security Risks) :** AI বড় ডেটার বিশ্লেষণ করে, যা গোপনীয়তা এবং তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করে। AI-ভিত্তিক সাইবার হামলার ঝুঁকিও রয়েছে, যা ডেটা চুরি এবং নিরাপত্তায় হুমকি তৈরি করতে পারে।

♦ **নৈতিকতা ও পক্ষপাত (Ethics & Bias) :** AI'র অ্যালগরিদমগুলোতে পক্ষপাতিত্বের ঝুঁকি রয়েছে, কারণ এটি প্রশিক্ষণ ডেটার ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে, সঠিক নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হতে পারে, যা সামাজিক বৈষম্য বাড়াতে পারে।

♦ **অপব্যবহার :** অপব্যবহারের ফলে অনেক প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যের লেখক, শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজ ও প্রযুক্তি খাতের ২৬ জন মিলে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিকর ব্যবহার' নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, ডিজিটাল, শারীরিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে AI'র অপব্যবহার হতে পারে। AI'র অপব্যহারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হ্যাকিং, স্প্যাম AI'র মতো ঝুঁকি আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সস্তা, বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ভুয়া ভিডিও ও কনটেন্ট তৈরি করে জনমতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

♦ **ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকোণ :** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু এর সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা হয়তো আরও উন্নত মেশিন ও রোবট দেখতে পারব যারা মানুষের মত চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। তবে, এর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এর উপর নজরদারি, নৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ক চিন্তাভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনকে সহজ এবং গতিশীল করে তুলছে, তবে এর সঠিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে যেখানে এটি অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে, অন্যদিকে এর নৈতিকতা, নিরাপত্তা এবং প্রভাব নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন মানবজাতির জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে, তবে এটি আমাদের দায়িত্ব যে আমরা এই প্রযুক্তিকে যেন মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহার করি।

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি Model Test No. 3

■ আবেদনকারী : ৩,৭৪,৭৪৭ জন ■ পদসংখ্যা - ক্যাডার ৩,৪৮৭ জন
● নন-ক্যাডার ২০১ জন ■ পরীক্ষার তারিখ : ৮ আগস্ট ২০২৫

১. চর্যাপদে উল্লিখিত 'ছিভহি' শব্দের অর্থ কী?
ক) ছাত্র খ) ভুবন
গ) ছাতা ঘ) হৃদয়ে

২. চর্যাপদের খণ্ডিত পদটির কত লাইন পাওয়া যায়?
ক) ৮ খ) ৬ গ) ৫ ঘ) ৪

৩. 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।'-এর অর্থ কী?
ক) ঠোঁটের পরশে পান লাল হলো
খ) অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম
গ) পানের পরশে ঠোঁট লাল হলো
ঘ) অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম

৪. বাংলায় 'মহাভারতের' শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন—
ক) কাশীরাম দাস খ) সন্ধ্যাকর নন্দী
গ) মালাধর বসু ঘ) শ্রীকর নন্দী

৫. চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক) জয়ানন্দ খ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ
গ) পরমান্দ সেন ঘ) বৃন্দাবন দাস

৬. 'বহুব্রীহি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক) জিয়া হায়দার খ) মাসুম রেজা
গ) সেলিনা হোসেন ঘ) হুমায়ূন আহমেদ

৭. 'কানু ছাড়া গীত নেই' কোন যুগে সত্য ছিল?
ক) প্রাচীন যুগে খ) আধুনিক যুগে
গ) অন্ধকার যুগে ঘ) মধ্যযুগে

৮. 'হীরামালিনী' বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?
ক) অন্নদামঙ্গল খ) চণ্ডীমঙ্গল
গ) মনসামঙ্গল ঘ) ধর্মমঙ্গল

৯. চলিত রীতি প্রবর্তিত হয়েছে বাংলা ভাষার কোন পত্রিকার মাধ্যমে?
ক) সমকাল খ) কালি-কলম
গ) সবুজপত্র ঘ) বঙ্গদর্শন

১০. জহির রায়হানের আসল নাম কী ছিল?
ক) মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ খ) জহির রায়হান
গ) জহিরুল্লাহ ঘ) মুহম্মদ জহির

১১. দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক) এম আর আখতার মুকুল খ) মঈদুল হাসান
গ) আতাউর রহমান খান ঘ) মোহাম্মদ নুরুল কাদের

১২. 'ঠক চাচা' চরিত্রটি কোন রচনায় পাওয়া যায়?
ক) চাচা কাহিনী খ) আলালের ঘরের দুলাল
গ) অমৃত্যুক্ষুধা ঘ) হাজার বছর ধরে

১৩. বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য বিশারদ' কার উপাধি?
ক) আব্দুল করিম খ) মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী ঘ) জন ক্লার্ক মার্শম্যান

১৪. সংস্কৃতি ভাষায় রচিত জগৎ-বিখ্যাত মহাকাব্য হলো—
ক) কিরাতার্জুনীয়াম খ) চন্দ্রাবতী
গ) দ্বিজ বংশীদাস ঘ) রামায়ণ

১৫. 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' গানটির রচয়িতা কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) সুফিয়া কামাল ঘ) জীবনানন্দ দাশ

১৬. 'রতন' চরিত্রটি নিচের কোন ছোটগল্পের অন্তর্গত?
ক) দুঃখিনী খ) কুমুদিনী
গ) নষ্টনীড় ঘ) পোস্টমাস্টার

১৭. সূর্য দীঘলবাড়ি চলচিত্রের পরিচালক কে?
ক) জহির রায়হান খ) খান আতা
গ) সুভাষ দত্ত ঘ) শেখ নেয়ামত আলী

১৮. 'গেরিলা ও বীরঙ্গনা' কার রচিত গ্রন্থ?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল খ) জাহানারা ইমাম
গ) সেলিনা হোসেন ঘ) নীলিমা ইব্রাহিম

১৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি কোন বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত?
ক) নীল বিদ্রোহ খ) সাঁওতাল বিদ্রোহ
গ) কৃষক বিদ্রোহ ঘ) ফকির বিদ্রোহ

২০. 'সনেট-পঞ্চাশৎ' কার রচনা?
ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) আব্দুল কাদির ঘ) প্রমথ চৌধুরী

২১. সাধু ভাষায় কোন কোন পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ রীতি মেনে চলে?
ক) ক্রিয়া ও বিশেষণ খ) বিশেষ্য ও ক্রিয়া
গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ ঘ) সর্বনাম ও ক্রিয়া

২২. 'ম্যাপ' ও 'ডায়াবেটিস' কোন ভাষার শব্দ?
ক) ইংরেজি খ) ফরাসি
গ) গ্রিক ঘ) ল্যাটিন

২৩. 'ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল'-বাক্যটি কী প্রকাশ করেছে?
ক) ব্যঙ্গ খ) বিরক্তি গ) বিকল্প ঘ) আদর

২৪. নিচের কোনটির অর্থ ভিন্ন?
ক) মণিকাঞ্চন যোগ খ) আদায় কাঁচকলায়
গ) সোনায় সোহাগা ঘ) আমদুধে মেশা

৪৭তম বিসিএস সমাধান

১.	ঘ
২.	খ
৩.	ক
৪.	ক
৫.	খ
৬.	ঘ
৭.	ঘ
৮.	ক
৯.	গ
১০.	ক
১১.	ঘ
১২.	খ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	ক
১৬.	ঘ
১৭.	ঘ
১৮.	গ
১৯.	ঘ
২০.	ঘ
২১.	ঘ
২২.	ঘ
২৩.	ক
২৪.	খ

২৫. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
ক) সে আরোগ্য হইয়াছে খ) অতিশয় দুঃখিত হলাম
গ) কথাটি সঠিক নয় ঘ) সূর্য উদিত হয়েছে

২৬. ব্যতিহারিক সর্বনাম কোনটি?
ক) ইহারা খ) যিনি
গ) নিজে নিজে ঘ) কেহ

২৭. 'লেশ'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক) বিন্দু খ) যথেষ্ট
গ) মুখর ঘ) উদ্যমী

২৮. 'Folio' শব্দের পারিভাষিক রূপ কোনটি?
ক) প্রাণিকুল খ) বইয়ের পাতা
গ) পদনাম ঘ) বিনিয়োগ তালিকা

২৯. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে?
ক) যৌগিক ধ্বনি খ) বর্ণ
গ) অক্ষর ঘ) স্বরধ্বনি

৩০. সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয়—
ক) মহা+ইমন = মহিমা খ) তেজ+বি = তেজস্বী
গ) √খ্যা+অ = খ্যাত ঘ) √নী+অনট্ = নয়ন

৩১. '<u>করিম</u> তাস খেলে।' দাগ দেওয়া পদটির কারক ও বিভক্তি কী?
ক) কর্মে শূন্য খ) করণে শূন্য
গ) অপাদানে শূন্য ঘ) অধিকরণে শূন্য

৩২. ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে— এটি কোন শ্রেণির বাক্য?
ক) সরল বাক্য খ) জটিল বাক্য
গ) যৌগিক বাক্য ঘ) মিশ্র বাক্য

৩৩. 'খণ্ড প্রলয়' বাগধারাটির অর্থ—
ক) ভীষণ ঝড় খ) ভীষণ ব্যাপার
গ) ছোটখাটো ঝগড়া ঘ) অল্প নড়াচড়া

৩৪. 'লবণ' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) লো+অন খ) লো+বন
গ) ল+বন ঘ) লে+বন

৩৫. 'গুণমুগ্ধ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) করণ তৎপুরুষ খ) কর্ম তৎপুরুষ
গ) সম্বন্ধ তৎপুরুষ ঘ) নিমিত্ত তৎপুরুষ

কাজী নজরুলের ৫টি নিষিদ্ধ গ্রন্থ

- যুগবাণী
- বিষের বাঁশী
- ভাঙার গান
- প্রলয় শিখা
- চন্দ্রবিন্দু

– অগ্নীবীণা কাব্যটি উৎসর্গ করেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।
– 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন।
– ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ প্রফুল্লচন্দ্র রায় নজরুলকে 'প্রতিভাবান কবি' বলে আখ্যায়িত করেন।

৩৬. A group of lions is called—
ক) a pack of lions খ) a pride of lions
গ) a flock of lions ঘ) a colony of lions

৩৭. Identify the correct spelling.
ক) Questionaire খ) Questionnaire
গ) Questionnair ঘ) Questionair

৩৮. What is the plural form of the word 'goose'?
ক) geese খ) gooses
গ) geases ঘ) gease

৩৯. Anytime you might be sued for <u>earning</u> illegal money. Here the underlined part is—
ক) participle খ) gerund
গ) infinitive ঘ) none

৪০. He was thought to be — honest man.
ক) a খ) the গ) an ঘ) none

৪১. He is one of the best players in the team. — The sentence can be replaced by—
ক) No other player is as good as he.
খ) Very few player is as good as he.
গ) Very few players is as good as he.
ঘ) Very few players are as good as he.

৪২. Which of the following sentences has negative meaning?
ক) He is a very intelligent worker.
খ) He is too cleaver to be trusted.
গ) He is addicted to bad company
ঘ) He is a good person.

৪৩. The proposal was approved — the objection.
ক) instead of খ) in spite
গ) despite of ঘ) despite

৪৪. The word 'arrival' is—
ক) noun খ) pronoun
গ) adjective ঘ) verb

৪৫. The word 'bicameral' is related to—
ক) science খ) politics.
গ) technology ঘ) fishery

৪৬. The government is clumping down — teenage drinking.
ক) about খ) over
গ) for ঘ) on

৪৭. For prevailing political instability people are now browned—.
ক) off খ) at গ) in ঘ) over

৪৮. Correct passive form of 'We should not look down upon the poor.'
ক) The poor ought not look down upon by us.
খ) The poor should not looked down upon by us.
গ) The poor should not be looked down upon by us.
ঘ) The poor never be looked down upon.

৪৭তম বিসিএস

সমাধান

২৫.	ঘ
২৬.	গ
২৭.	খ
২৮.	খ
২৯.	গ
৩০.	ঘ
৩১.	গ
৩২.	ক
৩৩.	খ
৩৪.	ক
৩৫.	ক
৩৬.	খ
৩৭.	খ
৩৮.	ক
৩৯.	খ
৪০.	গ
৪১.	ঘ
৪২.	খ
৪৩.	গ
৪৪.	ক
৪৫.	খ
৪৬.	ঘ
৪৭.	ক
৪৮.	গ

৪৯. Teacher said to me, 'May God bless you.'
ক) Teacher wished me that God might bless.
খ) Teacher prayed so that God may bless you.
গ) Teacher prayed that God might bless me.
ঘ) Teacher prayed for me.

৫০. Choose the correct sentence.
ক) The jury was unanimous in their decision.
খ) The jury was divided in their decisions.
গ) The jury was unanimous in its decision.
ঘ) none of the above.

৫১. Did you buy any fruit when you—shopping?
ক) go খ) gone গ) going ঘ) went

৫২. Which word is both a noun and a verb?
ক) believe খ) water
গ) advise ঘ) maker

৫৩. I know <u>that he will come</u>. The underlined part is—
ক) noun clause খ) adverbial clause
গ) adjective clause ঘ) principal clause

৫৪. Choose the correct spelling.
ক) rindezvous খ) rendezvous
গ) rondezvous ঘ) randezvous

৫৫. Potable means—
ক) carryable খ) edible
গ) drinkable ঘ) none

৫৬. Government by the wealthy—
ক) oligarchy খ) monarchy
গ) neocracy ঘ) plutocracy

৫৭. Cold feet means—
ক) catch cold খ) indifferent
গ) lose the courage ঘ) confident

৫৮. Who is the author of 'Care of the Soul'?
ক) Thomas Moore খ) Alfred Tennyson
গ) Coleridge ঘ) Milton

৫৯. What is the pen-name of Charles Dickens?
ক) Elia খ) Muse গ) Boz ঘ) Dickens

৬০. Who of the following wrote 'Marmion'?
ক) Coleridge খ) Tennyson
গ) Walter Scott ঘ) John Milton

৬১. Who wrote the poem 'The Lady of Shalott'?
ক) Alfred Tennyson খ) Thomas Moore
গ) John Donne ঘ) John Milton

৬২. Which of the following poems was written by William Wordsworth?
ক) Ode : Intimations of Immortality
খ) Ulysses
গ) The Eagle ঘ) Ode to Skylark

৬৩. Who tells Macbeth, 'The queen, my lord, is dead'?
ক) Seyton খ) Siward
গ) The Doctor ঘ) Caithess

৬৪. 'The Rainbow' is—
ক) a poem by John Keats
খ) a verse by Coleridge
গ) a short story by Maugham
ঘ) a novel by D. H. Lawrence

৬৫. 'Half sunk, a shattered visage lies'—is a line from—
ক) Tintern Abbey খ) The Solitary Reaper
গ) Ozymandias ঘ) Paradise Lost

৬৬. 'Prospero' is a character from—
ক) The Hungry Tide খ) Arms and the Man
গ) King Lear ঘ) The Tempest

৬৭. Who of the following is Irish Novelist?
ক) William Faulkner খ) Mark Twain
গ) James Joyce ঘ) Charlotte Bronte

৬৮. Who wrote the novel 'Sense and Sensibility'?
ক) Jane Austen খ) Charlotte Bronte
গ) James Joyce ঘ) Virginia Woolf

৬৯. Which novel was written by 'Thomas Hardy'?
ক) Caraline খ) Emma
গ) A Handful of Dust ঘ) A pair of Blue Eyes

৭০. Who said 'Nature never did betray the heart that loved her?'
ক) Coleridge খ) Wordsworth
গ) Byron ঘ) Shelly

৪৭তম বিসিএস

সমাধান

৪৯.	গ
৫০.	গ
৫১.	ঘ
৫২.	খ
৫৩.	ক
৫৪.	খ
৫৫.	গ
৫৬.	ঘ
৫৭.	গ
৫৮.	ক
৫৯.	গ
৬০.	গ
৬১.	ক
৬২.	ক
৬৩.	ক
৬৪.	ঘ
৬৫.	গ
৬৬.	ঘ
৬৭.	গ
৬৮.	ক
৬৯.	ঘ
৭০.	খ

Authors and their pen name

Pen Name	Pen Name	Pen Name	Pen Name	Pen Name
George Orwell	Mark Twain	Currer Bell	George Eliot	O. Henry
Real Name	Real Name	Real Name	Real Name	Real Name
Eric Arthur Blair	Samuel Langhorne Clemens	Charlotte Bronte	Mary Ann Evans	William Sydney Porter

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ

৭১. ষোড়শ মহাজনদের অন্যতম রাজ্য বৎস্য-এর রাজধানী ছিল—
ক) কৌশাম্বী খ) পাটালিপুত্র
গ) কুশিনগর ঘ) রাজপুর

৭২. খড়্গ বংশ রাজত্ব করেন বাংলার যে অংশে—
ক) উত্তর বাংলায় খ) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায়
গ) পূর্ব বাংলায় ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়

৭৩. হলওয়েলের ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি নিচের কার নামের সাথে যুক্ত?
ক) সম্রাট শাহজাহান খ) বাহাদুর শাহ জাফর
গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘ) ইব্রাহিম লোদী

৭৪. মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার কবে লুট করেন?
ক) ১৮ জুন ১৯৩০ খ) ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪
গ) ১৮ এপ্রিল ১৯৩৪ ঘ) ১৮ এপ্রিল ১৯৩০

৭৫. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো—
ক) ভাষা ও সংস্কৃতি খ) ধর্ম
গ) আঞ্চলিকতা ঘ) রাজনীতি

৭৬. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল—
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৭৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের শিরোনাম কী ছিল?
ক) The proclamation of Bangladesh
খ) The Proclamation of Independence
গ) The Declaration of Independence
ঘ) The Independence of Bangladesh

৭৮. নদী ছাড়া মহানন্দা কী?
ক) আম খ) কলা গ) সরিষা ঘ) তুলা

৭৯. বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট (VAT) চালু হয়—
ক) ১ জুলাই ১৯৯১ খ) ১ আগস্ট ১৯৭৩
গ) ১ জুলাই ১৯৮৫ ঘ) ১ জুন ১৯৯৬

ল্যাটিন আমেরিকা

ভৌগোলিকভাবে ল্যাটিন আমেরিকা বলতে পুরো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোর উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলকে বোঝায়। উল্লেখযোগ্য স্বাধীন দেশগুলো হলো—

- ইকুয়েডর
- আর্জেন্টিনা
- উরুগুয়ে
- কোস্টারিকা
- কিউবা • কলম্বিয়া
- এল সালভেদর • চিলি
- গুয়াতেমালা • নিকারাগুয়া
- ডোমিনিকান রিপাবলিক
- পানামা • পেরু • বলিভিয়া
- প্যারাগুয়ে • ভেনিজুয়েলা
- ব্রাজিল • মেক্সিকো • হন্ডুরাস।

৮০. ট্যাক্স হলিডে বলতে কী বোঝায়?
ক) ট্যাক্স সংগ্রহের ছুটির দিন
খ) ট্যাক্স খেলাপিদের জন্য আইন
গ) ট্যাক্স দিবস
ঘ) সাময়িকভাবে ট্যাক্স মওকুফ

৮১. মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ আনুষ্ঠানিকভাবে কবে ঘোষিত হয়?
ক) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩
গ) ২০ মার্চ ১৯৭২ ঘ) ২০ মার্চ ১৯৭৩

৮২. Bkash কোন ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে?
ক) ব্র্যাক ব্যাংক খ) গ্রামীণ ব্যাংক
গ) জনতা ব্যাংক ঘ) ডাচ বাংলা ব্যাংক

৮৩. নিচের কোন কাজটি কৃষি ব্যাংকের নয়?
ক) সেচ প্রকল্পে অর্থ সংস্থান
খ) সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা
গ) ফসল উৎপাদনে অর্থ প্রদান
ঘ) কুটির শিল্পে অর্থ প্রদান

৮৪. বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর কোনটি?
ক) সোনাদিয়া খ) পায়রা
গ) মাতারবাড়ি ঘ) মোংলা

৮৫. বাংলাদেশের প্রথম টানেল কোন নদীর তলদেশে নির্মিত হয়?
ক) পদ্মা খ) রূপসা
গ) কর্ণফুলী ঘ) গোমতী

৮৬. দেশে শিল্প পুলিশ গঠিত হয় কত সালে?
ক) ২০০৯ খ) ২০১০ গ) ২০১১ ঘ) ২০১২

৮৭. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?
ক) ১৯(৩) খ) ১১(২)
গ) ১২(৩) ঘ) ১৩(৫)

৮৮. পিতৃতান্ত্রিক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী কারা?
ক) মারমা খ) চাকমা
গ) সাঁওতাল ঘ) উপরের সবগুলো

৮৯. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭৫ বছর পূর্তি হয়—
ক) ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ) ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১
গ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঘ) ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

৯০. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন—
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) প্রধান বিচারপতি ঘ) আইনমন্ত্রী

৯১. ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয় সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনীতে?
ক) চতুর্থ খ) পঞ্চম
গ) অষ্টম ঘ) দশম

৯২. বাংলাদেশের প্রথম রেললাইন স্থাপন করা হয়—
ক) দর্শনা-কুষ্টিয়া খ) দর্শনা-গোয়ালন্দ
গ) ঢাকা-সিলেট ঘ) কুষ্টিয়া-গোয়ালন্দ

৪৭তম বিসিএস

সমাধান

৭১.	ক
৭২.	ঘ
৭৩.	গ
৭৪.	ঘ
৭৫.	ক
৭৬.	ক
৭৭.	খ
৭৮.	ক
৭৯.	ক
৮০.	ঘ
৮১.	খ
৮২.	ক
৮৩.	ঘ
৮৪.	খ
৮৫.	গ
৮৬.	খ
৮৭.	ক
৮৮.	ঘ
৮৯.	ঘ
৯০.	খ
৯১.	গ
৯২.	ক

পোল্যান্ডের অফিসিয়াল ভাষা পোলিশ

৯৩. Witness to Surrender শিরোনামের বইটির রচয়িতা কে?
ক) সিদ্দিক সালিক খ) ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ) মেজর জলিল ঘ) মেজর রফিকুল ইসলাম

৯৪. বাংলাদেশ WTO -এর সদস্যপদ লাভ করে—
ক) ১৯৯২ সালে খ) ১৯৯৪ সালে
গ) ১৯৯৫ সালে ঘ) ১৯৯৮ সালে

৯৫. ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলোর নাম কী কী?
ক) বালু, বুড়িগঙ্গা, কালিগঙ্গা, তুরাগ
খ) ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ
গ) বালু, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ
ঘ) বংশী, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ

৯৬. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা উৎপাদন শুরু হয়—
ক) ১৮৪০ সালে খ) ১৮৫০ সালে
গ) ১৮৪৫ সালে ঘ) ১৮৫৫ সালে

৯৭. 'আমি বাংলায় গান গাই'-এর গীতিকার কে?
ক) প্রতুল মুখোপাধ্যায় খ) মাহমুদুজ্জামান বাবু
গ) ভূপেন হাজারিকা ঘ) কবীর সুমন

৯৮. জাতীয় শহিদ সেনা দিবস কবে?
ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি খ) ২৪ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ঘ) ২৬ ফেব্রুয়ারি

৯৯. বাংলাদেশের দীর্ঘতম একক রেল সেতু কোনটি?
ক) মধুমতি রেলসেতু খ) রূপসা রেলসেতু
গ) যমুনা রেলসেতু ঘ) হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

১০০. সুপ্রীম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য কতজন হবে?
ক) ৪ জন খ) ৫ জন
গ) ৬ জন ঘ) ৭ জন

১০১. ভারতে প্রথম প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন করেন কে?
ক) ইলতুৎমিশ খ) শেরশাহ
গ) লর্ড কর্নওয়ালিশ ঘ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক

১০২. নিচের কোনটি নদীবিহীন দেশ?
ক) ইরাক খ) সৌদি আরব
গ) সিরিয়া ঘ) মিসর

১০৩. কোনটি বলকান রাষ্ট্র?
ক) সুইডেন খ) অস্ট্রিয়া
গ) বুলগেরিয়া ঘ) উজবেকিস্তান

১০৪. গ্রিনল্যান্ড যে দেশের অংশ—
ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) ডেনমার্ক
গ) রাশিয়া ঘ) নরওয়ে

১০৫. নামিবিয়ার রাজধানী—
ক) কারাভু খ) উইন্ডহোক
গ) প্রিটোরিয়া ঘ) কোটভি

১০৬. এয়ারফোর্স ওয়ান কী?
ক) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বিমান
খ) রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির বিমান
গ) যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বিমান
ঘ) স্পেনের রানির বিমান

১০৭. লাল করিডোর অঞ্চল চিহ্নিত হয়—
ক) ভারত খ) ভুটানে
গ) নেপালে ঘ) ভিয়েতনামে

১০৮. 'ভেলভেট বিপ্লব' কোন দেশে সংঘটিত হয়?
ক) ঘানায় খ) চেকোস্লোভাকিয়ায়
গ) যুক্তরাজ্যে ঘ) রাশিয়ায়

১০৯. আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার (IOM) সদর দপ্তর কোথায়?
ক) রোম খ) বার্ন
গ) জেনেভা ঘ) লন্ডন

১১০. নিচের কোন সংস্থাটির সদর দপ্তর নেই?
ক) NATO খ) NAM
গ) EU ঘ) ASEAN

১১১. বর্তমান বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) চীন খ) বাংলাদেশ
গ) ভারত ঘ) থাইল্যান্ড

১১২. বারলেভ লাইন নামের প্রতিরক্ষা ব্যূহ কোথায় অবস্থিত?
ক) লেবানন খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) ইসরায়েল ঘ) ইরান

১১৩. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস কবে পালিত হয়?
ক) ২২ এপ্রিল খ) ২২ মে
গ) ২২ জুন ঘ) ২২ জুলাই

১১৪. ৭ দিনে সপ্তাহ গণণা শুরু করেন কারা?
ক) মিসরীয়রা খ) সুমেরীয়রা
গ) ক্যালেডীয়রা ঘ) অ্যাশেরীয়রা

১১৫. শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ কোন দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল?
ক) ডেনমার্ক-জার্মানি খ) ফ্রান্স-ব্রিটেন
গ) ফ্রান্স-ইতালি ঘ) ফ্রান্স-জার্মানি

১১৬. Non-Proliferation Treaty (NPT) চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
ক) ১৯৫৪ সালে খ) ১৯৫৮ সালে
গ) ১৯৬৪ সালে ঘ) ১৯৬৮ সালে

১১৭. বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (WCO)-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
ক) ১২৩টি খ) ১৮৬টি
গ) ১২৭টি ঘ) ১২৯টি

১১৮. লেবাননের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
ক) সাদ হারিরি খ) নাজিব মিকাতি
গ) নাওয়াফ সালাম ঘ) জোসেফ আউন

১১৯. কৃত্রিম বন মিয়াওয়াকি ফরেস্ট তৈরির ধারণার প্রবক্তা কে?
ক) নারুহিতো খ) আকিহিতো
গ) আকিরা মিয়াওয়াকি ঘ) সাতোশি নাকামোতো

১২০. প্রকৃতিকে আইনিভাবে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশ নিচের কোনটি?
ক) নিউজিল্যান্ড খ) অস্ট্রেলিয়া
গ) ভারত ঘ) নাউরু

৪৭তম বিসিএস

সমাধান

৯৩.	খ
৯৪.	গ
৯৫.	গ
৯৬.	ক
৯৭.	ক
৯৮.	গ
৯৯.	গ
১০০.	ঘ
১০১.	ঘ
১০২.	খ
১০৩.	গ
১০৪.	খ
১০৫.	খ
১০৬.	গ
১০৭.	ক
১০৮.	খ
১০৯.	গ
১১০.	খ
১১১.	ক
১১২.	গ
১১৩.	খ
১১৪.	গ
১১৫.	খ
১১৬.	গ
১১৭.	খ
১১৮.	গ
১১৯.	গ
১২০.	ক

১২১. পিজোমিটার টিউব কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
ক) প্রবাহ পরিমাপ খ) তাপমাত্রা পরিমাপ
গ) চাপ পরিমাপ ঘ) চাপের তীব্রতা পরিমাপ

১২২. কোনটি বলের একক নয়?
ক) ডাইন খ) নিউটন
গ) পাউন্ডাল ঘ) জুল

১২৩. জলজ শামুক ও ঝিনুকের খোলস কী দিয়ে গঠিত?
ক) কার্বনেট খ) ফসফেট
গ) নাইট্রেট ঘ) সালফেট

১২৪. চিপসের প্যাকেটে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?
ক) অক্সিজেন খ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড
গ) নাইট্রোজেন ঘ) জলীয় বাষ্প

১২৫. সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে—
ক) ৫ নিউটন খ) ১০ নিউটন
গ) ১০ মেট্রিক টন ঘ) ৫ মেট্রিক টন

১২৬. জীববিজ্ঞানের কোন শাখায় সাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়?
ক) অনকোলজি খ) হারপেটোলজি
গ) অরনাইথোজি ঘ) জিওলজি

১২৭. ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর কী দিয়ে গঠিত?
ক) সেলুলোজ খ) কাইটিন
গ) পেপটিডোগ্লাইকেন ঘ) লিপোপ্রোটিন

১২৮. কোন রাসায়নিক পদার্থটি ক্রোমোজোমের ভিতর থাকে না?
ক) ডিএনএ খ) আরএনএ
গ) প্রোটিন ঘ) লিপিড

১২৯. ক্লোরোফিলে কোন মৌলটির উপস্থিতি বিদ্যমান?
ক) K খ) Ca
গ) Mg ঘ) Na

১৩০. মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় বস্তু কোথায় বিদ্যমান?
ক) হাইড্রা খ) আরশোলা
গ) কেঁচো ঘ) সবগুলোতে

১৩১. g-এর মান—
ক) পৃথিবী পৃষ্ঠে বেশি খ) পৃথিবীর কেন্দ্রে শূন্য
গ) উভয়টি ঘ) কোনোটিই নয়

মৌলিক বর্ণগুলোর মিশ্রণে তৈরি বর্ণ

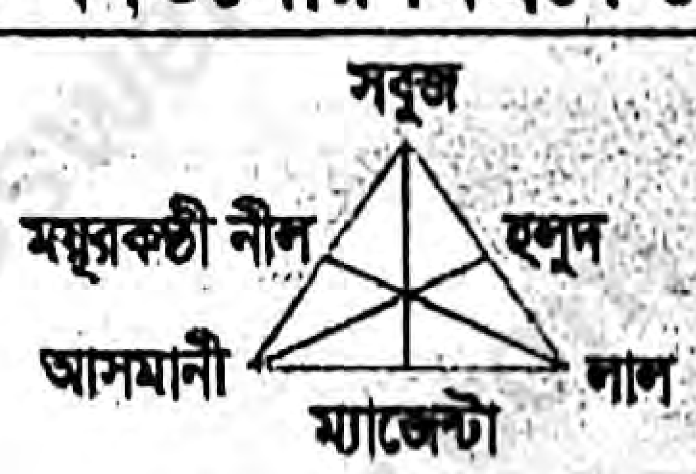

সবুজ	+ লাল	= হলুদ
ম্যাজেন্টা	+ সবুজ	= সাদা
আসমানী	+ হলুদ	= সাদা
ময়ূরকণ্ঠী নীল	+ লাল	= সাদা
আসমানী	+ লাল	= ম্যাজেন্টা
আসমানী	+ সবুজ	= ময়ূরকণ্ঠী নীল
লাল	+ সবুজ + আসমানী	= সাদা

১৩২. ট্রানজিস্টর কোন কাজটি করে না?
ক) বিবর্ধক হিসেবে খ) সুইচ হিসেবে
গ) আলো নিঃসরক হিসেবে ঘ) কোনোটিই নয়

১৩৩. মানবদেহের Largest Artery কোনটি?
ক) CAROTID খ) AORTA
গ) FEMORAL ঘ) RENAL

১৩৪. নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় মানবদেহের—
ক) ফুসফুস খ) যকৃত
গ) কিডনি ঘ) প্লীহা

১৩৫. Polio রোগের Vaccine—
ক) OPV খ) BCG
গ) Rubella ঘ) Mumps

১৩৬. নিচের কোন অপারেটিং সিস্টেমটি IBM তৈরি করেছে?
ক) OS-2 খ) Windows
গ) DOS ঘ) UNIX

১৩৭. Virtul memory হিসেবে RAM-এর পাশাপাশি কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক) Cache খ) CPU Register
গ) CD-ROM ঘ) Hard disk

১৩৮. কম্পিউটারের সঙ্গে লাগানো প্রিন্টার কী হিসেবে কাজ করে?
ক) অ্যাডাপ্টার খ) হাব
গ) রিসোর্স ঘ) সার্ভার

১৩৯. MS Office-এর কোন সফটওয়্যারটি ডেটাবেস নিয়ে কাজ করে?
ক) MS Word খ) MS Power Point
গ) MS Access ঘ) MS Excel

১৪০. নিচের কোনটি সিস্টেম সফটওয়্যার?
ক) MS Excel খ) MS Word
গ) Oracle ঘ) Windows Vista

১৪১. নিচের কোন অপারেটরটি Relational Operator নয়?
ক) = খ) < গ) > ঘ) ! =

১৪২. নিচের কোনটি একটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার?
ক) ফটোশপ খ) নর্টন
গ) জিমেইল ঘ) ফ্ল্যাশ

১৪৩. কোন ধারণা থেকে বাইনারী সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে?
ক) PLUS-MINUS খ) Positive-Negative
গ) ON-OFF ঘ) Left-Right

১৪৪. 52_8-এর ডেসিমেল—
ক) 52_{10} খ) 25_{10}
গ) 42_{10} ঘ) 32_{10}

১৪৫. ডেটাবেস টেবিলের রেকর্ডসমূহকে বিশেষ লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকে কী বলে?
ক) এডিটিং খ) সর্টিং
গ) ইনডেক্সিং ঘ) গ্রুপিং

৪৭তম বিসিএস

সমাধান

১২১.	গ
১২২.	ঘ
১২৩.	ক
১২৪.	গ
১২৫.	খ
১২৬.	খ
১২৭.	গ
১২৮.	ঘ
১২৯.	গ
১৩০.	ক
১৩১.	গ
১৩২.	গ
১৩৩.	খ
১৩৪.	ক
১৩৫.	ক
১৩৬.	ক
১৩৭.	ক
১৩৮.	গ
১৩৯.	গ
১৪০.	ঘ
১৪১.	ক
১৪২.	খ
১৪৩.	গ
১৪৪.	গ
১৪৫.	গ

১৪৬. GIS-এর পূর্ণরূপ হলো—
ক) General Information System
খ) Geographic Information System
গ) Geographic Intelligence System
ঘ) General Intelligence System

১৪৭. একটি IPv6 address-এর দৈর্ঘ্য কত?
ক) 32 bits খ) 128 bits
গ) 64 bits ঘ) 256 bits

১৪৮. স্টারলিংক কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হয়?
ক) মাইক্রোসফট খ) আইবিএম
গ) স্পেসএক্স ঘ) অ্যামাজন

১৪৯. কোন টপোলজিতে প্রথম ও শেষ কম্পিউটার পরস্পর সরাসরি যুক্ত থাকে?
i. বাস ii. রিং iii. মেশ
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫০. কোনটি ক্লাউড স্টোরেজ নয়?
ক) ওয়ান ড্রাইভ খ) গুগল ড্রাইভ
গ) হার্ড ড্রাইভ ঘ) ড্রপবক্স

১৫১. পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয় কোন সময়ে?
ক) অনুসূর খ) অপসূর
গ) দক্ষিণায়ন ঘ) উত্তরায়ণ

১৫২. মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়—
ক) নিউট্রিনো খ) বোসন
গ) প্রোটন ঘ) মেসন

১৫৩. ফিজি কোন মহাদেশে অবস্থিত?
ক) দক্ষিণ আমেরিকা খ) ওশেনিয়া
গ) আফ্রিকা ঘ) এশিয়া

১৫৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রাম কোন জেলায় অবস্থিত?
ক) নোয়াখালী খ) কুষ্টিয়া
গ) চাঁদপুর ঘ) হবিগঞ্জ

১৫৫. 'ইবিরিয়া' কোন দেশের বিমান চলাচল সংস্থা?
ক) ইথিওপিয়া খ) সুদান
গ) ইন্দোনেশিয়া ঘ) স্পেন

১৫৬. 'অলিভ' পর্বতটি কোথায় অবস্থিত?
ক) পাকিস্তান খ) জেরুজালেম
গ) ইয়েমেন ঘ) ইরাক

১৫৭. বাংলাদেশের গভীরতম নদী কোনটি?
ক) পদ্মা খ) মেঘনা
গ) যমুনা ঘ) সুরমা

১৫৮. দেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত?
ক) ফেনী খ) কক্সবাজার
গ) চাঁদপুর ঘ) পটুয়াখালী

১৫৯. পৃথিবীর সকল ধরনের গতিশীলতাকে কী বলে?
ক) ভূমিকম্প খ) ডায়াস্ট্রোফিজম
গ) আহ্নিক গতি ঘ) পাত সঞ্চালন

১৬০. একটি বড় মাপের ভূমিকম্পের পর কী ঘটার আশঙ্কা থাকে?
ক) বন্যা খ) অগ্ন্যুৎপাত
গ) সুনামি ঘ) জলোচ্ছ্বাস

১৬১. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?
ক) ৯১ খ) ৬৩ গ) ৪৭ ঘ) ৮৭

১৬২. নিচের কোন ভগ্নাংশটি ছোট?
ক) $\frac{২}{৫}$ খ) $\frac{৪}{৫}$ গ) $\frac{১}{৩}$ ঘ) $\frac{৩}{৭}$

১৬৩. ১০০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কয়টি?
ক) ৪১ খ) ৪৭ গ) ৩২ ঘ) ৪২

১৬৪. $\frac{১৫ \div ১৫ \times ১৫}{১৫ + ১৫ \text{ এর } ১৫}$ সরল করলে মান হবে—
ক) ২২৫ খ) ০ গ) ১ ঘ) $\frac{১}{২২৫}$

১৬৫. $(৩\sqrt{৩})^৩$ = কত?
ক) $২৭\sqrt{৩}$ খ) $৯\sqrt{৩}$
গ) $৮১\sqrt{৩}$ ঘ) ৮১

১৬৬. $\frac{1}{\omega^2}$ এর মান কত?
ক) ω খ) ω^2 গ) 0 ঘ) 1

১৬৭. $১২\frac{১}{২}$% এর সমান ভগ্নাংশ কত হবে?
ক) $\frac{১}{৮}$ খ) $\frac{২}{৮}$ গ) $\frac{৩}{৭}$ ঘ) $\frac{৫}{৮}$

১৬৮. যদি একটি সংখ্যা 'ক' এর ১২০% অপর একটি সংখ্যা 'খ' এর ৮০% সমান হয় তাহলে (ক + খ) এর মান কত?
ক) ১.৬ক খ) ২.৬ক
গ) ২.৫ক ঘ) ৩.৫ক

১৬৯. কোন সংখ্যার ৩৭% হ্রাস পেলে $\frac{৩}{৮}$ হয়?
ক) $\frac{১৫}{৪২}$ খ) $\frac{২৫}{২৪}$ গ) $\frac{৫}{৪২}$ ঘ) $\frac{২৫}{৪২}$

১৭০. কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি ২০% কমে, তবে উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত % কমবে?
ক) ১০% খ) ৩৫% গ) ৩৭% ঘ) ৩৬%

ঘনকের সূত্রাবলি

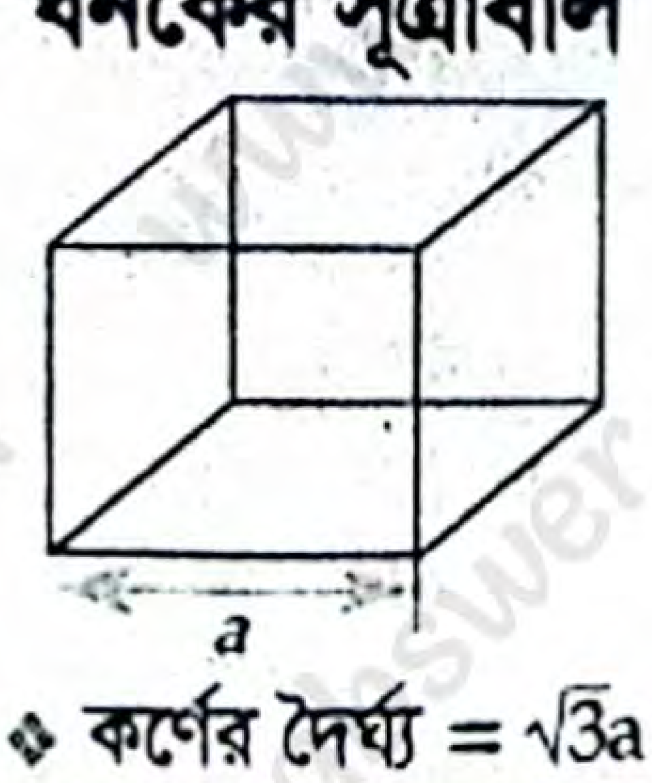

❖ কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{3}a$
❖ সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $6a^2$
❖ আয়তন = a^3

৪৭তম বিসিএস

সমাধান

১৪৬.	খ
১৪৭.	খ
১৪৮.	গ
১৪৯.	গ
১৫০.	গ
১৫১.	খ
১৫২.	গ
১৫৩.	খ
১৫৪.	ঘ
১৫৫.	ঘ
১৫৬.	খ
১৫৭.	খ
১৫৮.	ক
১৫৯.	ঘ
১৬০.	গ
১৬১.	গ
১৬২.	গ
১৬৩.	ক
১৬৪.	ক
১৬৫.	গ
১৬৬.	ক
১৬৭.	ক
১৬৮.	গ
১৬৯.	ঘ
১৭০.	ঘ

পোল্যান্ডের সরকার পদ্ধতি সংসদীয় গণতন্ত্র

১৭১. একটি মহল্লার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫%। মহল্লার বর্তমান জনসংখ্যা ২২০৫ হলে এক বছর আগে জনসংখ্যা কত ছিল?
ক) ২১০০ জন খ) ২১০ জন
গ) ২০০০ জন ঘ) ৩০০ জন

১৭২. ১২ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৮ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি কার্পেট দ্বারা একটি মেঝের ৬০% মোড়ানো যায়। মেঝেটির আয়তন কত বর্গফুট?
ক) ১৬ খ) ১৬৫
গ) ১৬০ ঘ) কোনোটিই নয়

১৭৩. ঘনকের ধার a একক হলে ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত?
ক) $6\sqrt{a^2}$ খ) $6a^2$ গ) a^3 ঘ) $6a$

১৭৪. ৩টির ক্রয়মূল্য ২টির বিক্রয়মূল্য সমান হলে লাভের হার কত?
ক) ৫০% খ) ১৫% গ) ৩০% ঘ) ২৫%

১৭৫. একটি ছাতা ৩৭৮ টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হয়, ৪৫০ টাকায় বিক্রয় করলে তার তিনগুণ লাভ হয়। ছাতাটির ক্রয়মূল্য কত?
ক) ৩৬৯ খ) ৩৯৬ গ) ৬৯৩ ঘ) ৬৩৯

১৭৬. শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা হারে ৬০০ টাকার ৬ মাসের সুদ কত হবে?
ক) ৩৬ খ) ১৮ গ) ৩০ ঘ) ২০

১৭৭. বার্ষিক ১০% হার সুদে কত বছরে ৫০০০ টাকার চক্রবৃদ্ধি মূলধন ৬৬৫৫টাকা হবে?
ক) ২ বছর খ) ২.৫ বছর
গ) ৩ বছর ঘ) ১ বছর

১৭৮. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৭ : ৮ এবং তাদের গ.সা.গু ৯ হলে তাদের ল.সা.গু কত?
ক) ৫০২ খ) ৪০৫ গ) ৩৪৫ ঘ) ৫০৪

১৭৯. ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার গড় কত?
ক) ১৩ খ) ১৫ গ) ২০ ঘ) ২৫

১৮০. $x-\frac{1}{x}=3$ হলে, $\frac{x^4+1}{x^2}$ এর মান—
ক) 9 খ) 7 গ) 11 ঘ) 10

১৮১. যদি $x+5y=24$ এবং $x=3y$ হয় তবে $y=$ কত?
ক) 3 খ) 5 গ) 4 ঘ) 2

১৮২. $4^{x+1}=32^{x-2}$ হলে $x=$ কত?
ক) 10 খ) 4 গ) −4 ঘ) −2

১৮৩. $1^3+2^3+3^3+........+10^3=$ কত?
ক) 3025 খ) 3030 গ) 3028 ঘ) 3050

১৮৪. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5, 6, 7 মি.। নিকটতম বর্গমিটারে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
ক) $5\sqrt{6}$ বর্গ মি. খ) $6\sqrt{6}$ বর্গ মি.
গ) $7\sqrt{6}$ বর্গ মি. ঘ) $5\sqrt{5}$ বর্গ মি.

১৮৫. 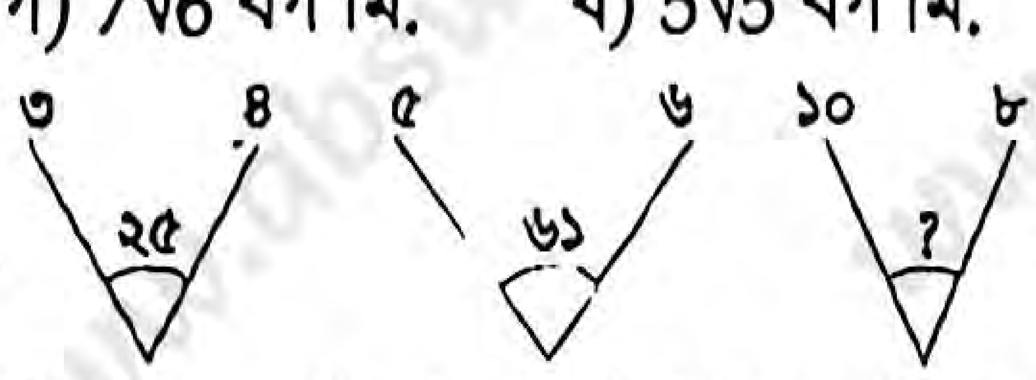

ক) ১৬৯ খ) ১৯১ গ) ৯৭ ঘ) ১৬৪

১৮৬. যদি A = 1 এবং U = 21 হয় তবে, M + O = ?
ক) 33 খ) 23 গ) 28 ঘ) 32

১৮৭. ব্যতিক্রম চিত্রটি চিহ্নিত করুন।
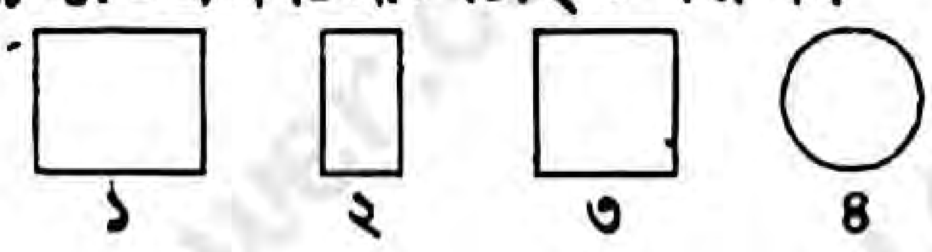

ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

১৮৮. 'MEMORY' শব্দটির আয়নার প্রতিবিম্ব কোনটি?
ক) YROWƎW খ) YЯOMƎM
গ) ⅄ROƎWIW ঘ) YЯOMEM

১৮৯. ২০০৯ সালের ২৮ আগস্ট শুক্রবার ছিল। ঐ বছরের ১ অক্টোবর কী বার ছিল?
ক) বুধবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) কোনোটিই নয়

১৯০. A family must have—
ক) Sister খ) Mother
গ) Member ঘ) Father

১৯১. চরিত্র গঠনে কোন গুণ অপরিহার্য?
ক) শক্তি খ) সামাজিক শক্তি
গ) জাতীয় শক্তি ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ

১৯২. প্লেটো 'সদগুণ' বলতে বুঝিয়েছেন—
ক) প্রজ্ঞা, সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়
খ) আত্মপ্রত্যয়, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ
গ) সুখ, ভালোত্ব ও প্রেম
ঘ) কোনোটিই নয়

১৯৩. মূল্যবোধের অনুপস্থিতিকে বলা হয়—
ক) মূল্যবোধের অবক্ষয় খ) মূল্যবোধের জাগরণ
গ) মূল্যবোধের উন্মেষ ঘ) নৈতিকতার অবক্ষয়

১৯৪. অর্থ ও শিক্ষায় যারা পশ্চাদবর্তী তারাই—।
ক) অনগ্রসর খ) নিঃস্ব
গ) উন্নত ঘ) প্রতিষ্ঠিত

১৯৫. উৎপত্তিগত অর্থে governance শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক) গ্রিক খ) ল্যাটিন গ) ফরাসি ঘ) হিব্রু

১৯৬. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে—
ক) মত প্রকাশের স্বাধীনতা খ) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
গ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ঘ) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা

১৯৭. সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা কে?
ক) প্লেটো খ) এরিস্টটল
গ) সক্রেটিস ঘ) রুশো

১৯৮. সংবিধানের যে ধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—
ক) ধারা ৯ খ) ধারা ১২
গ) ধারা ১১ ঘ) ধারা ২৫

১৯৯. বাংলাদেশের দণ্ডবিধি প্রণীত হয়—
ক) ১৮৭০ সালে খ) ১৮৬০ সালে
গ) ১৯৮০ সালে ঘ) ২০০৬ সালে

২০০. নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান হচ্ছে—
ক) সততা ও নিষ্ঠা খ) কর্তব্যপরায়ণতা
গ) মায়া ও মমতা ঘ) উদারতা

৪৭তম বিসিএস

সমাধান

১৭১.	ক
১৭২.	গ
১৭৩.	খ
১৭৪.	ক
১৭৫.	খ
১৭৬.	ক
১৭৭.	গ
১৭৮.	ঘ
১৭৯.	ক
১৮০.	গ
১৮১.	ক
১৮২.	খ
১৮৩.	ক
১৮৪.	খ
১৮৫.	ঘ
১৮৬.	গ
১৮৭.	ঘ
১৮৮.	খ
১৮৯.	ঘ
১৯০.	গ
১৯১.	ঘ
১৯২.	ক
১৯৩.	ক
১৯৪.	ক
১৯৫.	ক
১৯৬.	ক
১৯৭.	ঘ
১৯৮.	খ
১৯৯.	খ
২০০.	ক

পোল্যান্ডের আইনসভার নাম National Assembly

Combined Bank Job Preparation

বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার, অফিসার (সাধারণ), অফিসার (ক্যাশ) সহ অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংকে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। চাকরি প্রার্থীদের প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে আমাদের এ সংখ্যায় থাকছে সবগুলো বিষয় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ টিপ্স।

বাংলা

- ✓ বাংলা লিপি যে লিপি থেকে এসেছে—ব্রাহ্মী লিপি।
- ✓ যৌগিক স্বরধ্বনি— ঐ, ঔ।
- ✓ খাঁটি বাংলা উপসর্গ— ২১টি।
- ✓ কারক শব্দের অর্থ— যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।
- ✓ চকোলেট শব্দটি এসেছে— মেক্সিকান শব্দ থেকে।
- ✓ ভাষার মৌলিক উপাদান— ধ্বনি।
- ✓ 'বাবুর্চি' যে ভাষার শব্দ— তুর্কি।
- ✓ সন্ধির প্রধান সুবিধা— উচ্চারণের সুবিধা।
- ✓ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক— হুমায়ুন কবির।
- ✓ 'আবোল তাবোল'-এর রচয়িতা— সুকুমার রায়।
- ✓ অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো— অন্ত্যমিল থাকে না।
- ✓ 'পুণ্যে মতি হোক' বাক্যে পুণ্য যে পদরূপে ব্যবহৃত — বিশেষ্য।
- ✓ সংশয়-এর বিপরীতার্থক শব্দ—প্রত্যয়।
- ✓ ইহলোকে যা সামান্য নয়— আলোক সামান্য।
- ✓ সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়— এটি যে বর্তমান কাল— নিত্যবৃত্ত বর্তমান।
- ✓ রাবণের চিতা বাগধারার অর্থ— চির অশান্তি।
- ✓ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইটির লেখক— নীহাররঞ্জন রায়।
- ✓ সূর্য-এর প্রতিশব্দ— আদিত্য।
- ✓ কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই-এ বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ— অক্লান্তকর্মী।
- ✓ 'পদ্মার পলিদ্বীপ' গ্রন্থের রচয়িতা— আবু ইসহাক।
- ✓ আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেন— চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়।
- ✓ স্মৃতিস্তম্ভ যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত— মানচিত্র।
- ✓ 'হে মাটি পৃথিবীপুত্র' কামাল চৌধুরীর যে ধরনের রচনা — কাব্যগ্রন্থ।
- ✓ 'নদীবক্ষে' উপন্যাসটির রচয়িতা— কাজী আবদুল ওদুদ।
- ✓ সিদ্ধ হস্ত অর্থ— অত্যন্ত দক্ষ।
- ✓ ড্যাশ চিহ্নের প্রয়োগ হয় না— সম্বোধন বোঝাতে।
- ✓ এজেন্ট দাপ্তরিক শব্দটি আগত— ইংরেজি ভাষা থেকে।
- ✓ ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম নাটক— নীলদর্পণ।
- ✓ মহাভারত প্রথম অনুবাদ করেন— কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- ✓ 'যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা' বাক্যটি— জটিল বাক্য।
- ✓ ছি ছি, তুমি এত নীচ! বাক্যটি— অনন্বয়ী অব্যয়।
- ✓ অলুক দ্বন্দ্ব সমাস—দুধে-ভাতে।

English

- ✓ My uncle died — the war.— during.
- ✓ I was alarmed— the news of my brother's illness.— at.
- ✓ Scarcely had the game started— the door bell rang.— when.
- ✓ Ivanka Speaks English Fluently; — she knows French.— moreover.
- ✓ I couldn't sleep last night — I was very tired. — because.
- ✓ My parents had given me the money. — I couldn't have afforded the trip.— Otherwise.
- ✓ Rafiq had Mizan — the floor.— clean.
- ✓ We waited until the plane—.— took off.
- ✓ The Parthenon is said — erected in the age of pericles. — to have been.
- ✓ The number of students seeking admission —. — has increased.
- ✓ As soon as he saw me, he — away.— fled.
- ✓ The family doesn't feel — going outing this season.— like.
- ✓ In the sentence "I rather like the smell of petrol", rather is— adverb.
- ✓ The essential part of a sentence is— Verb.
- ✓ I am in class twelve. Here 'am' is— Principal verb.
- ✓ This is a book of the <u>English</u> language. What part of speech is the underlined word?— Adjective.
- ✓ In the sentence 'Oil your own machine', 'oil' is a(n)— Verb.
- ✓ What parts of speech is the underlined word in the following sentence? He led me <u>wrong</u>.— An adverb.
- ✓ 'Tertiary education' refers to — education. — University level.
- ✓ There is — hope of her recovery.— little.
- ✓ He pulled — boy by — ear.— the, the.
- ✓ The antonym of 'huge' is— tiny.
- ✓ The synonym of 'curteous' is— polite.
- ✓ 'Very Primeval' means— Very ancient.
- ✓ The opposite of accidental is— intentional.
- ✓ He is hardworking and—.— so am I.
- ✓ Sweet — the uses of adversity.— are.

পোল্যান্ডের আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট

General Knowledge

- ✓ Indian government has awarded 'Padma Bhushan Award 2020' to the senior diplomat of Bangladesh— Syed Muazzem Ali.
- ✓ BSEC has decided to form 'Subarna Jayanti fund' under the patronage of— CMSF.
- ✓ Bangladesh Post Office (BPO) launch 'Daak Taka' as a digital wallet— 11 December 2017.
- ✓ Frist Geographical Indication Product of Bangladesh— Jamdani.
- ✓ Author of 'The Theory of Every thing' is— Stephen Hawking.
- ✓ Every year the Novel Prizes other than The Peace Prize are awarded at— Oslo.
- ✓ The Constitution of Bangladesh was adopted in— 1972.
- ✓ The name of Turkish currency— Lira.
- ✓ The number of goals in Sustainable Development goals (SDGs)— 17.
- ✓ Dhaka Stock Exchange was founded in— 1954.
- ✓ University of Dhaka was founded in— 1 July 1921.
- ✓ First Asian city that hosted the Olympics is— Tokyo.
- ✓ Suez Canal is between— Mediterranean Sea and Red Sea.
- ✓ Kyoto protocal is related with— Environment.
- ✓ The recently declared monetary policy of Bangladesh Bank is— Accommodative.
- ✓ Leonardo da Vinci was— a great Italian painter sculptor and Architect.
- ✓ The first parliamentary election of Bangladesh was held in— 1973.
- ✓ Winner of 2025 Bangladesh Premier League — Fortune Barishal.
- ✓ The name adopted for Gulf of Mexico by US government— Gulf of America.
- ✓ Operation Devil Hunts Started— 8 February 2025.
- ✓ Kosovo got recognition from Bangladesh— 27 February 2017.
- ✓ World Health Day is observed— 7 April.
- ✓ The American state that is nearest to the former Soviet Union is— Alaska.
- ✓ The city of culture— Paris.
- ✓ The first census of Bangladesh was held in— 1974.
- ✓ The European Central Bank is Based on— Frankfurt.
- ✓ I2U2 is the new grouping formed by— India, USA, UAE and Israel.
- ✓ The largest Ocean of the world is the— Pacific.
- ✓ The full from of IPO is— Initial Public Offering.
- ✓ A Bear Market means. Share prices are— falling.

Mathematics

- ✓ Bilkis invests Tk. 2,400 in the XYZ Bank at 5%. How much additional money must she invest at 8% so that the total annual income will be equal to 6% of her entire investment? — Tk. 1200.
- ✓ Anita had to do a multiplication, instead of taking 35 as one of the multipliers, she took 53. As a result, the product went up by 540. What is the new product?— 1590.
- ✓ Rina and Shila entered into a partnership with their capitals in the ratio 5 : 6. At the end of 8 months, Rina withdraws her capital. If they receive the profit in the ratio 5 : 9, find how long Shila's capital was used? — 12 Month.
- ✓ Pooja is twice as efficient as Aarti and takes 90 days less than Aarti to complete job. Find the time in which they can finish the job together.— 60 days.
- ✓ Mamun bought 50 shares at Tk. 60 and 2 months later, he purchased 25 shares at Tk. 56. At what price should he purchase 25 additional shares in order to have average price of Tk. 58 per share?— Tk. 56.
- ✓ The total income of Habib in 2017, 2018 and 2019 was Tk. 36,400. His income increased by 20% each year. What was his income in 2019?— Tk. 14,400.
- ✓ Company C produces toy trucks at a cost of Tk. 5 each for the first 100 trucks and the 3.5 for each additional truck. If 500 toy trucks were produced by the company C and sold for tk. 10 each, what was company C's gross profit?— Tk. 3100.

Computer

- ✓ Excel workbook is a collection of— worksheet.
- ✓ The process of removing unwanted part of an image is called.— Cropping.
- ✓ By default Footers are printed on— all pages.
- ✓ To open an existing workbook click the open button on the — toolbar. — Standard.
- ✓ The smallest element of an array's index is called— Lower bound.
- ✓ A Groupware is a— software.
- ✓ Swap space exists in— Secondary memory.
- ✓ Full form of URL is— Universal Resource Locator.
- ✓ MBPS stands for— Megabyte per second.
- ✓ Paypal is a— online Money Transfer Service.
- ✓ The World Wide Web is part of the— Internet.

পোল্যান্ডের উচ্চকক্ষের নাম সিনেট

লিখিত প্রস্তুতি ১৩-২০তম গ্রেড

▮ অফিস সহকারী ▮ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ▮ কম্পিউটার অপারেটর ▮ অফিস সহায়ক ▮ উচ্চমান সহকারী ▮ পরিসংখ্যান সহকারী ▮ হিসাব সহকারী ▮ হিসাবরক্ষক ▮ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক ▮ কার্যসহকারীসহ বিভিন্ন পদের জন্য

বাংলা

১. **সন্ধি-বিচ্ছেদ করুন :**
• মরূদ্যান = মরু + উদ্যান • পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ • প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ় • সঞ্চয় = সম্ + চয় • আশীর্বাদ = আশীঃ+বাদ • নীরোগ = নিঃ+রোগ • লঘূর্মি = লঘু + ঊর্মি • চলচ্ছক্তি = চলৎ+শক্তি।

২. **ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন :**
ক. শশব্যস্ত = শশকের ন্যায় ব্যস্ত— উপমান কর্মধারয়।
খ. চতুরঙ্গ = চার অঙ্গের সমাহার— দ্বিগু সমাস।

৩. **বিভক্তিসহ কারক নির্ণয় করুন :**
ক. ডাক্তার ডাক = কর্মে শূন্য।
খ. ছাত্ররা বল খেলে = করণে শূন্য

৪. **অর্থসহ বাক্য রচনা করুন :**
ক. ওজন বুঝে চলা (আত্মসম্মান রক্ষা করা) : ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকেরা সর্বদা নিজের ওজন বুঝে চলে।
খ. ভুঁইফোড় (অর্বাচীন/নতুন) : হাসানের মতো ভুঁইফোড় লোককে কমিটিতে রাখা ঠিক হবে না।
গ. লেফাফা দুরস্ত (বাইরে পরিপাটি) : লোকটি দরিদ্র হলেও চলন ও আচার-আচরণে লেফাফা দুরস্ত।
ঘ. খেজুরে আলাপ (অকাজের কথা) : খেজুরে আলাপ রেখে কাজের কথায় আসুন।
ঙ. চিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা) : আরমান সাহেবতো চিনে জোঁক, একবার মুখ দিয়ে যা বলে তা করেই ছাড়ে।

৫. **এককথায় প্রকাশ করুন :**
ক. ক্ষুদ্র বাগান— বাগিচা
খ. সর্বজনের জন্য হিতকর — সর্বজনীন
গ. চৈত্র মাসের ফসল— চৈতালি
ঘ. হনন করার ইচ্ছা— জিঘাংসা
ঙ. যা অধ্যয়ন করা হয়েছে— অধীত।

৬. **বিপরীত শব্দ লিখুন :**
ক. প্রাচীন — আধুনিক
খ. সন্ধি — বিগ্রহ
গ. সংকীর্ণ — উদার
ঘ. নির্জন — জনাকীর্ণ
ঙ. অমৃত — গরল

English

৭. **Translate into English :**
ক. বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ— Bangladesh is a riverine country.
খ. দুই ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে— It has been raining for two hours.
গ. তোমার এটা করা উচিত— You should do this.
ঘ. স্মার্ট ফোন একসময় জনপ্রিয়তা হারাবে— Smart phones will lose their popularity someday.
ঙ. গায়কের কণ্ঠ খুব সুরেলা— The voice of singer is very sweet.
চ. অন্যের দোষ ধরা সহজ— It is easy to find fault with others.

৮. **Fill in the blanks :**
a. He has been living in Dhaka — ten years.— for
b. The test consists — seventy questions.— of
c. Milk is preferable — tea.— to
d. The Pedestrian was killed — a falling three.— by
e. The professor — Australia amazed the students with her stories.— from
f. He sent me a cheque — Tk. 5000.— for
g. Man must submit — his fate.— to
h. My brother is well versed — Economics.— in

৯. **Change the Gender :**
Drone — Bee • Monk — Nun • Boar — Sow • Milkman — Milkmaid • Colt — Filly • Buck — Doe

১০. **Correct the spelling :**
a. Phenix — phoenix
b. Quoram — quorum
c. Superceed — supersede
d. Miscriant — miscreant
e. Quee — queue

১১. **Make sentence with meaning :**
a. At a pinch (প্রয়োজনে) : I can help at a pinch if you need.
b. Big wing (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) : We were invited to a lunch with local big wings.
c. Cold feet (ভয় পাওয়া) : He had a cold feet before his big speech.
d. Hall mark (ছাপ দেওয়া) : It has all the hallmarks of a successful movie.
e. Point blank (খোলাখুলি) : Two bullets were fired into the air at point blank range.

গণিত

১২. একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৩ গুণ। প্রতি বর্গমিটারে ৭.৫০ টাকা দরে ঘরটির মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট ১১০২.৫০ টাকা ব্যয় হয়। ঘরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করুন।

সমাধান : মনে করি, ঘরটির প্রস্থ = x মি.

∴ " দৈর্ঘ্য = ৩x "

∴ " ক্ষেত্রফল = ৩$x \times x$ = ৩x^2 বর্গমি.

প্রশ্নমতে, ৩x^2 = $\frac{১১০২.৫০}{৭.৫০}$

আল খাওয়ারিজমি

⇒ ৩x^2 = ১৪৭

⇒ x^2 = ৪৯

⇒ x = $\sqrt{৪৯}$

⇒ x = ৭

ঘরটির প্রস্থ = ৭ মি.

এবং দৈর্ঘ্য = ৩ × ৭ = ২১ মি.

উত্তর : দৈর্ঘ্য ২১ মি. এবং প্রস্থ ৭ মি.।

১৩. একই হার মুনাফায় কোন আসল ৬ বছরে মুনাফা-আসলে দ্বিগুণ হলে, কত বছরে তা মুনাফা-আসলে তিনগুণ হবে?

সমাধান : মনে করি, আসল ১০০ টাকা

১ম ক্ষেত্রে,

মুনাফা-আসল = (১০০ × ২) টাকা = ২০০ টাকা

মুনাফা = (২০০ − ১০০) টাকা = ১০০ টাকা

২য় ক্ষেত্রে,

মুনাফা-আসল = (১০০ × ৩) টাকা = ৩০০ টাকা

মুনাফা = (৩০০ − ১০০) টাকা = ২০০ টাকা

১০০ টাকা সুদ হয় = ৬ বছরে

∴ ১ টাকা সুদ হয় = $\frac{৬}{১০০}$ বছরে

∴ ২০০ টাকা সুদ হয় = $\frac{৬ \times ২০০}{১০০}$ বছরে

= ১২ বছরে

উত্তর : ১২ বছর।

১৪. ল.সা.গু নির্ণয় করুন : $x^2 + 3x + 2, x^2 - 1, x^2 + x - 2$

সমাধান :

১ম রাশি $= x^2 + 3x + 2$
$= x^2 + 2x + x + 2$
$= x(x + 2) + 1(x + 2)$
$= (x + 2)(x + 1)$

২য় রাশি $= x^2 - 1$
$= (x + 1)(x - 1)$

৩য় রাশি $= x^2 + x - 2$
$= x^2 + 2x - x - 2$
$= x(x + 2) - 1(x + 2)$
$= (x + 2)(x - 1)$

∴ নির্ণেয় ল.সা.গু. $= (x + 1)(x + 2)(x - 1)$
$= (x^2 - 1)(x + 2)$

উত্তর : $(x^2 - 1)(x + 2)$

সাধারণ জ্ঞান

১৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

ক. কসোভোর রাজধানীর নাম কী?
উত্তর : প্রিস্টিনা।

খ. বর্তমানে কয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়?
উত্তর : ৬টি।

গ. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বঙ্গোপসাগরে।

ঘ. সুইডেনের মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : সুইডিশ ক্রোনা।

ঙ. বাংলাদেশে 'e-TIN' চালু করা হয় কত সালে?
উত্তর : ২০১৩ সালে।

চ. HTTP-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Hypertext Transfer Protocol.

ছ. অ্যামাজন-এর ক্লাউড প্লাটফর্মের নাম লিখুন।
উত্তর : AWS (Amazon Web Services).

জ. কম্পিউটার মেমোরি কী দিয়ে তৈরি হয়?
উত্তর : সিলিকন দিয়ে।

ঝ. আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক কে?
উত্তর : রকিবুল হাসান।

ঞ. উড়োজাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রের নাম কী?
উত্তর : ট্যাকোমিটার।

ট. বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।

ঠ. IPEC-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : International Programme on the Elimination of Child Labour.

ড. সর্বপ্রথম ই-বিজনেস শুরু করে কোন কোম্পানি?
উত্তর : আমাজন।

ঢ. বিশ্ব বন দিবস কবে?
উত্তর : ২১ মার্চ।

ণ. বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্য জাহাজের নাম কী?
উত্তর : বাংলার দূত।

ত. ই-মেইল এর ক্ষেত্রে CC-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Carbon Copy.

থ. বিখ্যাত 'ট্রয় নগরী' কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : তুরস্ক।

দ. 'উয়ারী বটেশ্বর' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নরসিংদী।

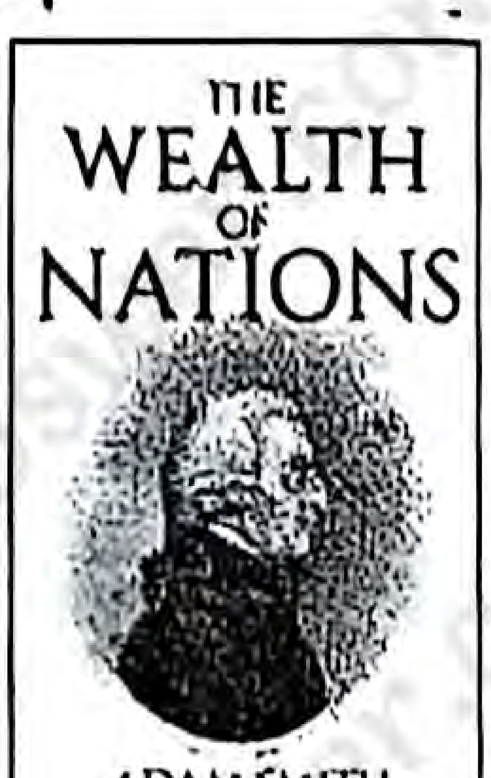

ধ. দেশের একমাত্র উপকূলীয় নদীবন্দর কোনটি?
উত্তর : সন্দীপ উপকূলীয় নদীবন্দর।

ন. 'The Wealth of Nations' গ্রন্থটির লেখক কে?
উত্তর : এডাম স্মিথ।

Question Bank on New Circular

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে বিগত পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন নিয়ে এবারের আয়োজন।

খাদ্য অধিদপ্তর

পদ : সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক

পরীক্ষা : ৩ ডিসেম্বর ২০২১

❖ বিট কয়েন কী?
— ডিজিটাল মুদ্রা।
❖ 'শোনো একটি মুজিবুরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি'—গানটির রচয়িতা কে?
— গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
❖ মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন কতজন?
— ৬ জন।
❖ 'মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা'—কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
— নির্মলেন্দু গুণ।
❖ নাগার্নো-কারাবাখ যুদ্ধের অবসানে কোন দেশ মধ্যস্থতা করে?
— রাশিয়া।
❖ পদ্মা সেতুতে স্প্যানের সংখ্যা কতটি?
— ৪১।
❖ কোন ভেরিয়েন্টে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে?
— B.1.617.2।
❖ কোন আলোক রশ্মি ত্বকে ভিটামিন তৈরিতে সাহায্য করে?
— আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি।
❖ নিম্নে কোনটি মুক্তিযুদ্ধের ১নং সেক্টর ছিল?
— চট্টগ্রাম।
❖ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
❖ "আমার ঘরের চাবি পরের হাতে"—গানটির রচয়িতা কে?
— লালন শাহ।
❖ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস কোনটি?
— নেকড়ে অরণ্য।
❖ রাইডার কাপ ট্রফি কোন খেলার সাথে জড়িত?
— গলফ।
❖ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কয়টি?
— ৪টি।
❖ বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সাল এবং উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সাল কোনটি?
— ১৯৭৫, ২০২৬।
❖ বাংলাদেশ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সদস্য পদ লাভ করেন কত তারিখে?
— ১২ নভেম্বর ১৯৭৩।
❖ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছেড়ে বিশ্বের বুকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে সর্বশেষ আত্মপ্রকাশ করেছে কোন দেশ?
— বার্বাডোস।
❖ জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সর্বোচ্চ কূটনীতিকদের বলা হয়?
— অ্যাম্বাস্যাডার।
❖ ঢাকা গেট নির্মাণ করেন কে?
— মীর জুমলা।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

পদ : বিভিন্ন পদ

পরীক্ষা : ৪ জুন ২০২১

❖ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
— আরেক ফাল্গুন।
❖ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা কোনটি?
— একাত্তরের দিনগুলি।
❖ 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থার নাম—
— GAVI।
❖ বাংলাদেশে জিওলজিক্যাল সার্ভে অনুযায়ী সম্প্রতি কোন জেলায় লোহার খনি পাওয়া গেছে?
— দিনাজপুর।
❖ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়—
— প্রাকৃতিক গ্যাস।
❖ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে কোন দেশে?
— যুক্তরাজ্য। [Note : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]
❖ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে হেল্পলাইন হলো—
— ১০৯।
❖ ফরমোজার বর্তমান নাম কি?
— তাইওয়ান।
❖ 'ডেড সী' কি?
— একটি হ্রদ।
❖ UNDP-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
— নিউইয়র্ক।
❖ ঢাকায় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান কোনটি?
— বাহাদুরশাহ পার্ক।
❖ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ নারী কে?
— প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
❖ কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?
— এ. কে. ফজলুল হক।
❖ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারি হয় কত সালে?
— ১৯৮৭।
❖ মুক্তিযুদ্ধের সময় রংপুর জেলা কত নং সেক্টরে ছিল?
— ৬।
❖ টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের কোন নদীর উজানে নির্মিত?
— বরাক।
❖ 'গ্রিনব্যাক' নামে পরিচিত
— মার্কিন ডলার।

পোল্যান্ডের সিম (Sejm)-এর সদস্য সংখ্যা ৪৬০ জন

www.abswer.com

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পদ : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা

পরীক্ষা : ১৪ অক্টোবর ২০২২

❖ 'কারাগারের রোজনামচা'—
— দিনলিপি।
❖ 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশের উদ্যোক্তা—
— বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
❖ 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হলেন?
— কাঁকন বিবি।
❖ ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কোন জেলার উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে?
— ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জ।
❖ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি?
— ৫টি।
❖ 'গন্ডোয়ানাল্যান্ড' কোন স্থানের পূর্বনাম?
— দিনাজপুর।
❖ ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র কোনটি?
— স্পারসো।
❖ বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে—
— পঞ্চগড়ে।
❖ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানাটি কোথায় অবস্থিত?
— ফেঞ্চুগঞ্জ।
[Note : দেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা ঘোড়াশাল— পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা। যা নরসিংদীতে অবস্থিত।]
❖ বাংলাদেশের কোথায় প্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপিত হয়?
— টুঙ্গিপাড়া।
❖ বাংলাদেশের পাহাড় শ্রেণির ভূতাত্ত্বিক যুগের ভূমিরূপ হচ্ছে—
— টারশিয়ারি যুগের।
❖ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ কোনটি?
— ষাট গম্বুজ মসজিদ।
❖ এদেশে প্রথম কোন শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্য সুপারিশ করে?
— কুদরত-ই খুদা কমিশন, ১৯৭৪।
❖ বাংলাদেশ কোন অলিম্পিক গেমসে প্রথম অংশগ্রহণ করে?
— লস এঞ্জেলস।
❖ ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগের সংখ্যা কতটি?
— (ক) ৭টি (খ) ৬টি (গ) ৯টি (ঘ) ১০টি
[Note : বর্তমানে ১১টি]
❖ বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি 'ব্রাহ্মীলিপি' কোথায় পাওয়া যায়?
— মহাস্থানগড়।
❖ তিনবিঘা করিডোর কোন জেলায়?
— লালমনিরহাট।
❖ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রামে কতটি তারকা চিহ্ন রয়েছে?
— ৪টি।
❖ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার কে?
— এএনএ সাহা।
❖ ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়?
— মুঘল আমলে।
❖ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন?
— ২ বছর।
❖ কার্ল মার্কস নিম্নের কোন বইটির রচয়িতা?
— Das Capital।
❖ পানামা খাল কোন কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে—
— আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর।
❖ গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ কোথায় অবস্থিত?
— অস্ট্রেলিয়া।
❖ Adam's Peak তীর্থস্থানটি কোথায় অবস্থিত?
— শ্রীলংকা।
❖ তাসখন্দ চুক্তি কোন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
— পাকিস্তান ও ভারত।
❖ ইউফ্রেটিস নদীর অন্যনাম কী?
— ফোরাত।
❖ বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
— বঙ্গ।
❖ বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে?
— ১৯১১।
❖ WTO-এর সদর দপ্তর কোন শহরে?
— জেনেভা।
❖ NATO-কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়?
— ১৯৪৯।

বিজ্ঞপ্তির কিছু পদ ও গ্রেড

প্রতিষ্ঠান	পদের নাম	পদ সংখ্যা	গ্রেড
সমবায় অধিদপ্তর	সহকারী পরিদর্শক	১০৫	১৪
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	ফিল্ড অফিসার	১৭	১০
খাদ্য অধিদপ্তর	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	৪২৯	১৩
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	২৩	৯
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	বিভিন্ন পদ	—	৯-১৩

পোল্যান্ডের প্রথম প্রেসিডেন্ট Wojciech Jaruzelski

❖ সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বলতে কী বোঝায়?
— বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম।
❖ আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক বা জনক?
— ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা।
❖ Sustainable Development Goals (SDGs) কয়টি?
— ১৭।
❖ 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত কে?
— খান আব্দুল গাফফার খান।
❖ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ কী ধরনের স্যাটেলাইট হবে?
— আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট।
❖ কোন ধরনের শিলায় জীবাশ্ম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে?
— পাললিক শিলা।
❖ কোনটি নবায়নযোগ্য সম্পদ?
— বায়ু।
❖ প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো—
— মিথেন।
❖ হৃদযন্ত্রের সংকোচন হওয়াকে বলা হয়—
— সিস্টোল।
❖ নিচের কোন প্রযুক্তি Face Recognition System এর সহায়ক ভূমিকা পালন করে?
— Applied Artificial Intelligence (AI)।
❖ ওজোন স্তর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে অবস্থিত?
— স্ট্র্যাটোমণ্ডল।
❖ বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় কোন যন্ত্রের মাধ্যমে?
— লাউড স্পিকার।

পদ : সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
পরীক্ষা : ১১ মার্চ ২০২৩

❖ বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা কে?
— অ্যাটর্নি জেনারেল।
❖ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম কোন এলাকা মুক্ত হয়?
— যশোর ও সিলেট।
❖ গেরিলা চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
— নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।
❖ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে?
— আলমগীর কবির।
❖ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ কোন সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?
— ৮ নম্বর।
❖ দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ হয়
— ১১ মে, ২০১৮।
[Note : বর্তমান নাম বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১]
❖ পদ্মা বহুমুখী সেতু উদ্বোধন করা হয়
— ২৫ জুন, ২০২২।
❖ অপরাজেয় বাংলার স্থপতি কে?
— সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ।
❖ কোন ভিটামিনের অভাবে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়?
— ভিটামিন-ই।
❖ ইন্টারনেট চালু হয় কত সালে?
— ১৯৬৯।
❖ ভারত উপমহাদেশে বিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান—
— সিভি রমন।
❖ ম্যাকমোহন লাইন কোন দেশের সীমারেখা?
— ভারত ও চীন।
❖ সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে সংযোজিত করে?
— লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর।
❖ আমেরিকা কার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে
— ব্রিটেন।
❖ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের নাম কি?
— সিনেট।
❖ কার নেতৃত্বে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকা আবিষ্কার করা হয়?
— সারাহ গিলবার্ট।
❖ এশিয়াকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে কোন প্রণালী?
— বাবেল মান্দেব প্রণালী।
❖ বিশ্বের কোন দেশ সর্বাধিক প্রতিবেশি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত?
— চীন।
❖ দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়?
— বাফার রাষ্ট্র।
❖ কোন দেশের সংবিধান সবচেয়ে ছোট?
— যুক্তরাষ্ট্রের।

সমবায় অধিদপ্তর

পদ : সহকারী পরিদর্শক/মহিলা সহকারী পরিদর্শক
পরীক্ষা : ২৬ মে ২০২৩

❖ বাংলাদেশে মোট সিটি কর্পোরেশন কয়টি?
— ১২টি।
❖ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কত জন ছিল?
— ৩৪ জন।
❖ অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
— হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
❖ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় কবে থেকে?
— ১৯৬০।
❖ বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ওয়ানডে এবং টেস্ট ম্যাচ অভিষেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন—
— মোস্তাফিজুর রহমান।
❖ উপমহাদেশে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র কোনটি?
— জামাই ষষ্ঠী।

❖ জাতীয় বীমা দিবস কবে?
— ০১ মার্চ।
❖ জাতীয় পতাকা কখনো অর্ধনমিত হয়না কোন দেশে?
— সৌদি আরব ও ইরান।
❖ ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংস্থার নাম কি?
— DGSE।
❖ 'The Strategic Victory' গ্রন্থের লেখক কে?
— ফিদেল ক্যাস্ট্রো।
❖ 'START-2' কি?
— কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পদ : ফিল্ড অফিসার
পরীক্ষা : ২৩ জুন ২০২৩

❖ কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়?
— ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
❖ ASIO কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা?
— অস্ট্রেলিয়া।
❖ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক কে?
— ডব্লিউ. এস. ওডারল্যান্ড।
❖ কোন দেশে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ স্ট্রিট'?
— আইভরিকোস্ট।
❖ বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমা কত?
— ১২ নটিক্যাল মাইল।
❖ বাংলাদেশ কবে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়?
A. ২১ মার্চ ২০১৮ B. ২০ মার্চ ২০১৮
C. ২৬ মার্চ ২০১৮ D. ২৮ মার্চ ২০১৮
[Note : ১৬ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণের স্বীকৃতি পায়। Committee for Development Policy (CDP) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ করে।]
❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক সময়ে কোন সেক্টরে জাতিসংঘ কর্তৃক অ্যাওয়ার্ড পান?
— SDG Progress Award.
❖ বাংলাদেশের হস্তলিখিত সংবিধানে প্রথম স্বাক্ষর করেন কে?
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
❖ আয়তনে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সিটি কর্পোরেশন কোনটি?
— গাজীপুর।
❖ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে 'জুডিশিয়াল এক্সপার্ট' হিসেবে প্রথমবারের মতো কতজন বাংলাদেশী নারী বিচারক নিয়োগ পান?
— ৪ জন।
❖ বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক একদিনের খেলায় কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম জয়লাভ করে?
— কেনিয়া।
❖ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' কোন দেশ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়?
— যুক্তরাষ্ট্র।
[Note : বর্তমান নাম বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১]
❖ পিপিপি এর পূর্ণরূপ কোনটি?
— পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ।
❖ পদ্মা সেতুতে কতটি স্প্যান রয়েছে?
— ৪১টি।
❖ বাংলাদেশের কোন মসজিদকে ইউনেস্কো 'বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান' ঘোষণা করেছে?
— ষাট গম্বুজ মসজিদ।
❖ ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে কোন বাংলাদেশী বোলার অভিষেক ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন?
— তাইজুল ইসলাম।
❖ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় কত দফা প্রণয়ন করা হয়েছিল?
— ১১ দফা।
❖ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের আকার—
— ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা।
❖ OPEC এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
— ভিয়েনা।
❖ 'নর্ড স্ট্রিম-২' পাইপলাইন প্রকল্প কোন সাগরের তলদেশে অবস্থিত?
— বাল্টিক সাগর।
❖ বর্তমানে বিশ্বে তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
— যুক্তরাষ্ট্র।
❖ 'মোসাদ' এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
— তেল আবিব।
❖ ২৫তম শীতকালীন অলিম্পিক কোন শহরে অনুষ্ঠিত হবে?
— মিলান।
❖ টেলিভিশনে ছবি প্রেরণের সময় ছবিকে যে পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয় তাকে কি বলা হয়?
— স্ক্যানিং।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (NSI)

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (NSI) বাংলাদেশের প্রধান ও স্বাধীন আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭২ রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে 'জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষ কিছু কর্মকর্তাদের এই বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে সংস্থাটির কার্যক্রম শুরু হয়। এটি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে পরিচালিত হয়, যা বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন। NSI'র প্রধানকে মহাপরিচালক বলা হয়। এর সদর দপ্তর ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত।

৪৪তম বিসিএস, সমন্বিত ব্যাংক নিয়োগসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মৌখিক পরীক্ষা চলমান। Viva বা মৌখিক পরীক্ষায় একজন প্রার্থীকে নানাভাবে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। সেসব দিকে বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের পরামর্শে এবারের এ নমুনা ভাইভার আয়োজন।

প্রার্থী : আস্সালামু আলাইকুম, আসতে পারি স্যার?

চেয়ারম্যান : ওয়ালাইকুম আস্সালাম। আসুন, বসুন।

প্রার্থী : ধন্যবাদ, স্যার।

চেয়ারম্যান : কোথায় পড়াশুনা করেছেন?

প্রার্থী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চেয়ারম্যান : কোন Department?

প্রার্থী : Department of Islamic History & Culture.

এক্সটারনাল-১ : বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩তম গভর্নরের নাম কী?

প্রার্থী : আহসান এইচ মনসুর।

এক্সটারনাল-১ : কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন?

প্রার্থী : কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন তারল্য সংকটে পড়ে এবং সব উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

এক্সটারনাল-১ : বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য কী?

প্রার্থী : বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো— ক. বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্ব, খ. অর্থের নিরপেক্ষতা, গ. মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন রোধ করা ও ঘ. অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

এক্সটারনাল-২ : নারীর ক্ষমতায়ন কী?

প্রার্থী : স্যার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষমতাকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে।

এক্সটারনাল-২ : ইক্যুয়ালিটি ও ইক্যুয়িটি কী?

প্রার্থী : ইক্যুয়ালিটি হলো সমতার নীতি আর ইক্যুয়িটি হলো ন্যায্যতার নীতি।

এক্সটারনাল-২ : সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন বলতে কী বোঝায়?

প্রার্থী : স্যার, আব্রাহাম মাসলোর মতে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন বা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা মূলত মানুষ তার সৃষ্টিশীল কাজ ও সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে অমর হয়ে থাকতে চায়।

এক্সটারনাল-৩ : আমাদের দেশে CETP কোথায় আছে? এবং সেটা কি ইফেক্টিভ?

প্রার্থী : আমার দেখা মতে হাজারিবাগে ট্যানারি ইনডাস্ট্রিয়াল স্টেটে CETP রয়েছে। কিন্তু এটি সেই অর্থে কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারছে না বলে ধলেশ্বরী নদীও বুড়িগঙ্গার মতো দূষিত হচ্ছে।

এক্সটারনাল-৩ : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঁচামাল কী?

প্রার্থী : ইউরেনিয়াম।

এক্সটারনাল-৩ : ইউরেনিয়াম কী?

প্রার্থী : এটি একটি তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ যা প্রকৃতিতে আকরিক হিসেবে পাওয়া যায়।

এক্সটারনাল-৩ : জলবিদ্যুৎ কীভাবে উৎপাদন করা হয়?

প্রার্থী : জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সাধারণত নদীর এমন একটি অংশকে বেছে নেওয়া হয়, যেখানে বাঁধ দিয়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে পানি প্রবাহ করা যায়। পানির স্রোত বা চাপকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পানির গতিশক্তিকে ধরার জন্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত হয় টারবাইন। গতিশীল পানি এসে ধাক্কা দেয় টারবাইনের পাখায়। টারবাইনের চাকার সঙ্গে যুক্ত থাকে জেনারেটর। তাই চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটরও ঘুরতে থাকে। জেনারেটর যান্ত্রিক শক্তিকে পরিণত করে বিদ্যুৎ শক্তিতে।

চেয়ারম্যান : What is good governance?

প্রার্থী : Sir, Good governance is the process of governing system that ensures human rights, rule of law and participation of the citizen.

চেয়ারম্যান : What are the elements of good governance?

প্রার্থী : Sir, Elements are Participation, Rule of law, Equity, Efficiency, Responsiveness, Accountability and Transparency.

চেয়ারম্যান : Best wishesh for your future.

প্রার্থী : Thank you, Sir. Assalamu alikum.

[সংগৃহীত ও পরিমার্জিত]

গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি

[শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২০২৫]

GST (General, Science and Technology)

গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের চূড়ান্ত ভর্তি টিপস

মানবিক : ২ মে ২০২৫; ১১-১২টা

বিজ্ঞান : ৯ মে ২০২৫; ৩-৪টা

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলা

গদ্য

- 'এ আর দেখিব কী। খাদ নাই' উক্তিটি— সেকরার।
- বিলাসী গল্পে ঋতুর উল্লেখ আছে—গ্রীষ্ম, বর্ষা।
- মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত মিল— সত্যের মিল।
- মানব-কল্যাণ ফলপ্রসু হয় না— মনুষ্যত্ব উপেক্ষিত হলে।
- 'মাসিপিসি' গল্পে শকুন হচ্ছে— মন্বন্তরের প্রতীক।
- 'এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে'। উক্তিটি যে গল্পের— রেইনকোট।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য— সত্য ও ধর্ম।
- 'গৃহ' প্রবন্ধ অনুসারে যার স্বামী দরিদ্র কিন্তু কুলীনবিদ্বান — খদিজার স্বামী হাশেম।
- 'আহ্বান' গল্পে লেখক তার নতুন ঘরে ওঠে— জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে।
- বুড়ি বারবার গোপালের কাছে যেতেন— স্নেহ ভালোবাসার টানে।
- মাদাম লাইসেলের ব্যথিত হওয়ার অন্যতম কারণ— বাসকক্ষের দারিদ্র্য।
- 'ওনারে কন, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে'- উক্তিটি— হাসুনির মার।

পদ্য

- 'মেঘনাদবধ' কাব্যে 'রাক্ষসরাজনুজ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে— বিভীষণকে।
- 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে'।-পরের পঙ্‌ক্তি— দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
- কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ— অগ্নিবীণা।
- 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' চরণটি যে কবিতার— তাহারেই পড়ে মনে।
- 'নাই হলো, না হোক এবারে' যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— বসন্ত-বন্দনা রচনা প্রসঙ্গে।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য— যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় চারদিকে যে বাগান— মানবিক বাগান।
- কবি সুচেতনাকে তুলনা করেছেন— দূরতর দ্বীপের সঙ্গে।
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন যাদের ডাক দিয়েছেন— শ্রমজীবীদের।

ব্যাকরণ

ধ্বনি ও বর্ণ

অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি— ক, চ, ট, ত ও প • তাড়ন জাত ধ্বনি— ড়, ঢ়।

উচ্চারণ

আত্মগ্লানি (আতৃতোঁগ্লানি) • পাপিষ্ঠ (পাপিশ্‌ঠো) • সমৃদ্ধি (শম্‌মৃদ্‌ধি)।

পদ

ব্যাঘাত এর বিশেষণ— ব্যাহত • 'এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে' এখানে তবু হচ্ছে— অব্যয়।

উপসর্গ

'কদবেল' শব্দে 'কদ' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে— নিন্দিত অর্থে • ফারসি উপসর্গ— নিম, দর, ফি, বদ।

সমাস

তরুলতা— তরু ও লতা = দ্বন্দ্ব • প্রতিবিপ্লব— বিপ্লবের বিপরীত = অব্যয়ীভাব।

বাক্য

'মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে'— এটি সরল বাক্য • হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল'-বাক্যটির জটিল রূপ— যে হৈমন্ত্রী চুপ করিয়া রহিল।

বানান/বাক্য শুদ্ধি

ঝঞ্ঝাট • শ্রদ্ধাঞ্জলি • বহিষ্কার • ইতোমধ্যে • নূপুর • গরু-ছাগলের বিরাট হাট • তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম

পারিভাষিক শব্দ

Concoct = বানিয়ে বলা • Anticipation = প্রাকচিন্তন

সন্ধি

'কিংবদন্তি = কিম্‌ + বদন্তি • অহরহ = অহঃ + অহ • 'মন্বন্তর' = মনু + অন্তর • বনৌষধি = বন + ঔষধি

কারক

তারা তীর্থে যাত্রা করল— সম্প্রদানে ৭মী • সোজা পথে চল না কেন— করণে ৭মী • বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি— কর্মে শূন্য।

সমার্থক শব্দ

রাত্রি : অমা, যামিনী, শর্বরী, ক্ষণদা, নিশীথ, তমা

ভ্রমর : অলি, শিলীমুখ, ভ্রমরক, দ্বিরেফ, ভৃঙ্গ, মধুলেহ

বাগধারা

বিদ্যার জাহাজ— অতিশয় পণ্ডিত • ব্যাঙের লাথি— নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান।

ENGLISH

- Our family is on very good terms with his family. Here 'good terms' means— warm relationship.
- When I was in Dhaka I — my eyes tested.— had
- — my friends knew that I had got the job. — Not many of
- Paban hurt himself. He fell — his bike. — off
- Noun form of the word 'compete'—competition.
- No sooner — the house than it started raining.— had I left
- If I had known, I — met her. — would have
- I asked the student — on the topic. — to comment
- A boat journey is — than a journey by road. — safer
- — the restaurant was small, the food was excellent.— Although
- We live close — the city center.— to
- The pictures moved rapidly— the screen. — on
- The antonym of the word 'forward' is— backward.
- I have never — an illness for a long time.— had
- He said nothing — a long time.— for
- The — of the camel was found lying.— carcass
- The author of 'War and Peace' is— Tolstoy.
- 'To flog a dead horse' means — to take interest in an obsolete object.
- An adverb — modifies an adjective.
- The crowd — hasty before the police came. —had turned
- It must — last night.— have rained
- Elusive means — deceptive and difficult.
- A close antonym of 'angry' is — contented.
- 'Sympathy' is synonymous with — compassion.
- None but the brave — the fair.— deserve
- You are departing — the truth.— from
- Mind your own business. Here 'mind' is— verb.
- 'Comprehension' means — the ability to understand completely.
- The word 'radiation' is— noun.
- My friend — before I came.— had left
- We walked — the end of the road.— to
- The rain ceased and the bird — to sing.— started.
- The passive form of 'The storm damaged the banyan tree' is — The banyan tree was damaged by the storm.
- 'At the eleventh hour' means — at the last time.
- The exams were drawing near, the word 'near' is— adverb.
- A person who eat human flesh is called — cannibal.
- I am entitled — a share in the profit.— to
- The antonym of 'hindrance' is— advantage.
- 'To breathe one's last' means— to die.
- The adjective of the word 'brother' is—brotherly.
- He said, 'We are all sinners'. Indirect is — He said that we are all sinners.
- 'Maiden speech' means— first speech.
- The man is devoid — common sense.— of
- The synonym of 'misled' is— misguide.
- The antonym of 'organize' is— disorganize.
- The expression 'look down on' means— to hate.
- Keep watch on my bag lest the thief— steal it.— should
- Milton was the author of— Paradise Lost.
- The passive form of — His friend laughed at him.'— He was laughed at by his friend
- He made me—.— laugh
- Roentgen won — Nobel Prize in 1901.— the
- Of — two girls she is better.— the
- 'Smoke fills the room.' Correct passive form is— The room is filled with smoke.
- Passive form of 'Do you know them?' — Are they known to you?
- I shall go <u>where he lives</u>. The underlined part is — adverbial clause.
- Tell me <u>what you know</u>. The underlined part is — noun clause.
- 'Only Allah can help us.' Make it negative. — None but Allah can help us.
- My uncle arrived while I — the dinner.— was cooking
- You cannot help — to the party. — coming
- I fancy I — pale. — turned
- Don't let that — you.— bother.
- He said to me, 'Wait until I come.' Correct indirect speech is — He told me to wait until he came.
- Had I car, I — fast. — would come
- If you —, you would have won.— had tried
- A group of crows is called — a murder of crows.

Collective Nouns for Animals

A group of owls	a parliament of owls
A group of elephants	a herd of elephants
A group of frogs	an army of frogs
A group of monkeys	a troop of monkeys
A group of kangaroos	a mob of kangaroos

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ

- মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন— ৭১২ সালে।
- সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা— খিজির খাঁ।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়— ২১ এপ্রিল ১৫২৬।
- কাবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রচলন করেন— শেরশাহ।
- মাস্টার দা সূর্যসেন পেশায় ছিলেন— শিক্ষক।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয়— ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
- ভারত বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন — জগজিৎ সিং অরোরা।
- বাঘাশাহী হলো— উন্নতজাতের আম।
- বাংলাদেশে প্রথম গণভোট হয়— ৩০ মে ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করেন— ১ জানুয়ারি ১৯৭৬।
- এ দেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই-এই উক্তিটি— ইয়াহিয়া খানের।
- অপরাজেয় বাংলার অবস্থান— কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই— ২৯টি জেলায়।
- যে জেলায় সর্বাধিক বনভূমি আছে— বাগেরহাট।
- দেশে প্রথম টিকাদান কর্মসূচি চালু হয়— ৭ এপ্রিল ১৯৭৯।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা যে অনুচ্ছেদে রয়েছে— ৩নং।
- রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের ইংরেজি নাম— President's Office.
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৩ জানুয়ারি ১৯৮২।
- জেলা পরিষদের মেয়াদকাল— ৫ বছর।
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার— শাহ আবদুল হামিদ।
- বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল— এম এইচ খন্দকার।
- ISPR-এর পূর্ণরূপ— Inter-Services Public Relations।
- ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত— ঈশ্বরদী, পাবনা।
- উফশী হলো— উচ্চ ফলনশীল জাত।
- দেশের একমাত্র উপজাতি বীরবিক্রম— ইউকে চিং।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট— কানিজ ফাতিমা রোকসানা।
- বাংলাদেশের বিমান বাহিনী জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৭ জুন ১৯৮৭।
- আউশ ধান রোপন করা হয়— জুলাই-আগস্ট মাসে।

আন্তর্জাতিক

- এশিয়ার যে অঞ্চলে সারা বছর পরিচলন বৃষ্টি হয়— ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া।
- ফ্যাসিজমের প্রবর্তক— বেনিটো মুসোলিনি।
- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস— ১০ অক্টোবর।
- আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর অবস্থিত— মিসরে।
- ডেইলি মাভেরিক হলো— একটি পত্রিকা।
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সংবিধান— মোনাকো।
- ইনকা সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে— ষোড়শ শতাব্দীতে।
- সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন— প্লেটো।
- দ্য ভিঞ্চি কোড বইটির লেখক— জন ব্রাউন।
- প্রশান্ত মহাসাগরের নামকরণ করেন— ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান।
- পারস্য উপসাগরে অবস্থিত— বাহরাইন দ্বীপ।
- নাইটিঙ্গেল অব ইন্ডিয়া বলা হয়— সরোজিনী নাইডুকে।
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে শীর্ষ দেশ— ভারত।
- ইসরায়েলের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী— গোল্ডা মেয়ার।
- ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন— হো চি মিন।
- সাত পাহাড়ের শহর বলা হয়— রোমকে।
- রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন— রাজা রোমিউলাস।
- 'মলোটভরিবেন প্রোপ' চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন— স্ট্যালিন ও মুসোলিনি।
- Dead Heart of Africa বলা হয়— শাদকে।
- জনসংখ্যায় দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ— ব্রাজিল।
- আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম নগরী— নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- রাশিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের আসন— ৪৫০টি।
- সুবর্ণভূমি যে দেশের বিমানবন্দর— থাইল্যান্ড।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বত শ্রেণি— আন্দিজ পর্বতমালা।
- পানামা খাল ব্যবহারকারী প্রধান দেশ— যুক্তরাষ্ট্র।
- পান্নার দ্বীপ বলা হয়— আয়ারল্যান্ডকে।

অন্যান্য

- আর্সেনিকের প্রতীক— As।
- মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হলো— আচরণ।
- সমাজ মূলত— সংগঠন।
- Too much money Choses too few goods উক্তিটি— কুলবর্নের।
- CPI-এর পূর্ণরূপ— Consumer Price Index।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শক্তিশালী মাধ্যম— রাষ্ট্র।
- বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ— ২০.৭১%।
- বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ হলো— বায়ু।
- আবেগ প্রধানত দুই প্রকার— আত্মকেন্দ্রিক ও পরকেন্দ্রিক।
- উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষাদান করে— পৌরনীতি।
- পৌরনীতি ও অর্থনীতি একে অপরের— পরিপূরক।

বায়োডিগ্রেডেবল

প্লাস্টিক সহজে পচে না, মাটি বা পানিতে মিশে পরিবেশে শত শত বছর থেকে যায়। ধীরে ধীরে প্লাস্টিক ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা হয়ে পরিণত হয় মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ন্যানোপ্লাস্টিকে। এ সমস্যার সমাধান হিসেবে উদ্ভাবন করা হয় বায়োডিগ্রেডেবল বা পচনশীল প্লাস্টিক। বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়; পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক উপকরণ, যেমন গম, ভুট্টা, কাসাভার (শিকড় জাতীয় এক ধরনের আলু) শ্বেতসার (স্টার্চ)।

বিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞান

- মঙ্গল গ্রহের ব্যাস 6000 km এবং এর পৃষ্ঠে অভিকর্ষীয় ত্বরণ $3.8ms^{-2}$। মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে মুক্তিবেগ— $4.77 kms^{-1}$।
- 6 kg ভর বিশিষ্ট একটি কণা $x = 0.2t^2 - 0.2t^3$ সূত্র অনুসারে গতিশীল হয়। প্রথম 4 সেকেন্ডে এ বল দ্বারা কৃতকাজ— 1.2288J।
- একটি সেকেণ্ড দোলকের দৈর্ঘ্য চারগুণ করলে এর দোলনকাল হবে— 4 s।
- প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোন আদর্শ গ্যাসের এক মোলের আয়তন— $0.0224 m^3$।
- 10 cm দৈর্ঘ্যের 2 A তড়িৎ প্রবাহবিশিষ্ট একটি তারকে 0.2 T চৌম্বকক্ষেত্রে লম্বভাবে স্থাপন করা হলো। তারের উপর প্রযুক্ত বল— 0.04N।
- একটি বস্তুকে যে পরিমাণ বল দ্বারা পূর্বদিকে, সেই একই পরিমাণ বল দ্বারা দক্ষিণ দিকে টানা হচ্ছে। লব্ধিবল পশ্চিম দিকের সাথে যত কোণ উৎপন্ন করবে— 135°।
- কোনো মসৃণ অনুভূমিক তলের উপর অবস্থিত একটি ব্লককে $50 Nm^{-1}$ বল ধ্রুবকের একটি স্প্রিং এর সাথে যুক্ত করা হলো। সাম্যাবস্থা থেকে স্প্রিংটিকে 2cm সংকুচিত করা হলে স্প্রিং বলের বিপরীতে কাজের পরিমাণ— 10^{-2}J।
- ইস্পাতের $[Y = 2 \times 10^{11} Nm^{-2}]$ একটি তারের দৈর্ঘ্য 2m, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $1mm^2$। তারটির প্রান্তে 20N বল প্রয়োগ করলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি— 2×10^{-4} মিটার।
- একটি সেকেন্ড দোলক পৃথিবীর সাপেক্ষে 0.8c বেগে গতিশীল থাকলে পৃথিবীর একজন পর্যবেক্ষকের নিকট তার দোলনকাল মনে হবে— 3.33s।
- চোখের পাল্লার নিকটতম দূরত্বের মান— 25 cm।
- ধারকের স্থিতিশক্তির সমীকরণ— $0.5 CV^2$।
- দুটি অণুর মধ্যে ক্রিয়ারত সংশক্তি বল সর্বাধিক যতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয় তাকে বলে— আন্তঃআণবিক পাল্লা।
- দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়— উত্তল লেন্স।
- একটি ভেক্টর $\vec{F}$ অঘূর্ণনশীল হয়, যদি— $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$।
- কোনো বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের চূড়ান্ত অবিচল অবস্থাকে — বলে— তাপগতীয় সাম্যাবস্থা।
- মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা— $L^3M^{-1}T^{-2}$।
- C_1, C_2 এবং C_3 তিনটি ধারককে শ্রেণিতে সংযুক্ত করলে তুল্য ধারকত্ব হয় 1μF। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারকের মান যথাক্রমে 2 এবং 3μF হলে প্রথমটির মান— 6μF।
- একটি 5kg ভরের বস্তু একটি লিফটের মেঝের ওপর স্থির অবস্থায় আছে। লিফটের ঊর্ধ্বগামী ত্বরণ $2ms^{-2}$ হলে বস্তুর ওপর মেঝে কর্তৃক বল— 59N।

রসায়ন

- একটি নির্দিষ্ট শুষ্ক বায়ুকে সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় সংকুচিত করে আদি আয়তনের অর্ধেক করা হলে চূড়ান্ত চাপ হবে— আদি চাপের দ্বিগুণ।
- ব্রাইন দ্রবণ থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে 46g সোডিয়াম নিষ্কাশন করতে যত ফ্যারাডে বিদ্যুৎ প্রয়োজন— 2।
- NTP-তে 22400 mL NH_3 এর ভর— 17g।
- হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন ২য় শক্তিস্তর থেকে ১ম শক্তিস্তরে অবস্থান্তরের বিকিরণ কম্পাঙ্ক— $0.75 R_H$।
- N_2, O_2 এবং Ar গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ 760 মিমি পারদ এবং N_2 ও O_2 এর আংশিক চাপ যথাক্রমে 600 ও 150 মিমি পারদ হলে Ar এর আংশিক চাপ যত মিমি পারদ— 10।
- 0.1M 250 mL দ্রবণ প্রস্তুত করতে NaOH লাগবে— 1.00 গ্রাম।
- 3.6 L বিশুদ্ধ পানির মোল সংখ্যা— 200।
- $BaSO_4$ এর সম্পৃক্ত দ্রবণে Ba^{2+} আয়নের ঘনমাত্রা 4.0×10^{-5} M হলে $BaSO_4$ এর দ্রাব্যতা গুণফল— 1.6×10^{-9}।
- NH_4^+ আয়নের H-N-H বন্ধন কোণ— 109.5°।
- বিজারক পদার্থ— $Na_2S_2O_3$।
- প্রমাণ অবস্থায় 4.4g CO_2 এর আয়তন— 2.24 লিটার।
- আলোক সক্রিয় রিয়েজেন্ট রাখা হয়— বাদামি বোতলে।
- 25°C তাপমাত্রায় 1 atm চাপে 4 L O_2 গ্যাসকে 0.8 L এ পরিণত করতে চাপ বৃদ্ধির পরিমাণ হবে— 4 atm।
- যখন গ্যাস A এর 7.0 মোল এবং গ্যাস B এর 3.0 মোল মিশানো হয় তখন মিশ্রণের মোট চাপ হয় 760 mm Hg। মিশ্রণের A গ্যাসের আংশিক চাপ হবে— 532mm Hg।
- এক লিটারে 7.5 mg NaCl দ্রবীভূত থাকলে ppm এ দ্রবণটির ঘনমাত্রা— 7.5।
- সোডিয়াম কার্বনেটের 100 mL 0.01 M দ্রবণ তৈরি করতে Na_2CO_3 লাগবে— 0.106 গ্রাম।
- পারক্লোরিক এসিড অণুতে Cl পরমাণুর জারণ অবস্থা হলো— +7।
- রাসায়নিক ল্যাবে ব্যুরেট পরিষ্কার করা হয় যেটি দ্বারা— ক্রোমিক এসিড।
- কলয়েড এর ক্ষেত্রে অদ্রবণীয় পদার্থের কণাগুলোর আকার হয়— ~ 2 – 500 nm।
- একটি নলকূপের পানি বিশ্লেষণ করে 1 L পানিতে 0.05 mg As পাওয়া গেল। ঐ পানিতে As এর ঘনমাত্রা ppm এ— 0.05।
- $CH_3 - COOH + NH_3$ সমান— অ্যাসিটামাইড।
- সোডিয়াম কার্বনেটের 100 mL 0.01 M দ্রবণ তৈরি করতে Na_2CO_3 লাগবে— 0.106 গ্রাম।
- 18g Al ক্যাথোডে সঞ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ— 2.0 F।

জীববিজ্ঞান

- মায়োসিস কোষ বিভাজনের যে দশায় ক্রসিং ওভার ঘটে— প্যাকাইটিন।
- 'ক্রোমোসোম নৃত্য' কোষ বিভাজনের যে দশায় দেখা যায়— prometaphase।
- শক্তির প্রধান উৎস— কার্বোহাইড্রেট।
- সংক্রমণ ক্ষমতাসম্পন্ন ভাইরাস কণাকে বলে— ভিরিয়ন।
- শৈবালের অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়া নয়— আইসোগ্যামি।

- শৈবাল কোষে পাইরিনয়েড থাকে— সাইটোপ্লাজমে।
- পরিপাকতন্ত্রের যে অংশ অম্লীয়— পাকস্থলী।
- অপত্য ক্রোমোসোমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌছালেই যে পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে— অ্যানাফেজ।
- আরথ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের শ্বসন অঙ্গ নয়— সবুজগ্রন্থি।
- কোষ গহ্বরের আবরণকে বলে— টনোপ্লাস্ট
- যে পর্বের প্রাণিদের মধ্যে মেটামরফোসিস ঘটে— আরথ্রোপোডা।
- ক্ষুধার সাথে সম্পর্কিত হরমোন— গ্রেলিন।
- দানাবিহীন শ্বেতকণিকা— মনোসাইট।
- যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশগ্রহণ করে, তাকে বলে— প্রিসিন্যাপটিক নিউরন।
- অ্যালভিওলার থলিতে থাকে— বায়ু।
- অরনিথিন চক্র সম্পাদিত হয়— যকৃৎ।
- অ্যান্টিবডি তৈরি করে— লিম্ফোসাইট।
- হিমোগ্লোবিন যে ধরনের প্রোটিন— ক্রোমোপ্রোটিন।
- অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত প্রবাহের সাথে হৃৎপিণ্ডের যে অংশ জড়িত নয়— ডান ভেন্ট্রিকল।
- পূর্ণ বয়স্ক একজন ব্যক্তির ওজন 63 কেজি এবং উচ্চতা 64 ইঞ্চি হলে, তার BMI— 23.8।
- সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণের ফলে ATP পাওয়া যায়— 36টি।
- ইনসুলিনের পলিপেপটাইড চেইনসমূহ যুক্ত থাকে যে বন্ধনের মাধ্যমে— ডাইসালফাইড।
- সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনী রুই মাছের যে অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে— বক্ষ পাখনা।
- ভাইরাস শব্দের অর্থ— বিষ।
- বৃহদন্ত্রে সংঘটিত হয় না— প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ভাঙ্গা।
- পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াতে যে আলো মূখ্য ভূমিকা পালন করে— নীল আলো।

প্রাচীর সম্পর্কিত তথ্যাবলি

বিষয়সমূহ	প্রাচীরের ক্রম	সূত্র
হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর (৩টি স্তর)	এপিকার্ডিয়াম → মায়োকার্ডিয়াম → এন্ডোকার্ডিয়াম (যোজক কলা) (হৃৎপেশি) (আবরণী কলা)	AMA
ধমনী/শিরার প্রাচীর (৩টি স্তর)	টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া/এক্সটার্না → টিউনিকা মিডিয়া → টিউনিকা ইন্টিমা (যোজক কলায় নির্মিত) (পেশিতন্তু নির্মিত) (এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত)	EMI
কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (৩টি ঝিল্লি)	ড্যুরাম্যাটার→ অ্যারাকনয়েড ম্যাটার→ পায়া ম্যাটার	DAP
শুক্রাশয় (৩টি আবরণী)	টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস → টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া → টিউনিকা ভাস্কুলোসা টেসটিস	VAV
জরায়ু প্রাচীর (৩টি স্তর)	পেরিমেট্রিয়াম → মায়োমেট্রিয়াম → এন্ডোমেট্রিয়াম	PMA

গণিত

- $|(3+4i)(-i+1)|$ এর মান— $5\sqrt{2}$।
- $\frac{4x^2}{81}+\frac{y^2}{18}=1$ উপবৃত্তের নিয়ামকের সমীকরণ— $x=\pm\frac{27}{2}$।
- কোনো বিন্দুতে $60°$ কোণে ক্রিয়ারত দুইটি সমান বলকে একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত 15N বলের সাহায্যে ভারসাম্যে রাখলে বলের মান— $5\sqrt{3}$N।
- $y=|x|$ $(-1<x<0)$ হলে $\frac{dy}{dx}$ সমান— -1।
- $2x^2-3y^2=1$ অধিবৃত্তের অসীমতট রেখার সমীকরণ— $\sqrt{2}x\pm\sqrt{3}y=0$।
- $\sin^{-1}\frac{x}{2}$ এর ডোমেন— $[-2, 2]$।
- $y=2x+1$ রেখাটি $y^2=4cx$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে c সমান— 2।
- $\sin(4x+1)$ এর পর্যায়— $\frac{\pi}{2}$।
- একটি ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 9, 40 এবং 41। এর পরাবৃত্তের ব্যাসার্ধ— 20.5।
- $(1,-1)$ বিন্দুগামী এবং $2x-3y+1=0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ— $3x+2y-1=0$।
- যদি A একটি 3×3 ম্যাট্রিক্স এবং $|A|=10$ হয় $|3A|$ সমান— 270।
- $y=A\cos x+B\sin x$ হলে y_2 সমান $-y$।
- $(-9,9)$ ও $(5,5)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে ব্যাস ধরে অংকিত বৃত্তের সমীকরণ— $x^2+y^2+4x-14y=0$।
- n এর যে মানের জন্য $y=nx-5$ রেখাটি $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ উপবৃত্তকে স্পর্শ করবে— 1।
- $y=3x+7$ এবং $3y-x-8=0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্মকোণ— $\tan^{-1}\frac{4}{3}$।
- $z=1+ix$ হলে $|z+1|=4$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারপথ — $x^2-12=0$।
- 4 একক বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দু দিয়ে যে বৃত্ত আঁকা যায় তার ক্ষেত্রফল— 8π।
- দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাগুলি হতে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় একটি সংখ্যা তুললে 5 দ্বারা বিভাজ্য জোড়সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা— $\frac{1}{10}$।
- m ঢাল এবং x-অক্ষের ছেদক অংশ b হলে সরলরেখার সমীকরণটি— $y=m(x-b)$।
- কোনো দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $\frac{1}{2}(-1-\sqrt{-3})$ হলে সমীকরণটি— $x^2+x+1=0$।
- $3x+\sqrt{3}y-10=0$ রেখাটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যত কোণ উৎপন্ন করে— $\frac{2\pi}{3}$।
- c এর মান যা হলে $y=-2x+c$ সরলরেখাটি $x^2+y^2=3$ বৃত্তকে স্পর্শ করে— $\pm\sqrt{15}$।

ক্যারিয়ার হিসেবে কনটেন্ট ক্রিয়েটর

কনটেন্ট ক্রিয়েটর হলো সেই ব্যক্তি, যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কনটেন্ট তৈরি করে। ভিডিও, লেখা, ছবি, অডিও, পোস্ট, গ্রাফিক্স, ওয়েবসাইট, ব্লগ পোস্ট, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ইত্যাদি তৈরি করে এবং তা প্রকাশ করে। নিজের পেশাদার সেক্টরে সামাজিক যোগাযোগ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড করে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা।

যেভাবে হবেন

প্রতিটি মানুষেরই কিছু সহজাত প্রতিভা থাকে। কয়েক মিনিটের ভিডিও তৈরি করেও কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা সম্ভব। তবে পেশাদার হতে গেলে প্রয়োজন বিশেষ কিছু যন্ত্রপাতি।

- কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে ক্যারিয়ারের শুরুতে নির্মাতারা স্মার্টফোনেই ভিডিও ধারণ করে থাকেন। ভিডিও কনটেন্ট তৈরির জন্য ইলেকট্রনিক ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন এবং অন্তত ফুল HD রেজল্যুশনে ভিডিও করতে পারে এমন একটি স্মার্টফোনই যথেষ্ট।
- ভিডিও তৈরির সময় ছবির পাশাপাশি শব্দও হতে হবে মানসম্মত।
- ফুটেজ ধারণ করার পর অডিও ও ট্রানজিশন যোগ করে নিতে হয়। পিসি বা স্মার্টফোন— দুটি ডিভাইসেই ভিডিও সম্পাদনা সম্ভব।
- ভিডিও সম্পাদনার সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়্যার অ্যাডবি প্রিমিয়ার প্রো। এর মাধ্যমে সহজেই মনমতো ইন্টারফেস বা টাইমলাইন সাজিয়ে নেওয়া যায়।
- প্রিমিয়ার প্রো'র বদলে অনেক পেশাদার ভিডিও নির্মাতা বেছে নিচ্ছেন দ্য ভিঞ্চি রিসলভ। তার প্রধান কারণ এতে ভিডিওর প্রতি ফ্রেম ধরে ধরে আলাদা কালার গ্রেডিং করা যায়।

কনটেন্ট প্রদর্শনের প্ল্যাটফরম

কনটেন্ট প্রদর্শিত হয় এমন জনপ্রিয় কয়েকটি প্ল্যাটফরমের মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরম (ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ইত্যাদি), ইন্টারনেট (ব্লগ, পডকাস্ট, ওয়েবসাইট, ই-বুক ইত্যাদি), লাইভ ইভেন্ট (কনফারেন্স, পারফরমেন্স, কনভেনশন ইত্যাদি), মুদ্রিত উপকরণ (বই, ম্যাগাজিন, প্যাকেজিং, পুস্তিকা ইত্যাদি), রেডিও, সিনেমা এবং টেলিভিশন।

কর্মক্ষেত্র

ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটররা ফ্রিল্যান্স, ইন-হাউস, এজেন্সি মাধ্যমের একটিতে কাজ করে।

- **ফ্রিল্যান্স :** ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য বেশ কিছু মার্কেটপ্লেস রয়েছে। এখানে নিজের প্রোফাইল তৈরি করে বায়ার খুঁজে কাজ করা কিংবা বিভিন্ন কোম্পানির কর্মী হিসেবেও কাজ করা যায়।
- **নিজস্বতা :** কারও বা কোনো কোম্পানির কর্মী হিসেবে নয়, নিজেই এই কোম্পানির বস এবং কর্মী। অর্থাৎ নিজের চ্যানেলে নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজেই কনটেন্ট তৈরি করে আয় করাই হচ্ছে ইন-হাউজ বা নিজস্বতা। এক্ষেত্রে লাভ-লস বা ইনকাম পুরোটাই নিজের।
- **এজেন্সি :** যেকোনো কোম্পানির কর্মচারী হয়ে সরাসরি বা রিমোট কাজ করাই এজেন্সির নিয়ম। এটাতে নির্দিষ্ট একটা স্যালারিতে কর্মী হিসেবে কাজ করতে হয়।

আয়

একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর বিভিন্ন উপায়ে আয় করতে পারেন। ফেসবুক ও ইউটিউবের ক্ষেত্রে প্রথমে মনিটাইজেশন করতে হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন ভিডিওতে দেখাবে এবং যত বেশি দর্শক (ভিউয়ার) দেখবে তার ওপর ভিত্তি করে টাকা পাবেন কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। এছাড়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বা পণ্যের স্পনসরশিপ, এফিলিয়েট মার্কেটিংসহ আরও কয়েকটি ধাপে আয় করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন ও স্পন্সরে বেশি আয় হচ্ছে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে মানুষও প্রযুক্তি-নির্ভর হচ্ছে, তাই কনটেন্ট ক্রিয়েটিংও পেশা হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য, নিয়মিত এবং প্রফেশনালভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েশনকে সামনে রেখে শুরু করলে এই পেশাতেও সাফল্য অর্জন সম্ভব বলে জানান কনটেন্ট ক্রিয়েটররা।

এই পেশার ভবিষ্যৎ

১৯৯৬ সালে বিল গেটস এক নিবন্ধে লিখেন কনটেন্ট ইজ কিং। আজকের পৃথিবীতে, অর্থাৎ ইন্টারনেট দুনিয়ায় কনটেন্টই যে রাজা হয়ে উঠবে বিল গেটস তা ৩০ বছর আগেই অনুমান করেন। বর্তমান যুগ হলো এডভ্যান্স তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। এখানে নিত্য দিনই নতুন নতুন গবেষণায় চালু হচ্ছে সব উচ্চতর প্রযুক্তির ব্যবহার। এই পেশায়ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এক বড় হুমকী। এই ধরনের যেকোনো প্রফেশনে টিকে থাকতে হলে AI কে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা শিখুন। তাহলে ভবিষ্যতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে AI কে সাথে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।

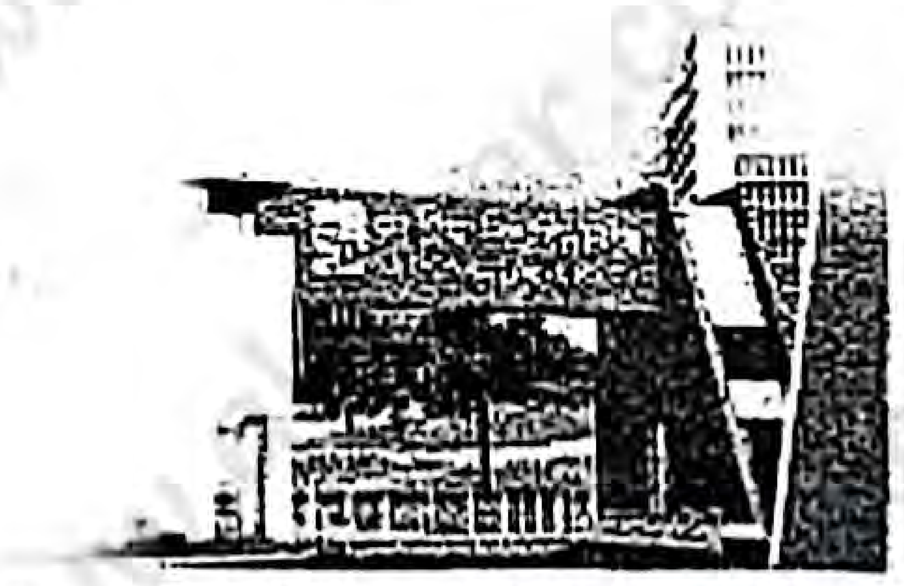

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত মডেল টেস্ট

আবশ্যিক বিষয়

মানবিক-বিজ্ঞান-ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য

বাংলা

১. 'অপরিচিতা' গল্পের চরিত্র কোনগুলো?
ক) কল্যাণী, অনুপম, শম্ভুগুপ্ত
খ) হরিশ, বিনু, কল্যাণী
গ) শম্ভুনাথ, নিরুপম, স্টেশন মাস্টার
ঘ) হরিশ, নিরুপম, কানাই

২. খুড়ার ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়ের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল
ক) বিলাসীকে বিয়ে করা
খ) সাপুড়ে হওয়া
গ) বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়া
ঘ) সাপ ধরে বিক্রি করা

৩. কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে সামাজিক ঐক্যের মূল শক্তি কোনটি?
ক) স্রষ্টাকে ভয় খ) সাম্য
গ) সহনশীলতা ঘ) সম্প্রীতি

৪. কানাই চৌকিদার কখন মাসি-পিসির সন্ধান করতে আসে?
ক) শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন খ) দ্বাদশীর দিন
গ) দ্বাদশীর রাত্রে ঘ) অমাবস্যার অন্ধকার

৫. 'রেইনকোট' গল্পটির বিষয়বস্তু কী?
ক) দেশবিভাগ খ) ভাষা-আন্দোলন
গ) মুক্তিযুদ্ধ ঘ) গণ-আন্দোলন

৬. 'গৃহ' প্রবন্ধের জমিলা কোন কাজটি কখনো করেনি?
ক) বাইরের লোকদের সাথে কথা বলা
খ) প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ
গ) যানবাহনে চড়া
ঘ) শশুরবাড়িতে যাওয়া

৭. 'আহ্বান' গল্পে 'দাওয়া' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক) বারান্দা খ) দালান
গ) মেঝে ঘ) উঠান

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ—
ক) মানসী, কল্পনা, পুনশ্চ, ধূমকেতু
খ) বলাকা, ক্ষণিকা, সোনার তরী, কড়ি ও কোমল
গ) বলাকা, ক্ষণিকা, ভোলানাথ, ছায়ানট
ঘ) চক্রবাক, ছায়ানট, পলাতকা, ক্ষণিকা

৯. কোন কবিতায় মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে অনুভব করা হয়েছে?
ক) বঙ্গভাষা খ) তাহারেই পড়ে মনে
গ) পাঞ্জেরি ঘ) সোনার তরী

১০. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কোন কালের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে?
ক) শৈশবের খ) কৈশোরের
গ) যৌবনের ঘ) বয়ঃসন্ধিকালের

১১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে—
ক) দেশাত্মবোধ খ) প্রকৃতিচেতনা
গ) বাঙালির সম্প্রীতি ঘ) সংস্কৃতি ভাবনা

১২. 'জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি — কবিতা।' শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক) শব্দমালা খ) সত্য
গ) সত্য শব্দ ঘ) শব্দরাশি

১৩. নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে? এ কবিতাংশে তাত কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
ক) ভ্রাতা অর্থে খ) পিতৃ অর্থে
গ) পিতৃব্য অর্থে ঘ) শত্রুপক্ষে অর্থে

১৪. আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়?
ক) সকালে খ) রাতে
গ) কাল পূর্ণিমায় ঘ) অন্ধকারে

১৫. 'বাহ্য' শব্দের উচ্চারণ কোনটি?
ক) বাজ্জোঁ খ) বাজ্ঝো
গ) বাজ্ঝ ঘ) বাইঝ্ঝো

১৬. কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক) মহত্ত্ব খ) মহত্ব
গ) মাহাত্ম্য ঘ) পূজ্য

১৭. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে? এখানে 'নি' হচ্ছে—
ক) ক্রিয়া বিশেষণ খ) বিশেষণ
গ) অলঙ্কার ঘ) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

১৮. একাধিক উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
ক) অনতিবৃহৎ খ) প্রবিষ্ট
গ) অবলোকন ঘ) অগণতান্ত্রিক

১৯. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাস সাধিত?
ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ) পঞ্চমী তৎপুরুষ
গ) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ঘ) উপপদ তৎপুরুষ

সমাধান

বাংলা	
১	খ
২	গ
৩	ঘ
৪	গ
৫	গ
৬	গ
৭	ক
৮	খ
৯	খ
১০	ঘ
১১	ক
১২	গ
১৩	গ
১৪	গ
১৫	খ
১৬	খ
১৭	ক
১৮	ক
১৯	ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যান্ড জার্মানির অধীনে ছিল

২০. মানুষের মন অত্যন্ত জটিল, সুতরাং তার অনুভূতিও বিচিত্র। বাক্যটি—
ⓚ সরল ⓚ যৌগিক
ⓖ কঠিন ⓖ জটিল

২১. 'Industrious' এর বঙ্গানুবাদ—
ⓚ শিল্পদ্যোগী ⓚ শিল্পায়ন
ⓖ শিল্পানুরাগী ⓖ পরিশ্রমী

২২. দুস্থ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ—
ⓚ দুস্ + হ ⓚ দুস্ + থ
ⓖ দুঃ + থ ⓖ দুঃ + স্থ

২৩. সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তির উদাহরণ কোনটি?
ⓚ ধন-দৌলত ⓚ নির্দিষ্টতা
ⓖ আধিক্য ⓖ পৌনঃপুনিকতা

২৪. 'পোলাও' কোন ভাষার শব্দ?
ⓚ ফারসি ⓚ সংস্কৃত
ⓖ বাংলা ⓖ আরবি

২৫. মধু পান করে যে তাকে এককথায় কী বলে?
ⓚ মধুপ ⓚ মধুকর
ⓖ মধুপায়ী ⓖ মাধুকরী

ইংরেজি

১. What is the noun form of 'refer'?
ⓚ reference ⓚ referral
ⓖ referencing ⓖ both a and b

২. — on the situation, the plan will be modified.
ⓚ Depend ⓚ Dependant
ⓖ Depending ⓖ Dependent

৩. Choose the correct spelling.
ⓚ conscientious ⓚ consecentious
ⓖ conscintious ⓖ concientious

৪. I look forward to — from you soon.
ⓚ hear ⓚ hearing
ⓖ heard ⓖ hearded

৫. I — home before it started raining.
ⓚ reached ⓚ was reached
ⓖ had reached ⓖ reaches

৬. An adverb modifies—
ⓚ adjective ⓚ adverb
ⓖ noun ⓖ both a and b

৭. He is very experienced — looking after animals.
ⓚ in ⓚ with ⓖ at ⓖ on

৮. A barking dog seldom bites. Here barking is
ⓚ gerund ⓚ participle
ⓖ infinitive ⓖ none

৯. I would have gone to the party if you—.
ⓚ invited ⓚ would have invited
ⓖ had invited ⓖ would invite

১০. After traveling, he — a cold.
ⓚ come round with ⓚ come down with
ⓖ came round with ⓖ came down with

১১. The word 'arrival' is—
ⓚ noun ⓚ adjective
ⓖ adverb ⓖ none

১২. Would you mind — the information.
ⓚ share ⓚ sharing
ⓖ to share ⓖ shared

১৩. This is — unique opportunity for us.
ⓚ a ⓚ an
ⓖ the ⓖ none

১৪. He went abroad for better education. Here 'abroad' is—
ⓚ noun ⓚ pronoun
ⓖ adjective ⓖ adverb

১৫. His behavior annoys me. Correct passive form is—
ⓚ I am annoyed by his behavior.
ⓚ I was annoyed by his behevior.
ⓖ I am annoyed with his behavior.
ⓖ I am annoyed at his behavior.

১৬. Too many cooks—.
ⓚ spoil the burn ⓚ destroy the abode
ⓖ spoil the brothel ⓖ spoil the broth

১৭. What does 'bona fide' mean?
ⓚ fake ⓚ genuine
ⓖ strong ⓖ weak

১৮. The Jury — unanimous in its decision.
ⓚ is ⓚ are
ⓖ were ⓖ none

১৯. What is opposite meaning of 'authentic'?
ⓚ genuine ⓚ real
ⓖ fake ⓖ true

২০. Twenty miles — a long distance.
ⓚ is ⓚ are ⓖ were ⓖ none

২১. Would that I — go.
ⓚ could ⓚ can
ⓖ may ⓖ none

২২. I suggest that he — the meeting.
ⓚ attends ⓚ attending
ⓖ attend ⓖ attended

২৩. Did he — home yesterday?
ⓚ came ⓚ coming
ⓖ come ⓖ was come

২৪. Hamlet is a — by Shakespeare.
ⓚ novel ⓚ short story
ⓖ book ⓖ play

২৫. I hardly go there, — ?
ⓚ do I ⓚ don't I
ⓖ did I ⓖ didn't I

সমাধান

বাংলা	
২০	খ
২১	ঘ
২২	গ
২৩	গ
২৪	ক
২৫	ক

ইংরেজি	
১	ঘ
২	গ
৩	ক
৪	খ
৫	গ
৬	ঘ
৭	ক
৮	খ
৯	গ
১০	ঘ
১১	ক
১২	খ
১৩	ক
১৪	ঘ
১৫	ঘ
১৬	ঘ
১৭	খ
১৮	ক
১৯	গ
২০	ক
২১	ক
২২	গ
২৩	গ
২৪	ঘ
২৫	ক

সাধারণ জ্ঞান

১. বাংলাদেশ বিমানের লোগো 'বলাকা'র ডিজাইনার কে?
ক হাশেম খান খ রফিকুন্নবী
গ কামরুল হাসান ঘ হামিদুর রহমান

২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে?
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

৩. এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা ভান্ডার কোন দেশে অবস্থিত?
ক বাংলাদেশ খ জাপান
গ সৌদি আরব ঘ চীন

৪. ১০ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের কতজন গ্র্যান্ড মাস্টার খেতাব পেয়েছেন?
ক ১ জন খ ২ জন
গ ৩ জন ঘ ৫ জন

৫. ১৯০৫ সালে গঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল—
ক চট্টগ্রাম খ গৌহাটি
গ ঢাকা ঘ সিলেট

৬. গম্ভীরা কোন অঞ্চলের সংগীত?
ক রংপুর খ সিলেট
গ রাজশাহী ঘ চট্টগ্রাম

৭. জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস কোন তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে আসেন?
ক ১৩ মার্চ খ ২৮ মার্চ
গ ১৫ মার্চ ঘ ১৬ মার্চ

৮. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ—
ক হাতিয়া খ ভোলা
গ সেন্টা মার্টিন ঘ সন্দ্বীপ

৯. অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন?
ক গুপ্ত বংশ খ কুষাণ বংশ
গ মৌর্য বংশ ঘ আর্য বংশ

১০. Asian Development Bank (ADB)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক কুয়ালালামপুর খ ম্যানিলা
গ ব্যাংকক ঘ জেনেভা

১১. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কোন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক দিল্লি খ ঢাকা
গ মুম্বাই ঘ লাহোর

১২. নিচের কোন দেশ NATO'র সদস্য নয়?
ক কানাডা খ ইসরায়েল
গ তুরস্ক ঘ যুক্তরাষ্ট্র

১৩. ককেশাস অঞ্চলটি অবস্থিত—
ক এশিয়া ও ইউরোপ খ আফ্রিকা ও ওশেনিয়া
গ আমেরিকা ও এন্টার্কটিকা ঘ আফ্রিকা ও এন্টার্কটিকা

১৪. ইলা মিত্র কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
ক ওয়াহাবী আন্দোলন খ নীল বিদ্রোহ
গ তেভাগা আন্দোলন ঘ টঙ্ক আন্দোলন

১৫. উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন কোনটি?
ক ২৫ ডিসেম্বর খ ১৫ এপ্রিল
গ ২১ জুন ঘ ৩০ ডিসেম্বর

১৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ আব্দুল গাফফার চৌধুরী ঘ সুকুমার রায়

১৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম কী?
ক তাজিং ডং খ কেওক্রাডাং
গ লালমাই পাহাড় ঘ কোনোটিই নয়

১৮. বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি কে?
ক সাব্বির আহমেদ খ ইমরুল হাসান
গ কাজী সালাহউদ্দীন ঘ তাবিথ আউয়াল

১৯. বিটকয়েন নিচের কোন দেশের অফিশিয়াল মুদ্রা?
ক উত্তর কোরিয়া খ এল সালভাদর
গ ভিয়েতনাম ঘ জেনেজুয়েলা

২০. প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক বাংলাদেশ খ ফিলিপাইন
গ ভারত ঘ মেক্সিকো

স মা ধা ন

সাধারণ জ্ঞান

১	গ
২	খ
৩	ঘ
৪	ঘ
৫	গ
৬	গ
৭	ক
৮	খ
৯	গ
১০	খ
১১	খ
১২	খ
১৩	ক
১৪	গ
১৫	গ
১৬	খ
১৭	ক
১৮	ঘ
১৯	খ
২০	গ

বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য Sultana's Dream

৮-১০ মে ২০২৪ UNESCO-এর MOWCAP'র দশম সভায় নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কল্পকাহিনি 'Sultana's Dream'কে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে MOWCAP'র কাছে Sultana's Dream-এর নামের আবেদন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এবারের তালিকায় ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়াসহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৯টি দেশের আরও ১৯টি স্মরণীয় প্রামাণ্য দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য

- উচ্চাঙ্গনৃত্য > মণিপুরী (সিলেট)
- লোকনৃত্য > অবতার (ফরিদপুর) • হুদমা (রংপুর) • ঘেটু (সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) • গম্ভীরা (রাজশাহী) • ঢালি (যশোর) • জারি (ঢাকা ও ময়মনসিংহ)
- অন্যান্য নৃত্য > ঝুমুর (রংপুর ও রাজশাহী) • ধুপ (খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর) • বল (যশোর)।

ওয়ারশ শহরকে বলা হয় 'দ্য সিটি অব মারমেইড'

মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি

অর্থনীতি

১. ADP তৈরি করার সময় কিসের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দেওয়া হয়?
ক সামাজিক উন্নয়ন খ মানব উন্নয়ন
গ অবকাঠামো উন্নয়ন ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিক আয় (MR) রেখার আকৃতি হয়—
ক বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী
খ বাম দিক থেকে ডানদিকে AR রেখার উপর দিয়ে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল
ঘ লম্ব অক্ষের সাথে সমান্তরাল

৩. কোন বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা বাজার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখে?
ক অলিগোপলি খ ডুয়োপলি
গ মনোপলি ঘ পূর্ণ প্রতিযোগিতা

৪. যে মূলধন একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হয় তাকে কী বলে?
ক স্থায়ী মূলধন খ চলতি মূলধন
গ আবদ্ধ মূলধন ঘ নিমজ্জমান মূলধন

৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর কে?
ক ফজলে কবির খ আহসান এইচ মনসুর
গ আব্দুর রউফ তালুকদার ঘ সালেহ উদ্দিন আহমেদ

৬. ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা কীভাবে বাড়ে?
ক গাণিতিক হারে খ জ্যামিতিক হারে
গ চক্রবৃদ্ধি হারে ঘ কোনোটিই নয়

৭. খাদ্যের ক্রয় যোগ্যতার অন্যতম নিয়ামক কোনটি?
ক ব্যক্তির সম্পদ খ ব্যক্তির আয়
গ ব্যক্তির ব্যয় ঘ ব্যক্তির উপাদান

৮. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?
ক উৎপাদন বৃদ্ধি খ রপ্তানি বৃদ্ধি
গ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ঘ ব্যাংক হার হ্রাস

৯. বিশ্বে কয় ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?
ক ২ ধরনের খ ৩ ধরনের
গ ৪ ধরনের ঘ ৫ ধরনের

১০. কোন দ্রব্য দুটির আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য?
ক টিভি ও চিনি খ চা ও কফি
গ কলম ও পেন্সিল ঘ কোক ও সেভেন আপ

পৌরনীতি ও সুশাসন

১. কাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়?
ক এডাম স্মিথ খ এরিস্টটল
গ রুশো ঘ জন লক

২. সুশাসনের মূল লক্ষ্য কী?
ক জবাবদিহিতা খ স্বেচ্ছাচারিতা
গ সাম্প্রদায়িকতা ঘ আমলা নির্ভরতা

৩. গণতন্ত্রের প্রাণ হলো—
ক রাজনৈতিক দল
খ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন
গ নির্বাচন কমিশন
ঘ আইনের শাসন

৪. আইন মানুষের কোন দিকটি নিয়ন্ত্রণ করে?
ক মনোজগৎ খ ব্যাহ্যিক আচরণ
গ প্রতিভা ঘ নৈতিকতা

৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—
ক এরিস্টটল খ জন লক
গ মন্টেস্কু ঘ ম্যাক্সওয়েভার

৬. বাংলাদেশের সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কোনটি?
ক শাসন বিভাগ খ জাতীয় সংসদ
গ বিচার বিভাগ ঘ সকল বিভাগ

৭. পাঁচশালা জমি বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন কে?
ক ওয়ারেন হেস্টিংস খ রবার্ট ক্লাইভ
গ লর্ড কার্জন ঘ লর্ড কর্নওয়ালিস

৮. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোট আসামি কত জন ছিলেন?
ক ১৫ জন খ ২৫ জন
গ ৩৫ জন ঘ ৪৫ জন

৯. সার্কের রূপকার ছিলেন—
ক জিয়াউর রহমান
খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ ইন্দিরা গান্ধী
ঘ পল্লিবন্ধু এরশাদ

১০. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি কে ছিলেন?
ক কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী
খ কর্নেল আব্দুর রব
গ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার
ঘ মেজর খালেদ মোশাররফ

স মা ধা ন

অর্থনীতি	
১	ঘ
২	গ
৩	ঘ
৪	খ
৫	খ
৬	খ
৭	খ
৮	ক
৯	গ
১০	ক

পৌরনীতি ও সুশাসন	
১	খ
২	ক
৩	খ
৪	খ
৫	গ
৬	খ
৭	ক
৮	গ
৯	ক
১০	গ

www.abswer.com

সমাজবিজ্ঞান

১. 'Verstehen' বলতে কী বোঝায়?
ক কল্পনা খ অনুধাবন
গ অনুকরণ ঘ অনুশীলন

২. ইংরেজি 'Kin' শব্দের অর্থ কী?
ক জ্ঞাতি খ পাড়া প্রতিবেশী
গ একই ধর্মাবলম্বী ঘ একই রাজনৈতিক মতাদর্শী

৩. সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম কোনটি?
ক বিদ্যালয় খ খেলার সাথি
গ পরিবার ঘ গণমাধ্যম

৪. Max Weaber-এর মতে ক্ষমতা যখন বৈধতা লাভ করে তখন তাকে কী বলে?
ক কর্তৃত্ব খ মর্যাদা
গ প্রতিপত্তি ঘ স্তরবিন্যাস

৫. 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ' গ্রন্থের লেখক কে?
ক রঙ্গলাল সেন খ হাসানজ্জামান চৌধুরী
গ এফ ইমাম আলী ঘ এ. কে. নাজমুল করিম

৬. কাকে যথাযথ বেতনভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়?
ক শিক্ষককে খ নারীকে
গ পুলিশদেরকে ঘ সাংবাদিকদেরকে

৭. সামাজিক উন্নয়ন কোনটিকে নির্দেশ করে?
ক সমাজের সার্বিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে
খ শিক্ষার অগ্রগতিকে
গ নারীর ক্ষমতায়নকে
ঘ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে

৮. 'সামাজিক বিবর্তনবাদ' মতবাদের প্রবক্তা কে?
ক হার্বার্ট স্পেন্সার খ সক্রেটিস
গ ম্যাক্স ওয়েবার ঘ অগাস্ট কোঁৎ

৯. 'সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক ঘটনাবলির বিজ্ঞান।'-উক্তিটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর?
ক ডুর্খেইম খ গিডিংস
গ সিমেল ঘ ম্যাকাইভার

১০. 'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে।' তত্ত্বটি কোন জনবিজ্ঞানীর?
ক রিকার্ডো খ ম্যালথাস
গ থমসন ঘ কার্ল মার্কস

সমাজকর্ম

১. সমাজকর্ম সমাজের কী নিয়ে আলোচনা করে?
ক খুঁটিনাটি বিষয় খ উন্নয়ন
গ পরিবেশ ঘ সমস্যা

২. বিশ্বের প্রথম দরিদ্র আইন প্রণীত হয় কোথায়?
ক যুক্তরাষ্ট্রে খ জার্মানিতে
গ ইংল্যান্ডে ঘ ফ্রান্সে

৩. 'মানুষের সামগ্রিক পাঠ হলো নৃবিজ্ঞান' উক্তিটি কার?
ক হোবেল খ ফ্রিডল্যান্ডার
গ অগাস্ট কোঁৎ ঘ ডুর্খেইম

৪. 'Anthropology' শব্দের অর্থ কী?
ক মানুষ সম্পর্কিত পাঠ খ সমাজ সম্পর্কিত পাঠ
গ সভ্যতা সম্পর্কিত পাঠ ঘ পৃথিবী সম্পর্কিত পাঠ

৫. 'School of Social Science' কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক রোম খ প্যারিস
গ লিভারপুল ঘ শিকাগো

৬. সামাজিক নিরাপত্তার ইংরেজি কী?
ক Social Security খ Society Save
গ Social Save ঘ Soceity Security

৭. হাসপাতালে বিভিন্ন রোগীদের সেবাসংক্রান্ত নানা ধরনের কার্য পরিচালনা করে থাকে কোনটি?
ক সমাজকর্ম গবেষণা খ সামাজিক আইন
গ চিকিৎসা সমাজকর্ম ঘ বিদ্যালয় সমাজকর্ম

৮. কত সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়?
ক ১৮৫৬ সালে খ ১৮২৯ সালে
গ ১৯৫৬ সালে ঘ ১৮৫৭ সালে

৯. স্যার হেনরি ডুনান্ট কোন দেশের নাগরিক?
ক নেদারল্যান্ডস খ নিউজিল্যান্ড
গ সুইজারল্যান্ড ঘ রাশিয়া

১০. পঞ্চদৈত্য কারা?
ক অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা, অলসতা
খ দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা, অলসতা
গ অভাব, স্বভাব, সম্মান, অলসতা, ভিক্ষাবৃত্তি
ঘ দারিদ্র্য, রোগ, নির্বুদ্ধিতা, অশিক্ষা, অধিক জনসংখ্যা

ইতিহাস

১. বক্সার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল?
ক ১৭৬০ সালে খ ১৭৬২ সালে
গ ১৭৬৪ সালে ঘ ১৭৬৫ সালে

২. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন কে?
ক লর্ড কার্জন খ লর্ড ক্লাইভ
গ লর্ড ডালহৌসি ঘ লর্ড বেন্টিঙ্ক

৩. ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল—
ক লর্ড লিনলিথগো খ লর্ড ওয়াভেল
গ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ঘ লর্ড মাউন্টব্যাটেন

৪. স্বাধীন বাংলা বেতার সর্ব প্রথম কোথা থেকে প্রচার শুরু করে?
ক আসাম খ ত্রিপুরা
গ মুম্বাই ঘ হিমালয়

৫. 'আমি যা করি তাই আইন'-উক্তিটি কার?
ক পঞ্চদশ লুই খ একাদশ লুই
গ চতুর্দশ লুই ঘ ষোড়শ লুই

৬. কতটি দেশের সমন্বয়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEA) গঠিত?
ক ১২টি খ ১৪টি গ ১৬টি ঘ ১৮টি

৭. দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ সংক্রান্ত আইন কী নামে পরিচিত?
ক Three pillars খ Four pillars
গ Five pillars ঘ Seven pillars

সমাধান

সমাজবিজ্ঞান	
১	খ
২	ক
৩	গ
৪	ক
৫	ঘ
৬	খ
৭	ক
৮	ক
৯	খ
১০	খ

সমাজকর্ম	
১	ঘ
২	গ
৩	ক
৪	ক
৫	গ
৬	ক
৭	গ
৮	ক
৯	গ
১০	খ

ইতিহাস	
১	গ
২	গ
৩	ঘ
৪	খ
৫	ঘ
৬	ঘ
৭	ঘ

৮. বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা—
ক শশাঙ্ক খ গোপাল
গ বিজয় সেন ঘ আকবর

৯. সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা কোন নৃ-গোষ্ঠীর?
ক দ্রাবিড় খ মঙ্গোলিয়
গ আর্য ঘ নিগ্রো

১০. কার নেতৃত্বে আলীগড় আন্দোলন শুরু হয়?
ক নওয়াব আব্দুল লতিফ
খ সৈয়দ আমির আলী
গ স্যার সৈয়দ আহমদ খান
ঘ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

১. হারবুল ফুজ্জার কত বছর স্থায়ী ছিল?
ক ৭ বছর খ ৫ বছর
গ ৮ বছর ঘ ৯ বছর

২. মিসর কোন মুসলিম সেনাপতির অধীনে বিজিত হয়?
ক মুসান্না খ আমর ইবনে আস
গ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ঘ সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস

৩. কীভাবে দ্বিতীয় ওমর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন?
ক পূর্ব খলিফার নিয়মে
খ প্রজাদের পরামর্শ মোতাবেক
গ মন্ত্রীদের পরমার্শ মোতাবেক
ঘ মজলিস-উশ-শূরার পরামর্শ মোতাবেক

৪. মালজামিনি প্রথা চালু করেন কে?
ক শায়েস্তা খান খ ইসলাম খান
গ মুর্শিদকুলী খান ঘ সরফরাজ খান

৫. কোন যুদ্ধের পর হুমায়ুন রাজ্যবিহীন যুবরাজে পরিণত হয়?
ক বিল্বগ্রামের যুদ্ধে খ চৌসার যুদ্ধে
গ কনৌজের যুদ্ধে ঘ পানিপথের যুদ্ধে

৬. আরবদের 'দার্শনিক' কে?
ক আল-ফারাবী খ আল কিন্দি
গ ইবনে-সিনা ঘ আল গাজ্জালী

৭. রিদ্দা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় যে খলিফার আমলে—
ক হযরত উমর (রা.) খ হযরত আবু বকর (রা.)
গ হযরত আলী (রা.) ঘ হযরত ওসমান (রা.)

৮. বাগদাদে মোঙ্গল আক্রমণ হয়—
ক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে খ ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে

৯. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি—
ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খ মুহাম্মদ বিন কাশেম
গ তারেক বিন যিয়াদ ঘ ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া

১০. মুসলিম স্পেনে প্রথম খলিফা—
ক মুসা বিন নুসাইর
খ আব্দুর রহমান আন নাসির
গ আব্দুর রহমান আদ দাখিল
ঘ আব্দুর রহমান আল আওসাত

যুক্তিবিদ্যা

১. যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মাবলির নিশ্চয়তা বিধান করে কে?
ক দর্শন খ গণিত গ প্রতীক ঘ যুক্তি

২. Axiology শব্দের অর্থ কী?
ক মূল্যবিদ্যা খ অধিবিদ্যা
গ যুক্তিবিদ্যা ঘ নীতিবিদ্যা

৩. 'An Introduction to Ethics' গ্রন্থের প্রণেতা কে?
ক কপি খ লিলি গ মিল ঘ রিড

৪. যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে কী বলা হয়?
ক শব্দ খ পদ গ বাক্য ঘ প্রতীক

৫. 'বিচার শক্তি' গুণটি মানুষ উপজাতিটির কোন ধরণের গুণ?
ক লক্ষণ খ উপলক্ষণ
গ অবান্তর লক্ষণ ঘ কোনোটিই নয়

৬. জানা থেকে অজানা উত্তরণের প্রক্রিয়াকে কী বলে?
ক যুক্তি খ প্রকল্প
গ অনুমান ঘ কোনোটিই নয়

৭. বস্তুগত প্রতিবর্তন নামে এক বিশেষ প্রতিবর্তনের কথা বলেছেন—
ক বেন খ যোসেফ গ মিল ঘ বেকন

৮. কোন অনুমানের আশ্রয় বাক্য সবসময় সত্য হবে?
ক অবরোহ খ আরোহ
গ সহানুমান ঘ কোনোটিই নয়

৯. প্রতীকের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায় কোন শাস্ত্রে?
ক গণিত খ দর্শন
গ জ্যোতিষ ঘ কোনোটিই নয়

১০. 'মানুষ হয় সৃষ্টির মুকুট' এটা কোন ধরনের সংজ্ঞা?
ক রুপক সংজ্ঞা খ দুর্বোধ্য সংজ্ঞা
গ চক্রক সংজ্ঞা ঘ কোনোটিই নয়

ইসলামের ইতিহাস

১. সুমেরীয় লিখন পদ্ধতি কী নামে পরিচিত?
ক হায়ারোগ্লিফিক খ কিউনিফর্ম
গ পিরামিড ঘ নলখাগড়া

২. 'গানিমাহ' কী?
ক যুদ্ধলব্ধ আয় খ ভূমির আয়
গ রাষ্ট্রীয় আয় ঘ যাকাতের অর্থ

৩. উমাইয়া খেলাফত কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ৬৫৬ সালে খ ৬৬১ সালে
গ ৬৭১ সালে ঘ ৩৭৬ সালে

৪. মূসা আল খারিজমী ছিলেন—
ক ভূগোলবিদ খ জ্যোতিষী
গ ক্রীড়াবিদ ঘ গল্পকার

৫. কর্ডোভার জোহরা প্রাসাদ কে নির্মাণ করেন?
ক তৃতীয় আব্দুর রহমান খ আব্দুল মালিক
গ আব্দুল হাকি ঘ অবু-মুজা

সমাধান

ইতিহাস

৮	ক
৯	ক
১০	খ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

১	খ
২	খ
৩	ঘ
৪	গ
৫	গ
৬	খ
৭	খ
৮	খ
৯	গ
১০	খ

যুক্তিবিদ্যা

১	ক
২	ক
৩	খ
৪	খ
৫	খ
৬	গ
৭	ক
৮	ক
৯	ক
১০	ক

ইসলামের ইতিহাস

১	খ
২	ক
৩	খ
৪	ক
৫	ক

৬. আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ⓚ আল মাইজ ⓧ আল মাহদী
ⓖ জওহর ⓨ গওহর

৭. আরবরা সিন্ধু জয় করে—
ⓚ ৭১৫ সালে ⓧ ৭২০ সালে
ⓖ ৭১০ সালে ⓨ ৭১১ সালে

৮. লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ⓚ ইউসুফ লোদী ⓧ ইব্রাহীম লোদী
ⓖ বাহলুল লোদী ⓨ সোলায়মান লোদী

৯. কত সালে সম্রাট আকবর দিল্লির মসনদে বসেন?
ⓚ ১৫২৬ সালে ⓧ ১৬৩৬ সালে
ⓖ ১৫৭৬ সালে ⓨ ১৫৫৬ সালে

১০. কোন মুসলিম দার্শনিককে এরিস্টটল বলা হয়?
ⓚ ইবনে সিনা ⓧ ইবনে রুশদ
ⓖ আল ফারাবি ⓨ আল রাজি

ভূগোল

১. Geography শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?
ⓚ মূসা আল খারিজমী ⓧ পীথাগোরাস
ⓖ ইরাস্টসথেনিস ⓨ লাপ্লেস

২. ভূকম্পন মাপার যন্ত্রের নাম কী?
ⓚ ম্যানোমিটার ⓧ সিসমোগ্রাফ
ⓖ ল্যাকটোমিটার ⓨ রিখটার স্কেল

৩. নদীর উৎপত্তিস্থলকে কী বলে?
ⓚ উৎস ⓧ দোয়ার
ⓖ নদী সংগ্রাম ⓨ কেন্দ্র

৪. 'ওজোন হোল' বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে অবস্থিত?
ⓚ ট্রপোস্ফিয়ার ⓧ স্ট্যাটোস্ফিয়ার
ⓖ আয়োনোস্ফিয়ার ⓨ কেমোস্ফিয়ার

৫. বাংলাদেশের বনাঞ্চল প্রধানত কয় প্রকার?
ⓚ ২ প্রকার ⓧ ৩ প্রকার
ⓖ ৪ প্রকার ⓨ ৫ প্রকার

৬. মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয় নিচের কোনটি?
ⓚ খনিজ ⓧ জলবায়ু
ⓖ ভূমিরূপ ⓨ হিমবাহ

৭. অভিগমন একটি—
ⓚ গতিশীল প্রক্রিয়া ⓧ বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া
ⓖ উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া ⓨ গতিহীন প্রক্রিয়া

৮. কৃষিকাজের প্রাকৃতিক নিয়ামক হচ্ছে—
ⓚ ভূ-প্রকৃতি ⓧ জলবায়ু
ⓖ মৃত্তিকা ⓨ সবগুলো

৯. কোনটি দুর্যোগ মোকাবিলার কাঠামোগত প্রশমন?
ⓚ বেড়িবাঁধ নির্মাণ ⓧ প্রশিক্ষণ
ⓖ গণসচেনতা বৃদ্ধি ⓨ সবকটি

১০. নদীর ক্ষয়চক্রের শেষ অবস্থাকে কী বলে?
ⓚ যৌবন ⓧ বার্ধক্য
ⓖ প্রাথমিক অবস্থা ⓨ কোনোটিই নয়

মনোবিজ্ঞান

১. 'মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান' উক্তিটি কার?
ⓚ ওয়াল্টার পিলসারী ⓧ জন. বি. ওয়াটসন
ⓖ উইল হেম ⓨ মর্গান

২. আচরণের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ—
ⓚ মেরুরজ্জু ⓧ স্নায়ুকোষ
ⓖ স্নায়ু ⓨ মস্তিষ্ক

৩. 'Siamese twins' বলা হয়—
ⓚ ভিন্ন জমজ ⓧ অভিন্ন জমজ
ⓖ জোড়া অভিন্ন ⓨ যুক্তদেহী জমজ

৪. ক্ষুধা হলো একটি প্রেষণা যাকে বলে—
ⓚ মৌলিক ⓧ জৈবিক
ⓖ সামাজিক ⓨ শারীরিক

৫. আবেগের মূলে রয়েছে—
ⓚ অভ্যাস ⓧ সহজাত প্রবৃত্তি
ⓖ পরিবেশ ⓨ আচরণ

৬. সাপেক্ষীয়করণ ক্রিয়ার প্রবর্তক হলেন—
ⓚ হলম্যান ⓧ মর্গান
ⓖ স্কিনার ⓨ প্যাভলভ

৭. শিক্ষণের জন্য কী প্রয়োজন?
ⓚ উদাহরণ ⓧ শক্তি ⓖ প্রচেষ্টা ⓨ সময়

৮. স্মরণের অপরিহার্য হলো—
ⓚ প্রত্যভিজ্ঞা ⓧ সংরক্ষণ
ⓖ পুনরুদ্রেক ⓨ শিক্ষণ

৯. পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি সুবিধা হলো—
ⓚ ভারসাম্য ⓧ পুনরাবৃত্তি
ⓖ চল ⓨ প্রকল্প

১০. সংবেদন কেমন প্রক্রিয়া?
ⓚ উপস্থাপনামূলক ⓧ অসংগঠিত
ⓖ আপেক্ষিক ⓨ প্রান্তীয়

গার্হস্থ্য অর্থনীতি

১. স্কেলেটারের মতে, গৃহ ব্যবস্থাপনা—
ⓚ আচরণধর্মী ⓧ মানব প্রকৃতির ভিত্তি
ⓖ ক + খ ⓨ সুষ্ঠু পরিচালনা

২. 'আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের উপায়কে সংগঠন বলে' বলেছেন—
ⓚ Nicholes ⓧ Parker
ⓖ Kluckhlon ⓨ Dorsey

৩. গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ কোনটি?
ⓚ পরিকল্পনা ⓧ সংগঠন
ⓖ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ⓨ ক+খ+গ

৪. সময়কে অমানবীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন—
ⓚ নিকেল ⓧ ডরসি
ⓖ গাবার ⓨ ক + খ

৫. তুলনামূলক স্পষ্ট মানবীয় সম্পদ—
ⓚ শক্তি ⓧ সময় ⓖ ক+খ ⓨ জ্ঞান

সমাধান

ইসলামের ইতিহাস

৬	গ
৭	ঘ
৮	গ
৯	ঘ
১০	গ

ভূগোল

১	গ
২	খ
৩	ক
৪	খ
৫	খ
৬	ক
৭	ক
৮	ঘ
৯	ক
১০	খ

মনোবিজ্ঞান

১	খ
২	ঘ
৩	ঘ
৪	খ
৫	খ
৬	ঘ
৭	গ
৮	ক
৯	খ
১০	ক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি

১	গ
২	ক
৩	ঘ
৪	ঘ
৫	গ

৮মধ্যযুগের নিদর্শনের এক শহর ম্যালবর্ক এর জার্মানিদের দেওয়া 'মেনেনবুর্গ' নামটি সর্বাধিক পরিচিত

৬. সময় সঞ্চয়ের কৌশলকে ভাগ করা যায়—
ক ২টি ধাপে খ ৩টি ধাপে
গ ৪টি ধাপে ঘ ৫টি ধাপে

৭. মানুষের বড় অবলম্বন—
ক আশ্রয় খ পরিবার
গ অর্থ ঘ চাকরি

৮. আমাদের দেশে আয় অনুযায়ী পরিবার দেখা যায়—
ক ২ শ্রেণির খ ৩ শ্রেণির
গ ৪ শ্রেণির ঘ ৫ শ্রেনির

৯. সভ্য মানুষের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ—
ক আশ্রয় খ গৃহ
গ পরিবার ঘ জীবিকা

১০. আসবাব বিন্যাস ও গৃহসজ্জার অন্যতম মূলনীতি—
ক প্রধান্য খ অভ্যাস
গ রুচি ঘ সমতা

গণিত

১. $z = x + iy$ একটি জটিল চলরাশি হলে $|z| = 2$ দ্বারা নির্দেশিত লেখচিত্র একটি—
ক সরলরেখা খ বৃত্ত
গ অধিবৃত্ত ঘ পরাবৃত্ত

২. P ম্যাট্রিক্সের মাত্রা 2×3 এবং Q ম্যাট্রিক্সের মাত্রা 3×2 হলে QP-এর মাত্রা—
ক 3×3 খ 2×2 গ 3×2 ঘ 2×3

৩. $f(x) = x^2 - 4x + 9$ এর ন্যূনতম মান—
ক 2 খ 4 গ 8 ঘ 6

৪. $(-3, -4)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ—?
ক 5 খ 3 গ 4 ঘ 7

৫. i^{15} এর সরল মান—
ক 1 খ -1 গ i ঘ $-i$

৬. $\sin 240°$ এর মান—
ক $\frac{1}{2}$ খ $-\frac{1}{2}$ গ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ঘ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

৭. ^nP_r কোন শর্তে বৈধ?
ক $n > r$ খ $n < r$
গ $n \le r$ ঘ $n \ge r$

৮. যদি $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ তখন PQ—
ক $\begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$ খ $\begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$ গ $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ ঘ $\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$

৯. $y = \ln x$ বক্র রেখার $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল—
ক 0 খ –1
গ 1 ঘ None the above

১০. একটি ঘনকের বাহু দ্বিগুণ করলে আয়তন বাড়বে—
ক ৩ গুণ খ ৪ গুণ
গ ৬ গুণ ঘ ৮ গুণ

সমাধান

গা. অর্থনীতি	
৬	খ
৭	ক
৮	খ
৯	খ
১০	ক

গণিত	
১	খ
২	ক
৩	ঘ
৪	গ
৫	ঘ
৬	ঘ
৭	ক
৮	খ
৯	ঘ
১০	ঘ

বিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞান

১. সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, R =
ক PV/nT খ PV/nT^2
গ PT/nV ঘ Pn/VT

২. $|\vec{a} \times \vec{b}| = \vec{a} . \vec{b}$ হলে $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ এর মধ্যবর্তী কোণের মান কত?
ক 0 খ $\frac{\pi}{4}$ গ $\frac{\pi}{2}$ ঘ π

৩. এমন একটি তাপমাত্রা বের করা যা মান সেন্টিগ্রেড এবং ফারেনহাইট স্কেলে এক হয়।
ক 40°C এবং –40°F খ –40°C এবং 40°F
গ 40°C এবং 40°F ঘ –40°C এবং –40°F

৪. কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি?
ক লোহা খ পানি গ কাঠ ঘ বাতাস

৫. একটি বৈদ্যুতিক বাতি 0.4 Amp বিদ্যুৎ টানে। যদি এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 200 V হয়, তবে বাতির রোধ কত?
ক 400 Ω খ 500 Ω
গ 600 Ω ঘ 450 Ω

৬. একটি অবতল দর্পণ হতে 0.20 m দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে তিনগুণ বিবর্ধিত বাস্তব প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়। দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব কত?
ক 0.20m খ 0.15m
গ 0.25m ঘ 0.30m

৭. স্থির অবস্থান থেকে কোনো বস্তুখণ্ড সমত্বরণের 2s চলার পরে তার বেগ $8 ms^{-1}$ হলো। ঐ বস্তুখণ্ড উক্ত সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা হলো—
ক 16 m খ 8 m গ 32 m ঘ 19 m

৮. কাজের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয় যখন প্রযুক্ত বল ও সরণের মধ্যে কোণের মান হয়—
ক 45° খ 90° গ 0° ঘ 30°

৯. একটি বৈদ্যুতিক বাতির গায়ে '220 V-100 W' লেখা থাকলে ঐ বাতির রোধ কত?
ক 448 Ω খ 484 Ω
গ 844 Ω ঘ 408 Ω

১০. যে যন্ত্রাংশ দিক-পরিবর্তী প্রবাহকে এক দিকবর্তী করে তা হলো—
ক রোধ খ থার্মিস্টর
গ ট্রান্সফরমার ঘ রেকটিফায়ার

সমাধান

পদার্থবিজ্ঞান	
১	ক
২	খ
৩	ঘ
৪	ক
৫	খ
৬	খ
৭	খ
৮	গ
৯	খ
১০	ঘ

রসায়ন

১. নিচের কোন মৌলটি কক্ষ তাপমাত্রায় তরল—
ⓚ F_2 ⓚ Cl_2 ⓖ Br_2 ⓖ I_2

২. 3d উপস্তরে অর্বিটালের সংখ্যা হলো—
ⓚ 0 ⓚ 1 ⓖ 3 ⓖ 5

৩. হ্যালো অ্যাসিডসমূহের মধ্যে কোনটি তীব্রতম?
ⓚ HBr ⓚ HCl ⓖ HF ⓖ HI

৪. নিচের কোনটি গ্রিন হাউজ গ্যাস নয়—
ⓚ CH_4 ⓚ SO_2 ⓖ N_2 ⓖ NO

৫. অ্যামোনিয়া অণুর আকৃতি হচ্ছে—
ⓚ সরলরৈখিক ⓚ ত্রিভুজ সমতলীয়
ⓖ চতুস্তলকীয় ⓖ ত্রিকোণীয় পিরামিড

৬. অষ্টক অসম্পূর্ণ যৌগ কোনটি?
ⓚ NH_3 ⓚ BF_3 ⓖ PCl_3 ⓖ PCl_5

৭. $Na_2S_2O_3$ এ সালফারের জারণ সংখ্যা হলো—
ⓚ +2 ⓚ 2.5 ⓖ +3 ⓖ -4

৮. প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোন গ্যাসের 1.0 গ্রাম সবচেয়ে বেশি আয়তন দখল করে?
ⓚ N_2 ⓚ H_2 ⓖ O_2 ⓖ A_r

৯. অ্যালকেন সিরিজের যৌগসমূহে কার্বনের সংকরণ হচ্ছে—
ⓚ sp সংকরণ ⓚ sp^2 সংকরণ
ⓖ sp^3 সংকরণ ⓖ sp^3d সংকরণ

১০. নিম্নের কোনটি প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান?
ⓚ C_6H_6 ⓚ C_6H_6
ⓖ CO_2 ⓖ CH_4

গণিত

১. i^{-31}এর মান—
ⓚ 1 ⓚ −1 ⓖ i ⓖ −i

২. (2, 4) বিন্দুগামী ও x-অক্ষের উপর লম্ব সরলরেখার সমীকরণ—
ⓚ $x = 2$ ⓚ $y = 4$
ⓖ $x = 4$ ⓖ $y = 2$

৩. (2, 3) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ—
ⓚ 3 ⓚ 2 ⓖ 5 ⓖ 13

৪. $x^2 + 4y^2 + 4x + 5y + 6 = 0$ দ্বারা নির্দেশিত লেখচিত্রটি একটি—
ⓚ বৃত্ত ⓚ উপবৃত্ত
ⓖ পরাবৃত্ত ⓖ অধিবৃত্ত

৫. $5 - 3x - x^2$ রাশিটির সর্বোচ্চ মান—
ⓚ 3 ⓚ 6 ⓖ $\frac{48}{5}$ ⓖ $\frac{29}{4}$

৬. দশমিক সংখ্যা 115 কে দ্বিমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে হয়—
ⓚ 1110011 ⓚ 1110111
ⓖ 1111011 ⓖ 1101111

৭. p এর কোন মানের জন্য $x^2 + px + 1 = 0$ সমীকরণটির মূলদ্বয় জটিল হবে?
ⓚ $-2 \le p \le 2$ ⓚ $-4 < p \le 4$
ⓖ $-2 < p < 2$ ⓖ $-4 \le p < 4$

৮. $\vec{u} = 2\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{v} = \hat{i} + \lambda\hat{j} + 4\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হলে λ এর মান—
ⓚ 0 ⓚ 1 ⓖ 2 ⓖ 5

৯. $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ এর ডোমেন হলো—
ⓚ R ⓚ R − {0}
ⓖ R − {9} ⓖ R − {3}

১০. বক্ররেখা $y = x(3 - x)$ এবং x-অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল—
ⓚ 3 ⓚ 9 ⓖ $\frac{9}{2}$ ⓖ $\frac{3}{2}$

জীববিজ্ঞান

১. আম্বেল জাতীয় পুষ্পবিন্যাস কোথায় পাওয়া যায়?
ⓚ *Solanaceae* ⓚ *Leguminosae*
ⓖ *Liliaceae* ⓖ *Malvaceae*

২. কোষের সুইসাইডাল স্কোয়াড বলা হয় কাকে?
ⓚ গলগি বডি ⓚ লাইসোসোম
ⓖ সেন্ট্রিওল ⓖ ক্রোমোপ্লাস্ট

৩. পেরিডার্মের উপাদান কোনটি?
ⓚ লেন্টিসেল ⓚ গৌণ জাইলেম
ⓖ কর্ক ক্যাম্বিয়াম ⓖ কর্টেক্স

৪. নিউক্লিয়াস থাকে না কোনটিতে?
ⓚ ব্যাঙের W.B.C ⓚ স্তন্যপায়ীর R.B.C
ⓖ স্নায়ুকোষ ⓖ পেশি কোষ

৫. শর্করাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত—
ⓚ ২ : ১ : ২ ⓚ ১ : ২ : ১
ⓖ ২ : ১ : ১ ⓖ ১ : ১ : ২

৬. কোনটি সমগোত্রীয় নয়?
ⓚ হাঙর ⓚ ইলিশ ⓖ তিমি ⓖ রুই

৭. কোনটি জলজ ছত্রাক?
ⓚ *Saprolegnia sp* ⓚ *Penicillum sp*
ⓖ *Mucor sp* ⓖ *Saecharopmyces sp*

৮. নিম্নের কোনটিতে পরিবহন টিস্যু আছে?
ⓚ ছত্রাক ⓚ মস ⓖ শৈবাল ⓖ ফার্ন

৯. মানবদেহের কোন অঙ্গ গ্লাইকোজেন জমা করতে পারে?
ⓚ পিত্তথলি ⓚ অগ্ন্যাশয়
ⓖ যকৃত ⓖ হাড়

১০. অ্যামিনো এসিডের পলিমার কী?
ⓚ লিপিড ⓚ প্রোটিন
ⓖ শর্করা ⓖ চর্বি

সমাধান

রসায়ন	
১	গ
২	ঘ
৩	ঘ
৪	গ
৫	ঘ
৬	খ
৭	ক
৮	খ
৯	গ
১০	ঘ
গণিত	
১	ঘ
২	ক
৩	ক
৪	খ
৫	ঘ
৬	ক
৭	গ
৮	গ
৯	ঘ
১০	গ
জীববিজ্ঞান	
১	গ
২	খ
৩	গ
৪	খ
৫	খ
৬	গ
৭	ক
৮	ঘ
৯	গ
১০	খ

তৃতীয় পোলিশ প্রজাতন্ত্রের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে

ব্যবসায় শিক্ষা

হিসাববিজ্ঞান

১. আর্থিক বিবরণীর অংশ নয় কোনটি?
ক আয় বিবরণী খ মালিকের স্বত্বাধিকার বিবরণী
গ উদ্বৃত্তপত্র ঘ মূল্য সংযোজন বিবরণী

২. সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য কম দেখানো হলে কোনটি সত্য?
ক মুনাফা বেড়ে যাবে
খ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কমে যাবে
গ সম্পত্তি বেড়ে যাবে
ঘ মুনাফা কমে যাবে

৩. একটি প্রতিষ্ঠানের মোট দায় ৫০,০০০ টাকা, চলতি সম্পদ ৫০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫ : ১। ঐ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি দায় কত?
ক ৩০,০০০ টাকা খ ৫০,০০০ টাকা
গ ২০,০০০ টাকা ঘ ৪০,০০০ টাকা

৪. কোনটি মালিকানাস্বত্ব?
ক ব্যবসায়ে নগদ খ ব্যবসায়ে দায়
গ সম্পত্তিতে মালিকের দাবি
ঘ দায়ের উপর মালিকের দাবি

৫. তিন মাসের ভাড়া দেওয়া হয়েছে ৩০০০ টাকা, যার মধ্যে এক মাসের ভাড়া পরবর্তী বছরের জন্য। এ বছরের অগ্রিম ভাড়া কত?
ক Tk. 3000 খ Tk. 1000
গ Tk. 2000 ঘ Tk. 4000

৬. কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুত ২০০০ একক, বিক্রয় ১৫,০০০ একক এবং সমাপনী মজুত ১৫০০ একক হলে, উৎপাদন কত একক?
ক 15,500 খ 18,500
গ 14,500 ঘ None of the above

৭. বছরের শুরুতে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি ১০,২০,০০০ টাকা এবং দায় ৪,৫০,০০০ টাকা ছিল। বছরশেষে ঐ সম্পত্তি ২,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং দায় ১,৮০,০০০ টাকা হ্রাস পায়; তবে বছরশেষে মালিকের মূলধন কত হবে?
ক ৩,৮০,০০০ টাকা খ ৭,৯০,০০০ টাকা
গ ৯,৫০,০০০ টাকা ঘ ৭,২০,০০০ টাকা

৮. কোন একটি প্রতিষ্ঠানের ৫০০ একক পণ্য উৎপাদন করতে মোট মিশ্র ব্যয় ২০,০০০ টাকা এবং ৭০০ একক পণ্য উৎপাদন করতে মোট মিশ্র ব্যয় ২৫,৬০০ টাকা হলে, মোট স্থায়ী খরচ কত?
ক ৬০০০ টাকা খ ৫৬০০ টাকা
গ ১০০০ টাকা ঘ ৪০০০ টাকা

৯. প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখালে, বেশি দেখান হবে—
ক সম্পত্তি খ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
গ নীট আয় ঘ মালিকানা স্বত্ব

১০. সুপ্রাণ কোম্পানি মূলধন কাঠামো ছিল-সাধারণ শেয়ার ১,০০,০০০ টাকা। ৭% অগ্রাধিকার শেয়ার ১,০০,০০০ টাকা। ১০% ঋণপত্র ২,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির মুনাফা ৬ লক্ষ টাকা হলে, কত টাকা ঋণপত্রের মালিকদের দেয়া যাবে?
ক ২,০০,০০০ টাকা খ ২০,০০০ টাকা
গ ৬,০০,০০০ টাকা ঘ ৫,০০,০০০ টাকা

১১. একটি বড় ব্যবসায়ে অতি ছোট-খাট স্থায়ী সম্পত্তি উদ্বৃত্তপত্রে স্থায়ী সম্পত্তিতে দেখান হয় নাই। হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির উপর ভিত্তি করে এটি করা হয়েছে?
ক সমাঞ্জস্য নীতি খ সংরক্ষণশীলতা
গ মেটেরিয়ালিটি (গুরুত্ব) ঘ চলমান নীতি

১২. নিচের কোন হিসাবগুলোর স্বাভাবিক জের ডেবিট জের হবে—
ক সম্পদ, খরচ, দায়
খ সম্পদ, খরচ, মালিকানাস্বত্ব
গ সম্পদ, দায়, মালিকের উত্তোলন
ঘ সম্পদ, উত্তোলন ও খরচ

১৩. বিক্রয় খাতে আয় ৪,০০,০০০ টাকা, বিক্রয়কৃত পণ্যের খরচ ৩,১০,০০০ টাকা, পরিচালন ব্যয় ৬০,০০০ টাকা হলে মোট লাভ হবে—
ক ৩০,০০০ টাকা খ ৯০,০০০ টাকা
গ ১,৫০,০০০ টাকা ঘ ৩,৬০,০০০ টাকা

১৪. হিসাববিজ্ঞান কর্মকাণ্ডে নিচের কারা সম্পৃক্ত নয়?
ক হিসাববিজ্ঞান মান প্রণেতা
খ নিরীক্ষক
গ আর্থিক বিবরণী ব্যবহারকারী
ঘ হিসাববিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ প্রকাশক

১৫. ধারে বিক্রয়কে নগদ বিক্রয় হিসেবে হিসাবভুক্ত করলে নীচের কোনটি হবে?
ক দেনাদার বেশি লেখা হবে
খ মালিকানাস্বত্ব কমে যাবে
গ নগদ বেশি লেখা হবে
ঘ বিক্রয় কম লেখা হবে

১৬. ১ নভেম্বর ২০০৯ একটি কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা করল। ১ ডিসেম্বর ২০০৯ উক্ত লভ্যাংশ বিতরণ করা হলে, ১ ডিসেম্বরে—
ক নীট লাভ কমবে খ মালিকানাস্বত্ব কমবে
গ নীট লাভ ও মালিকানাস্বত্ব দুইই কমবে
ঘ দায় ও সম্পত্তি কমবে

স মা ধা ন

হিসাববিজ্ঞান	
১	ঘ
২	ঘ
৩	ঘ
৪	গ
৫	খ
৬	গ
৭	গ
৮	ক
৯	খ
১০	খ
১১	গ
১২	ঘ
১৩	খ
১৪	ঘ
১৫	গ
১৬	ঘ

পোল্যান্ড সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে ১৯৮৯ সালে

১৭. মজুত পণ্যের ক্রয়মূল্য ১৫,০০০ টাকা বাজারমূল্য ১৫,৫০০ টাকা, আনুমানিক বিক্রয় খরচ ২০০ টাকা হলে উদ্বৃত্তপত্রে মজুত পণ্যের মূল্য দেখাতে হবে—
ক ১৫,৫৭০ টাকা খ ১৫,০০০ টাকা
গ ১৫,৩০৭ টাকা ঘ ১৪,৮০০ টাকা

১৮. বিক্রেতার কাছে VAT একটি—
ক দায় খ সম্পদ গ খরচ ঘ আয়

১৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার থেকে সিকিউরিটি ক্রয় করলে বাজারে কী প্রতিক্রিয়া হয়?
ক মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস পায়
খ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায়
গ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়
ঘ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

২০. লেনদেন হতে হলে কোন শর্তটি পূরণ করতে হবে?
ক নগদ অর্থ মূলধনের বৃদ্ধি পেতে হবে
খ অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য ও পরিশোধিত হতে হবে
গ কারবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে
ঘ ঘটনাটি বকেয়া হলেও ভবিষ্যতে পরিশোধ করতে হবে

ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ

১. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ সেবা প্রতিষ্ঠান
ক ব্যাংক খ হাসপাতাল
গ ইন্সুরেন্স কোম্পানি ঘ কার্গো সেবা

২. নিচের কোনটি কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত নয়?
ক সেমিনার খ শিক্ষানবিশ
গ অবেক্ষাধীন ঘ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

৩. কোনটির উপর প্রিমিয়াম নির্ধারণ নির্ভর করে না?
ক বীমা গ্রহীতার বয়স
খ বীমা গ্রহীতার আয়
গ বীমা গ্রহীতার সামাজিক অবস্থা
ঘ টাকার বর্তমান মূল্য

৪. এফ. ডব্লিউ. টেইলর কোন প্রকার ব্যবস্থাপনার পিতা হিসেবে পরিচিত?
ক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা খ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা
গ আধুনিক ব্যবস্থাপনা ঘ কৌশলিক ব্যবস্থাপনা

৫. নিচের কোনটি সমবায়ের প্রধান মূলনীতি?
ক পারস্পরিক সহযোগিতা খ সেবা দেওয়া
গ আয় বৃদ্ধি ঘ সাহায্য প্রদান

৬. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান?
ক গ্রামীণ ব্যাংক খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ শিল্প ঋণ সংস্থা ঘ ডাচ-বাংলা ব্যাংক

৭. নিচের কোনটি যৌথ মালিকানার সুবিধা?
ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বতা
খ মালিকানা হতে ব্যবস্থাপনার বিচ্ছিন্নতা
গ শেয়ারের হস্তান্তর যোগ্যতা
ঘ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা

৮. TCB দিয়ে কী বুঝানো হয়?
ক Training Corporation of Bangladesh
খ Trading Corporation of Bangladesh
গ Transaction Company of Bangladesh
ঘ Trading Company of Bangladeshgh

৯. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কারবারের কোন ধরনের পরিবেশের মধ্যে পড়ে?
ক সামাজিক পরিবেশ খ রাজনৈতিক পরিবেশ
গ অর্থনৈতিক পরিবেশ ঘ আইনগত পরিবেশ

১০. বাংলাদেশের বীমা কোম্পানিগুলো কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক শিল্প মন্ত্রণালয় খ অর্থ মন্ত্রণালয়
গ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১১. বিবরণ কখন প্রচার করতে হয়?
ক নিবন্ধনের পূর্বে খ নিবন্ধনের পরে
গ স্মারকলিপি তৈরির আগে ঘ স্মারকলিপি তৈরির পরে

১২. দুই টাকার নোটে কার স্বাক্ষর থাকে?
ক প্রধানমন্ত্রী খ অর্থমন্ত্রী
গ গভর্নর ঘ সচিব

১৩. বাংলাদেশে বিদ্যমান কোম্পানি আইন কবে প্রবর্তিত হয়?
ক ১৯১৩ সালে খ ১৯৪৭ সালে
গ ১৯৭২ সালে ঘ ১৯৬৪ সালে

১৪. 'আমরা কোথায় আছি এবং কোথায় যেতে চাই'-এ দুইয়ের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে—
ক নেতৃত্ব খ নিয়ন্ত্রণ
গ পরিকল্পনা ঘ সংগঠন

১৫. কোনটি প্রথম আসবে?
ক নির্বাচন খ কর্মী সংগ্রহ
গ পদোন্নতি ঘ প্রশিক্ষণ

১৬. অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি কোনটি?
ক একাধিক অংশীদার খ অংশীদারি চুক্তি
গ যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘ পারস্পরিক সহযোগিতা

১৭. ব্যবসায়ে চলতি মূলধন সরবরাহকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো—
ক শিল্প ব্যাংক খ শিল্প ঋণ সংস্থা
গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

১৮. গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়?
ক ২ অক্টোবর ১৯৮৩ খ ২ নভেম্বর ১৯৮৩
গ ২ মার্চ ২০০২ ঘ কোনোটিই নয়

১৯. কোনটি মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়?
ক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি খ ব্যাংক হার বৃদ্ধি
গ নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ঘ সুদের হার বৃদ্ধি

২০. হেজিং ((hedging) বলতে বোঝায়—
ক শুল্ক আলোপ পদ্ধতি
খ প্রত্যয়নপত্র
গ ভবিষ্যৎ ঝুঁকি হ্রাসের পদ্ধতি
ঘ দর কষাকষির পদ্ধতি

স মা ধা ন

হিসাববিজ্ঞান	
১৭	খ
১৮	ক
১৯	খ
২০	ক

ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	
১	খ
২	ক
৩	গ
৪	ক
৫	ক
৬	গ
৭	খ
৮	খ
৯	খ
১০	খ
১১	খ
১২	ঘ
১৩	ক
১৪	ক
১৫	খ
১৬	খ
১৭	গ
১৮	ক
১৯	ক
২০	গ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভর্তি প্রস্তুতি

(পর্ব-২)

১৬ মে ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভর্তি পরীক্ষা। এ উপলক্ষ্যে টেকনিক্যাল বিষয়সমূহ নিয়ে আমাদের এ আয়োজন। এছাড়াও বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানের জন্য গুচ্ছ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির অংশ দেখুন।

✓ইনসুলিন নিঃসৃত হয়— অগ্ন্যাশয় হতে।
✓স্নায়ুতন্ত্রের একক— নিউরন।
✓হিমোগ্লোবিন থাকে— লোহিত রক্তকণিকায়।
✓১০ জন বালকের গড় বয়স ১৫ বছর। একজন বেশি হওয়াতে গড় বয়স ১৬ বছর হলো। ১ জন বালকের বয়স— ২৬ বছর।
✓নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন— গ্যালিলিও।

গ্যালিলিও

✓আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৪ গুণ। দৈর্ঘ্য ৮ ফুট হলে ক্ষেত্রফল — ১৬ বর্গফুট।
✓আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দ্বিগুণ করা হলে ক্ষেত্রফল হবে— ৪ গুণ।
✓ফরমালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণ হলো— ফরমালিন।
✓অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে— ধমনী।
✓মানুষের কশেরুকার সংখ্যা— ৩৩টি।
✓প্রাণী কোষে থাকে না— কোষপ্রাচীর।
✓গলগণ্ড রোগ হয়— আয়োডিনের অভাবে।
✓বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ হলো— তামা।
✓শর্করা পরিপাক হয়ে পরিণত হয়— গ্লুকোজে।
✓বর্জ্য নিষ্কাশন করে— বৃক্ক।
✓একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টের রোধ 50 ওহম। এর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য 200V। এর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চলবে— 4A।
✓বিভব পার্থক্য পরিবর্তন করা হয় যার মাধ্যমে—ট্রান্সফরমার।
✓কপার সালফেটের বর্ণ— নীল।
✓৩০ ঃ ১০ এর উত্তর রাশির মান ৯০ হলে পূর্ব রাশির মান— ২৭০।
✓কাঁদুনে গ্যাসের অপরনাম— ক্লোরোপিকরিন।
✓বিদ্যুৎ উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়—প্রাকৃতিক গ্যাস।
✓বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর—ট্রপোস্ফিয়ার।
✓ক্যানসার সৃষ্টি করে— রেনিটিড।
✓তেজস্ক্রিয় তীব্রতার একক— বেকেরেল।
✓বিশুদ্ধ পানির pH—7.0।
✓প্রোটিন তৈরির কারখানা— রাইবোজোম।
✓আইসোটোপে সমান থাকে— প্রোটন সংখ্যা।
✓70° কোণের সম্পূরক কোণ— 110°।
✓সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে প্রক্রিয়ায় তাপ আসে— বিকিরণ।
✓রক্তের রং লাল কারণ রক্তে রয়েছে— হিমোগ্লোবিন।
✓রাতকানা রোগ হয় যে ভিটামিনের অভাবে— ভিটামিন এ।
✓মস্তিষ্ক যে তন্ত্রের অংশ— স্নায়ুতন্ত্র।
✓ডায়াবেটিস রোগের সাথে সংশ্লিষ্ট যে হরমোনটি— ইনসুলিন।
✓খাবার লবণের রাসায়নিক সংকেত— NaCl।
✓১ ডজন আম ৩৬ টাকায় ক্রয় করে কত টাকায় বিক্রয় করলে ২৫% লাভ হবে?— ৪৫ টাকা।
✓মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা— 98.4°F।
✓একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ— 120/80mmHg।
✓মানবদেহে বৃক্ক রয়েছে— ২টি।
✓পূর্ণবয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের হৃৎস্পন্দন সাধারণত মিনিটে— ৭২ বার হয়।
✓মানুষের হৃৎপিণ্ডে প্রকোষ্ঠ আছে— ৪টি।
✓কোন শ্রেণিতে ২০ জন ছাত্রের বয়সের গড় ১০ বছর। শিক্ষকসহ তাদের বয়সের গড় ১২ বছর হলে উক্ত শিক্ষকের বয়স কত?— ৫২ বছর।
✓$a^2 + b^2 = 7$ এবং $ab = 10$ হলে $(a + b)^2 =$ কত?— ২৭।
✓আয়রণের অভাবে— অ্যানিমিয়া হয়।
✓১ মাইলে— ১.৬ কিলোমিটার।
✓লেবুর রসে থাকে— সাইট্রিক এসিড।
✓বাতাসের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে আর্দ্রতা— বাড়ে।
✓রংধনু সৃষ্টির বেলায় পানির কণাগুলো— প্রিজমের কাজ করে।
✓পানি অপেক্ষা হালকা ধাতু— সোডিয়াম।
✓পাতার যে কোষে সালোক সংশ্লেষণ ঘটে— প্যালিসেড প্যারেনকাইমা।
✓'এভিকালচার' বলতে বোঝায় — পাখিপালন বিষয়াদি।

✓আমাদের দেহকোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে— অক্সিজেন ও গ্লুকোজ।
✓যে ভিটামিনের অভাবে মুখে ও জিহ্বায় ঘা হয়— ভিটামিন B_2।
✓টিউমার সংক্রান্ত চর্চাকে বলে— অনকোলজি।
✓জলজ শামুক, ঝিনুকের খোলস গঠিত— কার্বনেট দিয়ে।
✓উদ্ভিদের পাতা হলদে হয়ে যায়— নাইট্রোজেনের অভাবে।
✓আইনস্টাইনের পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা বিষয়ক সূত্র হলো— $E = mc^2$।
✓বিষাক্ত নিকোটিন থাকে— তামাকে।
✓দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হওয়ার প্রেক্ষিতে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে বলে— খরা।

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO) এবং পশ্চিম ব্লকের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি :ওয়ারশ চুক্তি (WP)

✓ মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম— ওডোমিটার।
✓ গ্যাসের চাপ নির্ধারণ যন্ত্র— ম্যানোমিটার।
✓ যে তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি— 4°C।
✓ সোডিয়াম-এর (Na^{23}) একটি পরমাণুতে রয়েছে— ১১টি প্রোটন ও ১২টি নিউট্রন।
✓ হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র— কার্ডিওগ্রাফ।
✓ কৃষ্ণবিবর নামে আখ্যায়িত অঞ্চলের সীমাকে বলে— ঘটনা দিগন্ত।
✓ জন্ডিসে আক্রান্ত হয়— যকৃত।
✓ শিশুদের পোলিও রোগের জন্য টিকা দেওয়া হয়— ৪টি ডোজে।
✓ শব্দের গতি যে মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি— কঠিন।
✓ ভিটামিন 'ই'-এর অভাবে যে রোগ হয়— বন্ধ্যাত্ব।
✓ সূক্ষ্ম সময় মাপার যন্ত্র— ক্রোনোমিটার।
✓ একটি বায়ুশূন্য স্থানে একটি পালক ও একটি লোহার বল একত্রে ছেড়ে দিলে— উভয়টিই একসাথে পড়বে।
✓ মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারক— হেস।
✓ ভারি পানির রাসায়নিক সংকেত— D_2O।
✓ কৃত্রিম জিন আবিষ্কার করেন— হরগোবিন্দ খোরানা।
✓ বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরটি— স্ট্রাটোমণ্ডল।
✓ রেডিও আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়— গলগণ্ড রোগ নির্ণয়ে।
✓ মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন— লিউয়েন হুক।
✓ আরশোলার শ্বাসরন্ধ্র— ১০ জোড়া।

হ্যানিম্যান

✓ সালোকসংশ্লেষণের সময় ইলেকট্রনিক বাহক হিসেবে কাজ করে— সাইটোক্রোম।
✓ হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারক— সিএফএস হ্যানিম্যান।
✓ উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে ত্যাগ করে — প্রস্বেদন।
✓ শ্বসন প্রক্রিয়ার বাহ্যিক প্রভাবক — অক্সিজেন।
✓ সালোকসংশ্লেষণের জন্য সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে যা গ্রহণ করে— কার্বন ডাই-অক্সাইড।
✓ উদ্ভিদ দেহে খাদ্য বিতরণে যে কলা দায়ী— ফ্লোয়েম।
✓ ট্রাকিড ও ভেসেল যে কলার উপাদান— জাইলেম।
✓ বৃক্ষের বয়স নির্ধারণ করা হয়— বর্ষ বলয় দ্বারা।
✓ DNA মডেল তৈরি করেন— Watson and Crick।
✓ শ্রেণিবিন্যাসের মৌলিক একক— প্রজাতি।

✓ নিউক্লিয়াসের আবিষ্কারক— রবার্ট ব্রাউন।
✓ রক্তের লোহিতকণিকা তৈরি হয়— লোহিত অস্থিমজ্জায়।
✓ মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবন চক্রকে বলে— সাইজোগনি।
✓ আরশোলার হৃদযন্ত্র— ১৩ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।
✓ 2 Ω অন্তঃরোধের ব্যাটারির প্রান্তদ্বয় 8 Ω রোধের সাথে যুক্ত করলে 0.3A প্রবাহ চললে তড়িচ্চালক শক্তি— 3 V।

Hydra

✓ Hydra-র কর্ষিকার সংখ্যা— ৬-১০টি।
✓ যেকোনো ব্যবস্থায় সম্পন্ন কাজ ও অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনের সমষ্টি সর্বদা প্রযুক্ত তাপের— সমান।
✓ এক অশ্ব ক্ষমতা সমান— 746 ওয়াট।
✓ DNA'র গঠন আবিষ্কার করেন— ওয়াটসন ও ক্রিক।
✓ দু'টি সমমানের ভেক্টর বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। তারা পরস্পর 240° কোণে ক্রিয়া করে। উহাদের লব্ধির দিক— 120°।
✓ রঙিন টেলিভিশন থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি বের হয়— রঞ্জন রশ্মি।
✓ জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কারক হলেন— লুই পাস্তুর।
✓ একই স্থানে একটি সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য তিন গুণ বৃদ্ধি করা হলে, তার দোলনকাল হবে— 4 sec।
✓ বায়ুতে একটি কাঁচের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 20 cm হলে পানিতে এর ফোকাস দূরত্ব (বায়ুতে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক 3/2 এবং পানি প্রতিসরাঙ্ক 4/3)— 80 cm।
✓ কাজের মাত্রা সমীকরণ হলো— $[ML^2T^{-2}]$।
✓ ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু— 450 কোটি বছর।
✓ যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাকে বলে— ডায়নামো।
✓ একটি লেন্সের ক্ষমতা +2D। ইহার ফোকাস দূরত্ব—0.5m।
✓ গ্যালেনার সংকেত— PbS।
✓ জারণ, বিজারণ ও বিরঞ্জন ক্ষমতা রয়েছে এমন একটি গ্যাস হলো— SO_2।
✓ Proline হচ্ছে এক প্রকার— অ্যামাইনো এসিড।
✓ BOD বলতে বোঝায়— Biochemical Oxygen Demand।
✓ এক গ্রাম পানিতে অণু রয়েছে— 3.346×10^{22}।
✓ পাই বন্ধন গঠন করতে পারে না— s-orbital।
✓ NH_3 যৌগে নাইট্রোজেন মৌলের সংকরণ হলো— sp^3।
✓ WHO অনুমোদিত পানি দূষণের COD এর সর্বোচ্চ মাত্রা— 10.0 mg/L।

বায়ুর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (%)

উপাদান	পরিমাণ
নাইট্রোজেন	৭৮.০২
অক্সিজেন	২০.৭১
আর্গন	০.৮০
জলীয় বাষ্প	০.৪১
কার্বন ডাই-অক্সাইড	০.০৩
ওজোন গ্যাস	০.০০১
মিথেন	০.০০০২

বিভিন্ন সংকর ধাতুর উপাদান

সংকর ধাতু	উপাদান
পিতল (ব্রাস)	তামা + দস্তা
কাঁসা(ব্রোঞ্জ)	তামা + টিন
ইস্পাত (স্টিল)	লোহা + কার্বন
গান মেটাল	তামা + দস্তা + টিন
স্টেইনলেস স্টিল	লোহা + ক্রোমিয়াম + নিকেল + কার্বন
ডুরালুমিন	অ্যালুমিনিয়াম + কপার + ম্যাঙ্গানিজ + ম্যাগনেসিয়াম
নাইক্রোম	নিকেল + ক্রোমিয়াম + ম্যাঙ্গানিজ + লোহা

ভাসানীর জন্মভূমি

সিরাজগঞ্জ

জানেন কি : সিরাজগঞ্জ জেলা

- আয়তনে : দেশের ২৭তম
  রাজশাহী বিভাগে : ৪র্থ
- জনসংখ্যায় : দেশের ২১তম
  রাজশাহী বিভাগে : ২য়

পটভূমি

১৮৪৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ মোমেনশাহী (বর্তমান ময়মনসিংহ) জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮৪৫ সালে বিশাল মোমেনশাহী জেলার অধীনে জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ নামে দুইটি মহকুমার সৃষ্টি করা হয়। ইতিমধ্যে ১৮২৮ সালে রাজশাহীর একাংশ নিয়ে পাবনা জেলার গোড়া পত্তন হয়। সিরাজগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৮৫৫ সালে যমুনা নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে সিরাজগঞ্জ থানাকে পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ সালে রায়গঞ্জ থানাকে সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করে সিরাজগঞ্জের প্রশাসনিক বিস্তৃতি ঘটানো হয়। ১ এপ্রিল ১৯৮৪ সিরাজগঞ্জ জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

নামকরণ

বেলকুচি থানায় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক একজন জমিদার ছিলেন। তিনি তার নিজ মহালে একটি গঞ্জ স্থাপন করেন। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সিরাজগঞ্জ। ১৮০৯ সালের দিকে সিরাজউদ্দিন চৌধুরী ভূতের দিয়ার মৌজা নিলামে ক্রয় করেন। সিরাজগঞ্জ শহরটি যেখানে এখন অবস্থিত, সেখানটিতে জনমানুষের বসতি ছিল না সে আমলে। সে এলাকাটি তখন লোকে বলতো ভুতের দিয়ার। এমন সময় তার নামে নামকরণকৃত সিরাজগঞ্জ স্থানটি যমুনার নদীভাঙনে বিলীন হয়। তিনি ভূতের দিয়ার মৌজাকেই নতুনভাবে সিরাজগঞ্জ নামে নামকরণ করেন।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১ এপ্রিল ১৯৮৪
- সীমানা : উত্তরে বগুড়া, দক্ষিণে পাবনা ও মানিকগঞ্জ, পূর্বে টাঙ্গাইল ও জামালপুর, পশ্চিমে পাবনা, নাটোর ও বগুড়া জেলা।
- আয়তন : ২,৪০২.০৫ বর্গ কিমি [সূত্র : BBS]
- জনসংখ্যা : ৩৩,৫৭,৭০৬ জন [জনশুমারি ২০২২]
- ঘনত্ব : ১৩৯৮ জন
- সাক্ষরতা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৭১.০% [SVRS ২০২৩]

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৯টি— বেলকুচি, চৌহালি, কাজীপুর, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া।
- থানা : ১২টি ♦ পৌরসভা : ৭টি
- ইউনিয়ন : ৮৩টি
- জাতীয় সংসদে আসন : ৬টি
- **প্রধান নদনদী** ➤ যমুনা, করতোয়া, ইছামতি, গোহালা, ফুলজোড়, বড়াল, বোয়ালমারি ইত্যাদি।

সিরাজগঞ্জের GI পণ্য

সিরাজগঞ্জ জেলার ২টি পণ্য GI স্বীকৃতি পায়— ১. সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি ও ২. সিরাজগঞ্জের গামছা।

মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ

- সেক্টর ➤ ৭ নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  ৩০ নভেম্বর : রায়গঞ্জ
  ৩ ডিসেম্বর : কাজীপুর
  ১৩ ডিসেম্বর : কামারখন্দ, তাড়াশ ও উল্লাপাড়া
  ১৪ ডিসেম্বর : সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, চৌহালি ও শাহজাদপুর।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান

- **চৌহালি** : এনায়েতপুর বেড়ীবাঁধ, জোতপাড়া যমুনা নদীর ঘাট
- **রায়গঞ্জ** : জয়সাগর, আটঘড়িয়া জমিদার বাড়ি
- **শাহজাদপুর** : রবীন্দ্র কাচারিবাড়ি ও মিল্কভিটা
- **সিরাজগঞ্জ সদর** : বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক ও ইকোনোমিক জোন
- **তাড়াশ** : চলন বিল
- **উল্লাপাড়া** : নবরত্ন মন্দির ও কাশেম বিল।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

- **রাজনীতিবিদ** : আব্দুল মমিন তালুকদার, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ।
- **কবি ও লেখক** : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (লেখক, বাগ্মী), আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন (বিজ্ঞান লেখক), মোহাম্মদ নজিবর রহমান (ঔপন্যাসিক), মহাদেব সাহা (বাঙালি কবি), রজনীকান্ত সেন (কবি)।
- **সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব** : ফজলে লোহানী, সুচিত্রা সেন, হৈমন্তী শুক্লা, বাপ্পি লাহিড়ী, তৌকির আহমেদ।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

(১২ ডিসেম্বর ১৮৮০-১৭ নভেম্বর ১৯৭৬)
আওয়ামী মুসলিম লীগের (বর্তমান আওয়ামী লীগের) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫৭ সালে ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। আওয়ামী লীগের সাথে মত পার্থক্যের কারণে 'ন্যাপ' নামে নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'মজলুম জননেতা' হিসেবে সমধিক পরিচিত।

ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

(১৬ জানুয়ারি ১৯১৯-৩ নভেম্বর ১৯৭৫)
তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডে (PNG) ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যশোর সেনানিবাসে প্রশিক্ষণ নেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের আরও সাতটি পূর্ব ব্লক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে 'ওয়ারশ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়

ঠাকুরগাঁও

হিরন্ময় ঐতিহ্যের এক জনপদ

ঠাকুরগাঁও
ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার জনপদ

জানেন কি : ঠাকুরগাঁও জেলা

- আয়তনে দেশের : ৩৭তম
  রংপুর বিভাগে : পঞ্চম
- জনসংখ্যায় দেশের : ৪৬তম
  রংপুর বিভাগে : ষষ্ঠ

পটভূমি

১৮০০ সালে ঠাকুরগাঁও থানা স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৬০ সালে সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর ও আটোয়ারী নিয়ে ঠাকুরগাঁও মহকুমার যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও তেতুলিয়া এ চারটি থানা ঠাকুরগাঁও মহকুমার সাথে সংযুক্ত হয়। ১৯৮১ সালে আটোয়ারীসহ উক্ত ৪টি থানা নিয়ে পঞ্চগড় মহকুমা সৃষ্টি হলে ঠাকুরগাঁও মহকুমার সীমানা বর্তমান ৫টি উপজেলার মধ্যে সংকুচিত হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ঠাকুরগাঁও জেলা হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

নামকরণ

ঠাকুরগাঁও জেলা সদরে নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দুই ভাই বসবাস করতেন। সেখানকার লোকজন সেই চক্রবর্তী বাড়িকে ঠাকুরবাড়ি বলতেন। পরে স্থানীয় লোকজন এ জায়গাকে ঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও বলতে শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও

- সেক্টর ➤ ৬নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস—
  ৩০ নভেম্বর : বালিয়াডাঙ্গী
  ৩ ডিসেম্বর : সদর, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর

কৃষিতথ্য

- গম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ঠাকুরগাঁও।
- আলু উৎপাদনে দেশে দ্বিতীয় ঠাকুরগাঁও।
- খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত ঠাকুরগাঁও।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

রাজা গণেশ (বাংলার হিন্দু রাজা), কম্পরাম সিং (তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ভারতীয় বাঙালি লেখক), মির্জা রুহুল আমিন (বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য), গোলাম মোস্তফা (শহিদ বুদ্ধিজীবী), রমেশ চন্দ্রসেন (সাবেক পানিসম্পদ মন্ত্রী), দবিরুল ইসলাম (সাবেক সংসদ সদস্য), শিশির ভট্টাচার্য্য (চিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট), লিটু আনাম (বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা)।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
- সীমানা : উত্তরে পঞ্চগড়, পূর্বে পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলা, পশ্চিম ও দক্ষিণে ভারতের পশ্চিম বাংলা।
- আয়তন : ১,৭৮১.৭৪ বর্গ কিমি [সূত্র : BBS]
- জনসংখ্যা : ১৫,৩৩,৮৯৪ জন [জনশুমারি ২০২২]
- সাক্ষরতা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৮০.৫% [SVRS ২০২৩]
- ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) : ৮৬১ জন
- **প্রধান নদনদী** ➤ টাংগন, কুলিক, শুক, তীরনই, নাগর, ভুল্লী, সেনুয়া, ভক্তি ও পাথরাজ।

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৫টি— ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী ও হরিপুর।
- থানা : ৬টি।
- পৌরসভা : ৩টি— ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল
- ইউনিয়ন : ৫৪টি
- জাতীয় সংসদের আসন : ৩টি।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান

- **সদর :** ছোট বালিয়া জামে মসজিদ, জামালপুর জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ, লোকায়ন জীবন বৈচিত্র জাদুঘর ও ভাস্কর্য অপরাজেয় ৭১।
- **পীরগঞ্জ :** ফানসিটি বিনোদন ও শিশুপার্ক, সাগুনীর শালবন, রাজভিটা ও থুমনিয়া শালবন, সাগুনী রাবার ড্যাম।
- **রাণীশংকৈল :** ঐতিহ্যবাহী শালবন, খুনিয়া দিঘী স্মৃতি সৌধ, গোরকই মন্দির, জগদল রাজবাড়ী, পীর নাছিরউদ্দীন শাহ্ এর মাজার শরীফ, রাজা টংকনাথের রাজবাড়ী, রামরাই দিঘী।
- **বালিয়াডাঙ্গী :** আধারদিঘি ও আধারদিঘির মেলা, বামুনিয়া পীর সাহেবের মাজার, রূপগঞ্জের জমিদার বাড়ি, শহিদ কমরেড কম্পরাম সিংহ স্মৃতি কমপ্লেক্স, হরিণমারী শিব মন্দির ও ঐতিহ্যবাহী আমগাছ।
- **হরিপুর :** হরিপুর জমিদার বাড়ী।

জগদল রাজবাড়ি

রাণীশংকৈল উপজেলার পশ্চিমে জগদল নামক স্থানে নাগর ও তীরনই নদীর মিলনস্থলে ছোট একটি রাজবাড়ি রয়েছে। রাজবাড়িটির সম্ভাব্য নির্মাণকাল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। জগদলের রাজকুমার ছিলেন শ্রী বীরেন্দ্র কুমার।

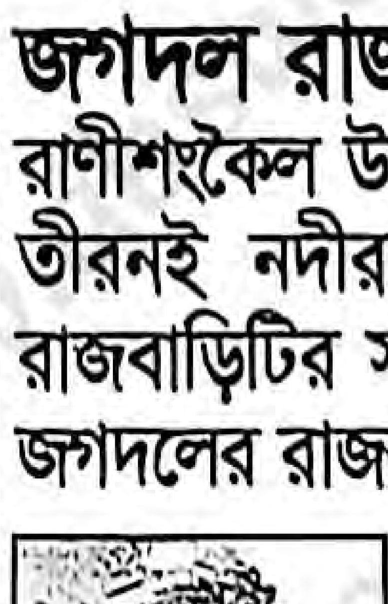

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

জন্ম : ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৮; তার পিতার নাম মির্জা রুহুল আমিন ও মাতা মির্জা ফাতেমা আমিন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর মহাসচিব ও সাবেক কৃষি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-৮ নভেম্বর ১৯৭০) একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক। জন্ম অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গীতে (বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলা)। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাস উপনিবেশ (১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬)। ছোটদের জন্য তার সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র টেনিদা খুবই জনপ্রিয়।

স্বাস্থ্যবার্তা

প্রতি বছর ৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস এবং মে মাসের প্রথম মঙ্গলবার (এ বছর ৬ মে) বিশ্ব অ্যাজমা দিবস বা বিশ্ব হাঁপানি দিবস পালিত হয়। পরিচিত রোগ দুটি নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন।

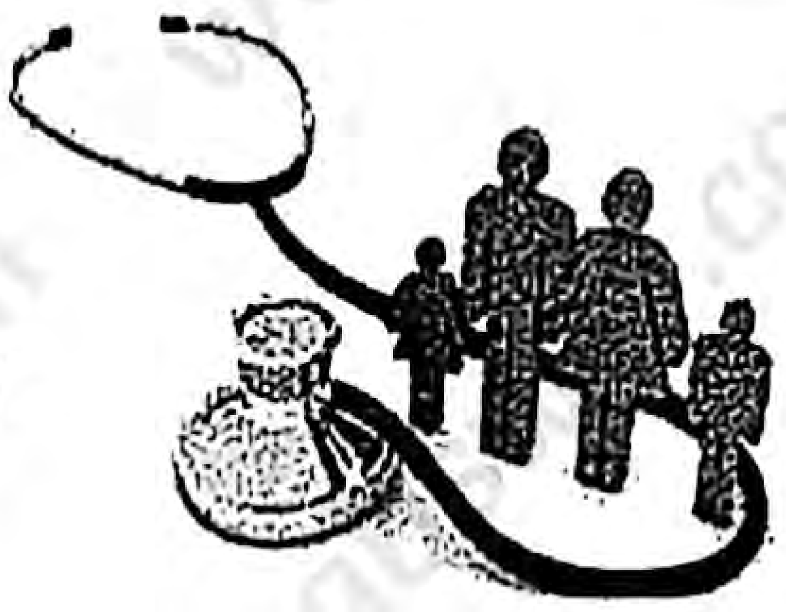

থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া একটি জন্মগত বা জেনেটিক রক্তরোগ। জিনগত ত্রুটির কারণে রক্তে লোহিত কণিকার অন্যতম উপাদান হিমোগ্লোবিন গঠনে সমস্যা হলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এতে মারাত্মক রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। রক্তে লোহিত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিন ধারণ করে। হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ হয়ে থাকে। আলফা ও বিটা চেইনের মাধ্যমে তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন। এই জায়গায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে হিমোগ্লোবিন তৈরির প্রক্রিয়া ধাক্কা খায়। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ভেঙে যায় লোহিত রক্তকণিকা। যার ফলে রক্তস্বল্পতা দেখা যায় রোগীর শরীরে।

প্রধানত তিন ধরনের থ্যালাসেমিয়া দেখতে পাওয়া যায়। আলফা থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া এবং থ্যালাসেমিয়া মাইনর। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকা, হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ এতটাই কমে যায় যে, তার শরীরে রক্তস্বল্পতা দেখা যায় এবং বারবার রক্ত পরিবর্তন করতে হয়। মা-মাবার মধ্যে কেউ বা দুজনেই থ্যালাসেমিয়া রোগী বা এ রোগের বাহক হলে সন্তান এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

■ লক্ষণসমূহ

থ্যালাসেমিয়া মাইনরে অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা ছাড়া সাধারণত বড় কোনো লক্ষণ থাকে না। থ্যালাসেমিয়া মেজরে সাধারণত শিশুর জন্মের দুই বছরের মধ্যে কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হয়। যেমন— দুর্বলতা অনুভূত হওয়া • মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হওয়া • সংক্রামক রোগে বেশি আক্রান্ত হওয়া • পেট ফুলে যাওয়া • জন্ডিস হওয়া।

■ প্রতিরোধ

মা-বাবার মধ্যে একজন বা দুজনেই থ্যালাসেমিয়া রোগী বা এ রোগের বাহক হলে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই গর্ভধারণের আগেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

– বর্তমান আইন অনুসারে বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক।

■ চিকিৎসা

থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীকে নিয়মিত বিরতিতে রক্ত দিতে হয় ♦ বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন হচ্ছে এই রোগের স্থায়ী চিকিৎসা।

■ বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস

১৯৯৪ সালে প্রথম বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস পালিত হয়। থ্যালাসেমিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশনের (TIF) প্রতিষ্ঠাতা প্যানোস এনগ্রেজোসের সন্তান জর্জ এনগ্রেজোস থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। তার এবং বাকি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের স্মরণে দিবসটি পালন করা শুরু হয়।

অ্যাজমা বা হাঁপানি

হাঁপানি কথাটির অর্থ হলো হাঁ করে শ্বাস নেওয়া। শ্বাসনালীতে বায়ু চলাচলে যখন বাধা সৃষ্টি হয়, তখনই তৈরি হয় শ্বাসকষ্ট আর তাকেই বলা হয় হাঁপানি। এক কথায় বলতে গেলে, অ্যাজমা বা হাঁপানি শ্বাসনালীর প্রদাহজনিত একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। এই রোগে শ্বাসনালীর অস্বাভাবিক সংকোচন-প্রসারণের কারণে ফুসফুসে বাতাস বহনকারী ছিদ্রপথ সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

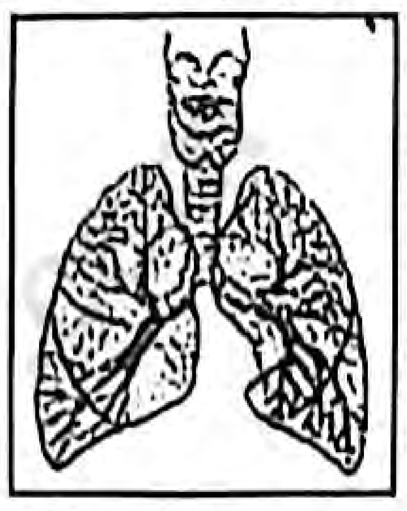

■ উপসর্গ বৃদ্ধির কারণ

পোষা প্রাণীর সংস্পর্শ • অ্যালার্জি জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শ • রাসায়নিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া • ধূমপান • বায়ুদূষণ বা ঠান্ডা আবহাওয়া।

■ লক্ষণসমূহ

বুকে চাপ অনুভূত হওয়া • শ্বাস কষ্ট হওয়া • ঘন ঘন কাশি হওয়া • কাশির সাথে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া • শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় শব্দ হওয়া।

■ প্রতিরোধের উপায়

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান থেকে বিরত থাকা • আসবাবপত্র ও বিছানা পরিষ্কার রাখা • বাইরে বেরোনোর সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করা • ধোঁয়া ও ধূলাবালি থেকে দূরে থাকা • লোমশ প্রাণী থেকে দূরে থাকা • যেসব খাবারে অ্যালার্জি হয় তা বর্জন করা।

■ বিশ্ব হাঁপানি দিবস

চিকিৎসা নির্দেশিকা সংস্থা Global Initiative for Asthma (GINA) দ্বারা ১৯৯৮ সালে প্রথম বিশ্ব হাঁপানি দিবস (World Asthma Day) পালন শুরু হয়।

বিচিত্র বিশ্ব

শতবর্ষে প্রথমবার মা-বাবা

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া চিড়িয়াখানায় প্রায় ১০০ বছর বয়সি অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতির এক জোড়া দৈত্যাকার কচ্ছপ প্রথমবারের মতো মা-বাবা হয়। চিড়িয়াখানাটির ১৫০ বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। এছাড়া মা কচ্ছপটি তার প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে প্রথমবারের মতো মা হলো। মমিকে ১৯৩২ সালে ওই চিড়িয়াখানায় আনা হয়। অবশ্য আবরাজ্জো সে তুলনায় নতুন। তাকে আনা হয় ২০২০ সালে।

'কলা টুপি' পরে বিশ্বরেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের একটি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতে অভিনব এক কাণ্ড ঘটায়। ৩০৯ জন নারীপুরুষ উজ্জ্বল হলুদ রঙের 'কলা টুপি' (ব্যানানা হ্যাট) পরে ওই জাদুঘরে হাজির হয়। ২ এপ্রিল ২০২৫ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সেন্ট লুইসের সিটি মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ এই রেকর্ড গড়ে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেলুন

সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরে প্রতিবছর হজের সময় ২০ লাখের বেশি মানুষ জড়ো হন। হজের অংশ হিসেবে তাদের কেউ মাথা মুণ্ডন করেন, কেউ চুল ছোট করেন। বিপুলসংখ্যক হজযাত্রী ও পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই মক্কা নগরে ক্লক টাওয়ার সেন্টারে গড়ে তোলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেলুন। এই সেলুনে গ্রাহকদের জন্য ১৭০টি সেলুন চেয়ার রাখা হয়েছে। প্রাথমিক ধাপে প্রতিদিন ১৫ হাজারের বেশি গ্রাহককে সেবা দেওয়া যাবে।

সবজি দিয়ে বাদ্যযন্ত্র তৈরি

যেকোনো কিছু থেকেই সুর সৃষ্টি করা সম্ভব, নিজেদের এই বিশ্বাস শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে অভিনব এক কাজ করে যাচ্ছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার একটি বাদক দল। তারা তাদের ট্যুরে শুধু সবজি দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছে। প্রতিবারই একেবারে নতুন ও সতেজ বাদ্যযন্ত্র। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতে এই বাদক দল দিনের পর দিন এ কাজ করে চলেছে এবং সফল হয়েছে। দলটির নাম 'দ্য ভেজিটেবল অর্কেস্ট্রা'। ১১ সদস্যের বাদক দলটি গঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। বাদক দলটি এ পর্যন্ত ৩৪৪টি কনসার্টে তাদের বিশেষভাবে তৈরি বাদ্যযন্ত্র বাজায়। বাদ্যযন্ত্রগুলো মুলা, গাজর, শসা, বেগুন, কুমড়া ও লিকের মতো সবজি দিয়ে তৈরি। কনসার্ট শেষে দলটি দর্শকদের সবজির স্যুপ খেতে দেয়। বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে গিয়ে যেসব সবজি বেঁচে যায়, সেগুলো দিয়েই ওই স্যুপ তৈরি করা হয়।

কুকুর চালায় স্কেটবোর্ড

অনলাইনে তুমুল জনপ্রিয় 'চাউডার'। টিকটকে এর অনুসারী সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ। চাউডার বুলডগ বা ব্রিটিশ বুলডগ প্রজাতির একটি কুকুর। কুকুরটি দক্ষ স্কেটবোর্ড চালক। চাউডারের বয়স ৯ বছর, থাকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ফক্স আইল্যান্ডে। সেটির মালিক জেমি ডেলপারড্যাং। জেমি এবং তার স্বামী রিচ বাণিজ্যিকভাবে কুকুর উৎপাদন করেন এমন একজনের কাছ থেকে চাউডারকে পান। চাউডারকে স্কেটবোর্ড চালাতে শেখানো হয়নি। কুকুরটি নিজে নিজেই এসব শিখে নিয়েছে বলেও জানান তিনি। চাউডারের একটি ভিডিও ৪ কোটি ৩০ লাখের বেশি বার দেখা হয়।

১২১ ঘণ্টা বাস্কেটবল খেলার রেকর্ড

জর্জিয়ার একটি দল টানা ১২১ ঘণ্টা ৩ মিনিট ধরে একটি বাস্কেটবল ম্যাচ খেলে। অর্থাৎ, দলটি পাঁচ দিনের বেশি সময় ধরে টানা বাস্কেটবল খেলে। এই ম্যাচের মাধ্যমে দলটি তিন লাখ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করে। ওই অর্থ যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য মানব পাচারের (সেক্স ট্রাফিকিং) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহার করা হবে। তবে শুধু অর্থ সংগ্রহ নয়, এ কাজের মাধ্যমে ফেয়ারবার্নের দলটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও গড়ে। ম্যাচটি শেষ হয় স্থানীয় সময় ২১ মার্চ ২০২৬ সকাল ১০টায়।

মাইন খুঁজে রেকর্ড গড়ল ইঁদুর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ার সিয়েম রিপ এলাকার কাছের একটি অঞ্চলে ২০২১ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১০৯টি স্থলমাইন এবং অবিস্ফোরিত গোলা খুঁজে বের করে রনিন নামের একটি ইঁদুর। পাঁচ বছর বয়সি রনিনের জন্ম তানজানিয়ায়। বেলজিয়ামভিত্তিক বিভিন্ন প্রাণীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠান এপিওপিও ১০০টির বেশি ইঁদুরকে বিস্ফোরণ খুঁজে বের করার প্রশিক্ষণ দেয়। রনিন সেগুলোর একটি। এই কাজ করে ইতিমধ্যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে ইঁদুর হিসেবে সবচেয়ে বেশি স্থলমাইন খুঁজে বের করে বিশ্ব রেকর্ড করে রনিন।

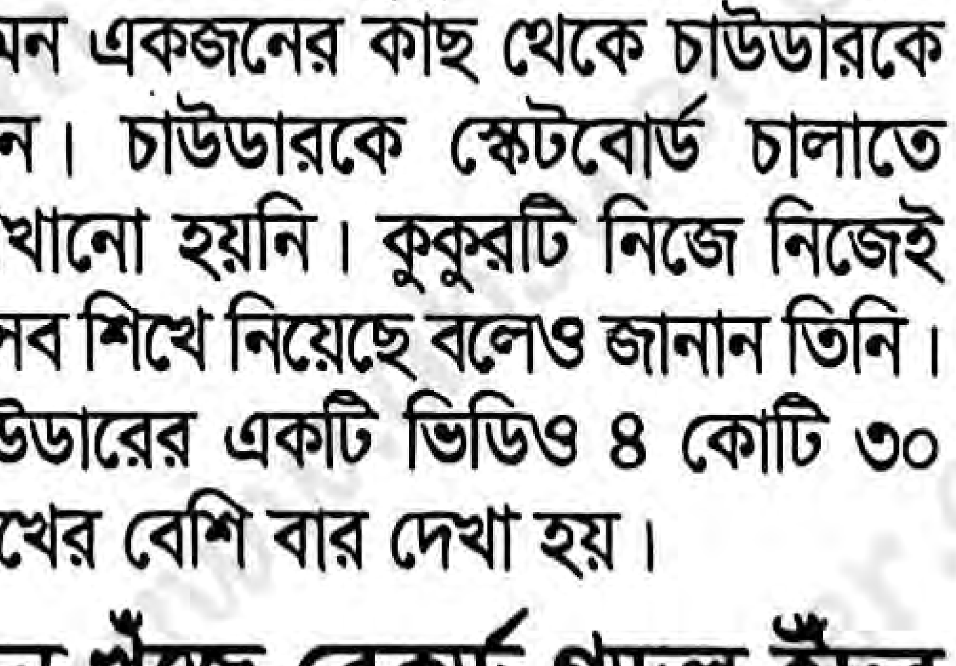

ডানজিক (Gdańsk) সমুদ্র বন্দর পোল্যান্ডে অবস্থিত